পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 203 Sunday, 23 June, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ২০৩ সংখ্যা ✱ ৮ আষাঢ়, ১৪৩১, রবিবার, ২৩ জুন, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

মানিকতলার ভোটে প্রভাব পড়তে পারে তোলাবাজির, আশঙ্কায় কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুনঃ তোলাবাজি রুখতে কাউন্সিলরকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে নির্দেশ কুণাল ঘোষের। মানিকতলা উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে দলের একাংশের তোলাবাজি নিয়ে সরব কুণাল। ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমল চক্রবর্তীকে নির্দেশ দেন কুণাল। ওই ওয়ার্ডের কুমোর পাড়ায় তলাবাজির জেরে জেরবার ব্যবসায়ীরা। অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে কাউন্সিলরকে নির্দেশ কুণালের। যে ভিডিয়ো সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে কুণাল কাউন্সিলরের উদ্দেশ্যে স্পষ্টতই বলছেন, ''ক্যানেল ইস্ট রোড থেকে অভিযোগ এসেছে। আমাদের সঙ্গে থাকা দু'একজন কোনও অন্যায় আবদার করছে। কোনও অবস্থায় দরকার হলে তুমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলে নাও। কারও মনে যেন এতটুকু ক্ষোভ না থাকে। যার প্রভাব যেন উপনির্বাচনে না পড়ে, যেন কেউ রাগ দেখিয়ে না ফেলেন। সেটা করা যাবে না। যাঁরা করছে তাঁদের কাছে খবর চলে যাবে। নয় সিধে হবে নয় আইনের ব্যবস্থার মধ্যে পড়বে। সোজা কথা বলে দিলাম।'' প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনে বড় সাফল্য পাওয়ার পরেও তৃণমূল দেখছে শহরাঞ্চলের মানুষ মুখ ঘোরাচ্ছে শাসকদলের থেকে। তাতেই চিন্তায় ঘাসফুল শিবিরের একেবারে শীর্ষ নেতারা। দলে তোলাবাজি নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরব হয়েছেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিনই আবার সুব্রত বক্সী দক্ষিণের দুই কাউন্সিলরকে শো-কজও করেছেন। এদিকে কলকাতার ৪২ থেকে ৪৬টা ওয়ার্ডে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে আছে বিজেপি। সেটা ভাবাচ্ছে ঘাসফুল শিবিরকে। তারমধ্যেই কুণালের এই সতর্কবাণী যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। যদিও কুনালের বক্তব্যের দ্বিমত প্রকাশ করতে দেখা গেল মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। বললেন, ''কাউন্সিলরের দায়িত্ব নয় তোলাবাজি দেখা। তোলাবাজি দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের।''

প্রোটেম স্পিকার বিতর্কে এককাট্টা ইন্ডিয়া জোট, সহায়ক পদে বসবেন না সুদীপ

নয়াদিল্লি, ২২ জুনঃ স্পিকার কে হবে, তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ক'দিন পর। তার আগে প্রোটেম স্পিকার নিয়েই তুঙ্গে তরজা। সংসদের নিয়ম মেনে সবথেকে বর্ষীয়ান সাংসদকে সুরেশকে প্রোটেম স্পিকার না করে, ভর্তুয়ারি মোহতাবকে প্রোটেম স্পিকার করা হয়েছে। এবার প্রোটেম স্পিকার ইস্যুতে বিরোধিতায় যৌথ পদক্ষেপ ইন্ডিয়া জোটের। প্রোটেম স্পিকারেক সহায়কের পদে বসবেন না তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদ শুরুর আগেই একজোট ইন্ডিয়া জোট। জানা গিয়েছে, কংগ্রেসের আটবারের সাংসদ কে সুরেশেরই প্রোটেম স্পিকার পদে বসার কথা থাকলেও, সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী তাঁকে উপেক্ষা করে বিজেপি সাংসদ ভর্তুয়ারি মেহতাবকে প্রোটেম স্পিকার হিসাবে ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে সোশ্যাল মাধ্যমে সরব হয়েছে কংগ্রেস। পাল্টা জবাবে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য লেখেন, সবে নির্বাচনে হেরেছেন। রিল্যাক্স। সবকিছু নিয়ে অভিযোগ না করে, পরপর তিনবার হারের কারণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করুন। জানা গিয়েছে, এবার প্রোটেম স্পিকারের পদ নিয়ে বিরোধিতা করতে একজোট ইন্ডিয়া জোট। সূত্রের খবর, প্রোটেম পদ নির্বাচনের প্রতিবাদে সহায়কের তালিকায় থাকা সত্ত্বেও তা স্পিকারের চেয়ারে বসবেন না সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পাশাপাশি প্রোটেম স্পিকারের চেয়ারে বসবেন না বলে জানিয়েছেন কে সুরেশ এবং টিআর বালুও। নতুন সংসদের শপথ গ্রহণে সহায়তা করার জন্য সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, টিআর বালু এবং কে সুরেশের নাম মনোনীত করেছিলেন রাষ্ট্রপতি। এই পদে বসতে নারাজ ইন্ডিয়া জোট।

বাংলাদেশিদের জন্য ই-মেডিক্যাল ভিসা চালু করতে চলেছে ভারত

বেশি লাভবান হবে কলকাতার হাসপাতাল

নয়াদিল্লি, ২২ জুনঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার বাংলাদেশের নাগরিকদের দারুন সুখবর দিয়েছেন। ভারত সফররত সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, ভারত সরকার চিকিৎসার সুযোগ পেতে আগ্রহী বাংলাদেশিদের জন্য খুব শিগগির ই-মেডিক্যাল ভিসা চালু করবে। এছাড়া, বাংলাদেশের রংপুরে ভারত সরকার একজন সরকারি হাই কমিশনারকে নিয়োগ করবে। তাতে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের ভারতে আসার ভিসা পেতে প্রণয় ভার্মা সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে আশ্বাস দিয়েছেন, ভিসা দ্রুত ইস্যু করতে কার্যকর পদক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, দুই দেশের মধ্যে অন অ্যারাইভাল ভিসা চালুর ভাবনাও আছে। অর্থাৎ বৈধ পাসপোর্ট-সহ সীমান্ত অতিক্রম করার পর হাতে হাতে ভিসা ইস্যু করা হবে। সময়ে ভিসা না পাওয়ার প্রভাব কলকাতার বাজারেও পড়েছে। বাংলাদেশের মানুষ কলকাতায় এলে সাধারণত ধর্মতলার আশপাশে হোটেলগুলিতে ওঠেন। সেখানে রুমের চাহিদা কমে গিয়েছে। ইদে নিউ মার্কেটে

সুবিধা হবে। তাদের ঢাকা আসার প্রয়োজন হবে না। তবে ই-মেডিক্যাল ভিসা চালুর সিদ্ধান্ত ওই দেশের মানুষের কাছে খুবই সুখবর বলে মনে করা হচ্ছে। চিকিৎসার জন্য আসা বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ ভরসা করেন কলকাতার হাসপাতালগুলিকে। ভিসা জটিলতায় বিগত কয়েক বছর যাবত অনেকেই ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেও আসতে পারেননি। ফলে ব্যবসা মার খেয়েছে কলকাতার হাসপাতালেরও। তবে বাংলাদেশিরা এখন চেন্নাই, জয়পুর, বেঙ্গালুরু, তিরুবনন্তপুরম, হায়দরাবাদ, দিল্লি, মুম্বইয়ের হাসপাতালেও যাচ্ছেন। বাংলাদেশের নাগরিকেরা অনেক দিন ধরেই অভিযোগ করে আসছেন, ঢাকা-সহ সেদেশের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত ভারতীয় দূতবাসউপ-দূতাবাসগুলি থেকে ভিসা পেতে অনেক সময় চলে যাচ্ছে। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাই-কমিশনার বাংলাদেশি ক্রেতার সংখ্যাও আগের তুলনায় কমেছে বলে দোকানিদের দাবি। শনিবার দিল্লিতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরা যৌথভাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সফরে সম্পাদিত চুক্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে যৌথ বিবৃতিটি পাঠ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী ই-মেডিক্যাল ভিসা চালু করার কথা জানান। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, অনলাইনে চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্র-সহ দরখাস্ত করলে ইমাধ্যমেই ভিসা ইস্যু করে দেওয়া হবে। থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া আগেই বাংলাদেশিদের জন্য ই-ভিসা চালু করেছে। মনে করা হচ্ছে, ওই সব দেশে চিকিৎসা করাতে যাওয়া বাংলাদেশিরা এখন আরও বেশি করে ভারতকে বেছে নেবে।

দিনেদুপুরে পৌরপিতার কার্যালয়ে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ, রণক্ষেত্র গড়িয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুনঃ গড়িয়ায় পৌরপিতার কার্যালয়ে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন। বেশ কয়েকজন মহিলাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। আপাতত পার্টি অফিসে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা পিন্টু দেবনাথের কার্যালয় রয়েছে গড়িয়া ষ্টেশন সংলগ্ন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। পুরপিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য এই অফিসে রোজই এলাকার বহু বাসিন্দা আসেন। নানা প্রকার সার্টিফিকেট নিতে আসেন অনেকেই। এদিনও পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে অনেকেই এসেছিলেন। অভিযোগ, আচমকা কিছু লোকজন এসে বাঁশ লাঠি নিয়ে হামলা চালাতে শুরু করে। পার্টি অফিসের চেয়ার টেবিলও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সময় কাউন্সিলর অফিসে ছিলেন না বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। কিন্তু, এ ঘটনার পিছনে কাদের হাত রয়েছে তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুরানো শত্রুতার জেরেই এই হামলা বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন বাপি হাজরা, প্রতাপ মিশ্র, বাপ্পা ও রাজকুমার নামে চারজন। অন্যদিকে মারধরের পিছনে অমিত হালদার, সিরাজ, আতাবুল, মিলন বলে চারজনের নাম উঠে আসছে। কিন্তু, এদের পিছনে কারা রয়েছে, কী উদ্দেশ্যে হামলা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাপানউতোর।

নিট বিতর্কে এবার রাস্তায় নামল এবিভিপি, কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় জ্বলল কুশপুতুল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুনঃ ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে বেনিয়মের অভিযোগ ঘিরে এবার রাস্তায় নাম এবিভিপি। শনিবার দুপুরে অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদের তরফে কলকাতার রাজপথে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি তোলা হয় এবিভিপির তরফে। একদিকে যখন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নাগাড়ে আক্রমণ শানিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষা বিতর্ক নিয়ে, তখন গেরুয়াপন্থী ছাত্র সংগঠন এবিভিপির এই বিক্ষোভ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কাঁধে সংগঠনের গেরুয়া ঝান্ডা, হাতে প্ল্যাকার্ড-পোস্টার নিয়ে প্রতিবাদে সামিল সংঘের ছাত্র সংগঠন। কোনওটায় লেখা, 'শিক্ষা মাফিয়া নিপাত যাক'। তো কোথাও আবার লেখা, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবিভিপি'। এমন বিভিন্ন ধরনের পোস্টার-প্ল্যাকার্ড হাতে কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট চত্বরে বিক্ষোভ দেখালেন এবিভিপির সদস্যরা। কুশপুতুল জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ। এবিভিপির তরফে কলকাতা মহানগর এলাকার সম্পাদক দেবাঞ্জন পালের বক্তব্য, ''ছাত্র সংগঠন হিসেবে সবার আগে আমাদের কর্তব্য ছাত্রদের ভবিষ্যৎ। ছাত্রদের কথা মাথায় রেখেই আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে। কেন্দ্রে কারা সরকারে আছে, সেটা কোনও বড় বিষয় নয়। আমারা যে শিক্ষা মাফিয়ার কথা বলছি, সেটা একটা সিস্টেম দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামা ছাত্র সমাজের অংশ হিসেবে এবিভিপির কর্তব্য। সেই কারণে বিভিন্ন শহরে আমরা এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছি।'' তাঁর বক্তব্য, ''কেন্দ্রীয় সরকার এনটিএ তৈরি করলেও এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির মাথায় যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে সরাতে হবে। তদন্তে যারা দোষী প্রমাণিত হবে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি হোক। বর্তমানে আমরা ইউজিসি ও এনটিএ চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দাবি করছি। কিন্তু পরে তদন্ত প্রক্রিয়ায় উঠে আসে শিক্ষামন্ত্রক ব্যর্থ, তাহলে আমরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীরও পদত্যাগ দাবি করব।''

'প্রয়োজন না হলে এসি-পাখা-লাইট বন্ধ করতে হবে'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুনঃ সরকারি দফতরে বিদ্যুতের অপচয়ের অভিযোগ একাধিকবার উঠেছে। কখনও ফ্যান, আলো, এসি চলছে অথচ সেখানে লোকজন নেই। এবার বিদ্যুতের অপচয় নিয়েই কড়া খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বিদ্যুত বিলের খরচ কমান'। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের পর নির্দেশ স্বাস্থ্য ভবনের। সম্প্রতি, একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে অস্বাভাবিক বিদ্যুতের বিল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা। একাধিক স্কুল ও সরকারি অফিসে বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছে বলে প্রশাসনিক বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। এরপরই রাজ্যের সবকটি স্বাস্থ্য প্রশাসনের উদ্দেশে জারি হল নির্দেশিকা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ প্রয়োজন না থাকলে আলো, পাখার সুইচ বন্ধ করতে হবে। এসি, লিফট, হাসপাতাল চত্বর, বাগানের আলোর ব্যবহারেও খরচ কমানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনকে। এ প্রসঙ্গে রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, অনেকের মধ্যেই স্বভাব আছে আমরা এসি বন্ধ করি না, আলো বন্ধ করি না, ফ্যান অফ করি না। সেইগুলির জন্যই মুখ্যমন্ত্রী এমন বার্তা দিয়েছেন। এটা করলে বিদ্যুতের বিল বাঁচাতে পারি। অপ্রয়োজনীয় ভাবে যাতে বিদ্যুত না নষ্ট হয় সেই দিকেই নজর দিতে হবে।

দু'জনকেই শো-কজ করুন

মমতার নির্দেশে সুব্রত বক্সী চিঠি পাঠালেন অরূপ বিশ্বাসকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুনঃ মাঝে কিছুদিন সংগঠনের বিষয়আশয় মোটামুটিভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই ছেড়ে রেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটের পর অভিষেক এখন চিকিৎসার কারণে সাংগঠনিক ব্যাপার থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছেন। এর মধ্যে শক্ত হাতে ফের সংগঠনের রাশ ধরলেন মমতা। তাঁর মোদ্দা কথা একটাই, কোনও বেয়াদপি বরদাস্ত করা হবে না। লোকসভা ভোটের পর খাস কলকাতায় শাসকদলের একাধিক কাউন্সিলরের পরস্পর বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কোথাও কোথাও বোমাবাজি পর্যন্ত হয়েছে। সূত্রের খবর, এ সব অঙ্কুরেই বিনাশ করতে গত পরশু রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে ডেকে পাঠান তৃণমূলনেত্রী। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এ সব আর তিনি মেনে নেবেন না। এক্ষুণি শো-কজ করতে হবে। তৃণমূলের জন্ম মুহূর্ত থেকে সুব্রত বক্সী দলের রাজ্য সভাপতি। মমতার আকার ইঙ্গিত মনোভাব সব বিলক্ষণ জানেন বক্সীবাবু। শুক্রবারই তিনি দুই কাউন্সিলরের উদ্দেশে শোকজের চিঠি ইস্যু করেছেন। বক্সী নিজে তাঁদের ডেকে তা হাতে তুলে দেন। বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা দক্ষিণ শহরতলির

অন্যতম নেতা অরূপ বিশ্বাসকে ওই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে খবর। কারণ, যে দুই কাউন্সিলরের মধ্যে বিবাদ তাঁরা অরূপের এলাকার নেতা। এঁদের মধ্যে একজন হলেন ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বরাজ মণ্ডল। তিন দিন আগে স্বরাজ মণ্ডলকে মেরে কান ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। গত মঙ্গলবার পাটুলি এলাকার ওই ওয়ার্ডে পার্টি অফিসে বসতে যাওয়া নিয়ে ঝগড়ার শুরু। স্বরাজ সেখানে বসতে গেলে দলের কিছু কর্মী আপত্তি জানান। তাঁরা বলেন, ওই পার্টি অফিসের চেয়ারে স্বরাজকে বসতে দেওয়া হবে না। এ নিয়ে প্রথমে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। তার পর তুমুল হাতাহাতি। ঘুষি মেরে স্বরাজের কান ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্বরাজের লোকজনের অভিযোগ এর নেপথ্যে রয়েছেন ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তারকেশ্বর চক্রবর্তী। ওই পার্টি অফিসে সপ্তাহে অন্তত একদিন বসেন স্থানীয় বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার। আর বাকি দিন কাউন্সিলর। স্বরাজের অভিযোগ ভোটের আগেও একবার তাঁকে মারধর করেছিল তারকেশ্বরের লোকজন। তখন অরূপ বিশ্বাস সামলে দিয়েছিলেন। এখন ফের উৎপাত শুরু হয়েছে। সূত্রের মতে, দুই কাউন্সিরলকে শো-কজ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তুত সবাইকে হুঁশিয়ার করতে চেয়েছেন। কারণ, কলকাতায় এখন বহু পাড়ায় তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া চলছে। আবার লোকসভা ভোটের ফলাফল দেখিয়ে দিয়েছে, পুর এলাকায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বেশ তাগড়া। বহু ওয়ার্ডে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে যেখানে অবাঙালির সংখ্যা বেশি, সেখানে তৃণমূল পিছিয়ে। সার্বিক এই পরিস্থিতিতেই এবার কড়া অবস্থান নিয়েছেন মমতা। দৃষ্টান্তমূলক ভাবে দু-একজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

জমি দখলের অভিযোগ পেলেই এফআইআর করতে হবে, কলকাতার সব থানাকে নির্দেশ লালবাজারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুনঃ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বেআইনিভাবে জমি দখলের ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে। জমি দখলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও লেগে রয়েছে। এই অবস্থায় জমি দখল নিয়ে নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে কলকাতা পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গড়ে দিয়েছিলেন হাই পাওয়ার কমিটি। তারপরেই নড়েচড়ে বসল কলকাতা পুলিশ। লালবাজারে তরফে সমস্ত থানাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বেআইনি জমি দখলের কোনও অভিযোগ পেলে এফআইআর করতে হবে পুলিশকে। লালবাজার সূত্রের খবর, নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের পরেই লালবাজারের কর্তারা ডিসিদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লালবাজারের নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, কোথায় বেআইনিভাবে কতটা জমি দখল হয়েছে? বা কতজন বেআইনিভাবে জমি দখল করেছে? তার সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিটি ডিভিশনের সব থানাকে এই মর্মে তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে কেউ বেআইনি জমি দখলের অভিযোগ জানালে সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীর নথিপত্র এবং কাগজ মিলিয়ে দেখতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। বৃহস্পতিবার নবান্নে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কলকাতা, রাজারহাট এবং নিউটাউন এলাকায় জমির দখল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এর পাশাপাশি সরকারি জমির জবরদখল রুখতে ৪ সদস্যের একটি হাই পাওয়ার কমিটি গঠন করে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর গঠন করা সেই কমিটিতে রয়েছেন ভূমি সংস্কার দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, সেচ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব প্রভাত মিশ্র, রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) মনোজ বর্মন এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, এই কমিটি জবরদখল হয়ে যাওয়া সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের কাজের তদারকি করবে। জানা যাচ্ছে, সেচদফতরের অধীনে বিপুল পরিমাণ সরকারি জমি রয়েছে, যেগুলি জবর দখল হয়েছে। তাই কমিটিতে রাখা হয়েছে ওই দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকেও। বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে পুলিশকে সমন্বয় রাখতে বলা হয়েছে। তারপরেই লালবাজারের তরফে এমন নির্দেশ।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সওয়া ৯টায় অফিসে ঢোকার নির্দেশ, নইলে অর্ধদিবস ছুটি কাটা যাবে

নয়াদিল্লি, ২২ জুনঃ লেট লতিফদের জন্য দুঃসংবাদ! কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের এখন থেকে সকাল সওয়া ৯টার মধ্যে অফিসে ঢুকতে হবে। তা না হলে অর্ধদিবস ছুটি কাটা যাবে। কেন্দ্রের পার্সোনেল ও প্রশিক্ষণ দফতর দেরিতে অফিস আসার সর্বোচ্চ সময় বেঁধে দিয়েছে। দেশের সব কেন্দ্রীয় সরকারি উপস্থিতির উপর নজর রাখার। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসের কার্যসময় হচ্ছে সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। কিন্তু, কর্মীদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে যে, দেরিতে আসা এবং তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়া। এমনকী যাঁরা জনসাধারণের সঙ্গ জড়িত ক্ষেত্রে কাজ করেন, তাঁরাও এ রকম

অফিসের জন্য এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে। বলে দেওয়া হয়েছে, পদস্থ অফিসার সহ সব কর্মীকে এই বিধি মেনে চলতে হবে। এরজন্য বায়োমেট্রিক উপস্থিতি দিতে হবে। কোভিড থেকে গত চারবছর ধরে অনেকেই এটা মানছিলেন না। কর্মীদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, সওয়া ৯টা পেরিয়ে গেলেই অর্ধদিবস ছুটি কাটা যাবে। যে কোনও কারণেই হোক, আগাম ছুটির কথা জানা থাকলে সেটা কামাই করার আগেই জানাতে হবে। এবং পরদিন ক্যাজুয়াল লিভের আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে, জানানো হয়েছে সার্কুলারে। বিভাগীয় আধিকারিকদের প্রতি দায়িত্ব থাকবে কর্মীদের আসা-বেরনোর সময় এবং আচরণ করেন। যাতে সাধারণ মানুষ ব্যাপক অসুবিধার মধ্যে পড়েন। এই সার্কুলারের বিষয়ে অফিসারদের একাংশের বক্তব্য, তাঁদের নির্ধারিত কোনও অফিস টাইম নেই। অনেক সময়েই সন্ধ্যা ৭টার আগে তাঁরা বেরতে পারেন না। শুধু তাই নয়, কোভিডের পর থেকে অনেক ফাইল ইলেকট্রনিক হয়ে গিয়েছে। ফলে তাঁদের বাড়িতে গিয়েও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর পরিবর্তে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ খুলে কাজ করতে হয়। ছুটির দিনেও তার অন্যথা হয় না। যদিও সার্কুলারে বলা হয়েছে, দেরিতে ঢোকা ও আগে বেরনোর অভ্যাস বন্ধ করতে হবে। তা না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

জামিন অধরাই, শাহজাহানকে আরও ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠাল আদালত

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২২ জুনঃ সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় গত সপ্তাহে জামিন পেয়েছেন শাহজাহান শেখের ঘনিষ্ঠ অনুগামী ফারুক আকঞ্জি। তবে এবারও জামিন পেলেন না বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। শনিবার ১৪ দিনের জেল হেফাজত শেষে শাহজাহানকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতে জামিনের আবেদন করেন শাহজাহানের আইনজীবী। তবে বিচারক সেই আর্জি খারিজ করে দেন। এদিন শাহজাহানের আইনজীবীদের জামিন আবেদন করলে সিবিআইয়ের আইনজীবী তার তীব্র বিরোধিতা করেন। দীর্ঘক্ষণ দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক শাহজাহানের জামিনের আবেদন খারিজ করে ফেরত তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠান। আগামী ৫ জুলাই ফের শাহজাহানকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ফলে এবারও জামিন অধরা রইল শাহজাহানের। প্রসঙ্গত, এদিন শাহজাহান ছাড়াও তার ভাই শেখ আলমগীর ও দিদার বক্স মোল্লাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজত শেষে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ফল প্রকাশের পর ১৮ দিন অতিক্রান্ত, চিঠির জটে আটকে সায়ন্তিকাদের শপথ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুনঃ লোকসভা ভোটের ফলাফলের সঙ্গেই গত ৪ জুন রাজ্যের বরানগর ও ভগবানগোলা বিধানসভার উপ নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু শপথবাক্য পাঠ না হওয়ায় ফল প্রকাশের ১৮ দিন পরেও বিধায়ক হিসেবে নিজেদের এলাকায় কাজ শুরু করতে পারছেন না তৃণমূলের জয়ী দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন। পরিস্থিতির জন্য রাজ্যপালকেই দুষছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। জট কাটাতে ইতিমধ্যে রাজ্যপালকে পাঠানো চিঠিতে শপথ বাক্য পাঠ সংক্রান্ত সাংবিধানিক প্রথার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের দু'টি রায়ের উল্লেখও করেছেন স্পিকার। তবে রাজভবন থেকে জবাবি কোনও চিঠি এখনও আসেনি বলে সূত্রের খবর। বিধানসভার বর্ষীয়ান এক বিধায়ক বলেন, ''নির্বাচিত বিধায়কদের

শপথবাক্য পাঠ করানোর অনুমতি এভাবে রাজ্যপাল আটকাতে পারেন না। তবু আমরা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছি। স্পিকার এব্যাপারে রাজ্যপালকে আইন মনে করিয়ে চিঠিও দিয়েছেন। জবাব না পেলে নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'' সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী, বিধানসভার নব নির্বাচিত বিধায়কদের শপথ বাক্য পাঠ করানোর জন্য রাজ্যপালের কাছে অনুমতি নিতে হয়। বিধানসভা সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে রীতি মেনে রাজ্যপালকে চিঠি পাঠানোর পরও শপথবাক্য পাঠের বিষয়ে তিনি কোনও জবাব না দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চিঠি পাঠিয়েছেন। বিধানসভা সূত্রের খবর, রাজ্যপালের চিঠিতে শপথ সম্পর্কে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি। উল্টে বিধানসভার এই মুহূর্তে সব থেকে পুরনো মহিলা বিধায়ক, পুরনো তফসিলি ও জনজাতি বিধায়ক এবং সর্বকনিষ্ঠ বিধায়কের নাম জানতে চাওয়া হয়েছে। শপথের সঙ্গে এই চিঠির কী সম্পর্ক তা বুঝতে না পেরে রাজ্যপালকে পাঠানো চিঠিতে এরপরই সাংবিধানিক কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে নির্বাচিত হওয়ার পরেও এলাকায় কাজ শুরু করতে না পেরে ঘনিষ্ঠমহলে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নব নির্বাচিত দুই বিধায়ক। এখন দেখার চিঠি জট কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত কবে, কোন পথে শপথগ্রহণ হয় দুই নব নির্বাচিত বিধায়কের।

হাজতেই থাকতে হচ্ছে বিভবকে, স্বাতী-নিগ্রহ মামলায় ৬ জুলাই পর্যন্ত বাড়ল জেল হেফাজত

নয়াদিল্লি, ২২ জুন ঃ আপাতত হাজতেই থাকতে হবে স্বাতী মালিওয়ালকে নিগ্রহ কাণ্ডে অভিযুক্ত বিভব কুমারকে। বিভবকে শনিবার আগামী ৬ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির তিস হাজারি আদালত। জেল হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আদালতে পেশ করা হয় বিভব কুমারকে।স্বাতী-নিগ্রহ মামলায় শনিবার বিভব কুমারকে আগামী ৬ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির তিস হাজারি আদালত। উল্লেখ্য, রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালকে নিগ্রহ মামলায় ১৮ মে গ্রেফতার করা হয়েছিল বিভব কুমারকে।

শনিবার থেকে শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামে শুরু অম্বুবাচি মেলা, বন্ধ মন্দিরের মূল ফটক, খুলবে ২৬ জুন

গুয়াহাটি, ২২ জুন ঃ অসমের রাজধানী গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত বিখ্যাত শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামে শুরু হয়ে গেছে অম্বুবাচি মেলা। অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে কামাখ্যা ধামে ইতিমধ্যেই ভক্তদের আগমন ঘটেছে। গিজ-গিজ করছে সাধু-সন্ন্যাসীদের ভিড়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত-পর্যটকও কামাখ্যা দর্শন করতে এসে গেছেন।আজ ২২ জুন সকালে দেবী কামাখ্যা রজঃস্বলা হয়েছেন। নিবৃত্তি হবে ২৫ জুন রাতে। কামাখ্যা ধামের প্রধান দলৈ জানান, মৃগশিরা নক্ষত্রের শেষ পাদ এবং আর্দ্রা নক্ষত্রের শুরুতে (২২ জুন, ৭ আষাঢ়) শনিবার সকাল ৮-টা ৩৫ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে অম্বুবাচির প্রবৃত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের মূল ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৫ জুন পর্যন্ত চারদিন মন্দিরের দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। এ সময় পূজা-পার্বণ সমস্ত কিছু বন্ধ থাকে।তিনি জানান, ফের ২৫ জুন (১০ আষাঢ়) মঙ্গলবার রাত ৮-টা ৫৯ মিনিট ২৩ সেকেন্ডে অম্বুবাচির নিবৃত্তি হবে। পরের দিন ভোরের দিকে নিত্যপূজা শেষ করে মন্দিরের দরজা ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।এদিকে অম্বুবাচির সময় দেবী কামাখ্যা মন্দিরে এসে জপতপ করে সাধনা সিদ্ধির জন্য দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত, সন্ন্যাসী, সাধুসন্ত, নাগাসাধু, মহাপুরুষরা এসে ভিড় জমিয়েছেন। তাঁরা দেবীর প্রবৃত্তির আগে গতকাল রাত পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দিরে প্রবেশ করে পূজা-অর্চনা করেছেন।আজ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত দেশ-বিদেশ থেকে আগত সাধুসন্তরা বিধি অনুযায়ী সাধনায় মগ্ন থাকবেন। সময় সময় তাঁরা মন্দির প্রদক্ষিণও করবেন।

দেশ দ্রুত এগোচ্ছে, কৃষিকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবেঃ শিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি, ২২ জুন ঃ ভারত এই মুহূর্তে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শনিবার দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, এই মুহূর্তে আমাদের দেশ দ্রুত উন্নতি করছে... ভারত একটি অতি প্রাচীন এবং মহান দেশ। আমরা সবাই তা জানি।শনিবার নতুন দিল্লিতে আইসিএআর-এ আয়োজিত জাতীয় সেমিনার এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন শিবরাজ সিং চৌহান। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, পৃথিবীর উন্নত দেশে যখন সভ্যতার সূর্য উদিত হয়নি, তখন ভারতে বেদের স্তোত্র রচিত হয়েছিল। এটি সত্যিই একটি আশ্চর্যজনক দেশ এবং আমি একজন ভারতীয় হিসেবে গর্বিত।কৃষকদের কল্যাণের স্বার্থে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, আমাদের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং কৃষকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর ভিশনই আমাদের লক্ষ্য। যেদিন থেকে আমি কৃষিমন্ত্রী হয়েছি, সেদিন থেকে দিনরাত চিন্তা করছি, কিভাবে আরও ভালো করা যায়।

অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,২২জুনঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটো সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা উপলক্ষ্যে পুরীতে ভক্তদের ঢল, সেজে উঠেছে মন্দির

পুরী, ২২ জুন ঃ জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে জনারণ্য পুরীর মন্দির চত্বর। শনিবার সকাল থেকে শয়ে শয়ে ভক্তরা ভিড় জমিয়েছেন সেখানে। চলছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে জগন্নাথ দেবের এই স্নান যাত্রা পালিত হয়ে থাকে। ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবকে ঘিরে সেজে উঠেছে পুরীর জগন্নাথ মন্দির।উল্লেখ্য, স্নান যাত্রা উপলক্ষ্যে শনিবার জগন্নাথ দেব, বলরাম ও সুভদ্রাকে মূল মন্দির থেকে বাইরে নিয়ে আসা হবে পবিত্র স্নান স্থলে। তিন বিগ্রহকেই ঘড়া ঘড়া জল ও দুধ দিয়ে স্নান করানোর পর আবারও ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে। এরপর প্রথা অনুসারে এক পক্ষকাল জগন্নাথ দেব দর্শন বন্ধ রাখা হবে। পক্ষকাল শেষে আগামী ৭ জুলাই হবে রথযাত্রা। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, সুসজ্জিত রথে চড়ে মাসির বাড়ি যাবেন।

অমরাবতীতে বুলডোজার চলল ওয়াইএসআরসিপি-র সেন্ট্রাল অফিসে, অভিযুক্ত টিডিপি

অমরাবতী, ২২ জুন ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতীতে বুলডোজার চলল ওয়াইএসআরসিপি-র নির্মীয়মান সেন্ট্রাল অফিসে। শনিবার সকালে অমরাবতীর তাদেপল্লীতে ওয়াইএসআরসিপি-র নির্মীয়মান সেন্ট্রাল অফিস বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয় গোটা অফিস।দলীয় কার্যালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে ওয়াইএসআরসিপি। টিডিপি-র বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ এনেছে জগনমোহন রেড্ডির দল। আগের দিনই এই ভাঙচুর রুখতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ওয়াইএসআরসিপি, তাঁরা এপি সিআরডিএ (অন্ধ্রপ্রদেশ ক্যাপিটাল রিজিওন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি)-এর পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে। আদালত যে কোনও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেয়। তারপরও বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ওয়াইএসআরসিপি-র নির্মীয়মান সেন্ট্রাল অফিস।টিডিপি নেতা পট্টভী রাম কোম্মারেডি বলেছেন, আইন এবং নিয়ম অনুযায়ী, যে কোনও বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা দরকার।ওয়াইএসআরসিপি-র পার্টি অফিস যা সংশ্লিষ্ট দফতরের কোনও অনুমতি ছাড়াই বেআইনিভাবে তৈরি করা হচ্ছে, তা ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে ফের শুষ্ক আবহাওয়া পূর্বাভাস, ২৯ জুন থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ২২ জুনঃজম্মু ও কাশ্মীরে আবারও শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। শনিবার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৩-২৮ জুন পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে, তবে কিছু জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এরপর ২৯-৩০ জুন পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।বিগত ২৪ ঘন্টায় শ্রীনগর, গুলমার্গ-সহ কাশ্মীরের নানা প্রান্তে বৃষ্টি হয়েছে। এই বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রা একটু নেমেছে। শ্রীনগরে শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে ১০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা আসন্ন, ভার্চুয়ালি'প্রথম পুজো' করলেন মনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ২২ জুন ঃ আর মাত্র কিছু দিন পরই শুরু হচ্ছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। তার আগে শনিবার সকালে অমরনাথ যাত্রার 'প্রথম পুজো' করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। এদিন সকালে শ্রীনগরের রাজভবন থেকে ভার্চুয়ালি মাধ্যমে অমরনাথ যাত্রার 'প্রথম পুজো'-তে অংশ নেন তিনি।পরে উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, ২৯ জুন থেকে সমগ্র দেশের ভক্তরা 'বাবা অমরনাথ'-এর দর্শন করতে পারবেন। আগত ভক্তদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সুবিধা করা হয়েছে। নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হবে আগামী ২৯ জুন, শেষ হবে ১৯ আগস্ট।

গুরুগ্রামে ফায়ারবল তৈরির ফ্যাক্টরিতে আগুনে মৃত্যু দু'জনের, ৩-৪ জন আহত

গুরুগ্রাম, ২২ জুন ঃ হরিয়ানার গুরুগ্রামে ফায়ারবল তৈরির ফ্যাক্টরিতে আগুনে প্রাণ হারালেন দু'জন। এই অগ্নিকাণ্ডে আরও ৩-৪ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার গভীর রাতে গুরুগ্রামের দৌলতাবাদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় একটি ফায়ারবল তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পর ওই কারখানায় আগুন ধরে যায়।অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে আসে দমকলের প্রায় ২৪ জন ইঞ্জিন। আগুনের তীব্রতায় বিল্ডিংটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেকটা চেষ্টার পর দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন। শনিবার সকালে দমকল অফিসার রমেশ কুমার বলেছেন, আমরা কাছাকাছি ফায়ার স্টেশন থেকে দমকলের ইঞ্জিন নিয়ে এসেছি এবং তখনও বিস্ফোরণ ঘটছিল। অভিযানে প্রায় ২৪টি দমকলের ইঞ্জিন নিযুক্ত ছিল। এই কারখানাটি ফায়ারবল তৈরি করে, যা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের মতো। আশেপাশের ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের বলা হচ্ছে, আমরা এখানে পৌঁছানোর আগেই দু'জনের

যথাযথ মর্যাদার সাথে অনুষ্ঠিত হলো জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মহারানীর স্নানযাত্রা উৎসব, উপস্থিত দেশ-বিদেশের কয়েক হাজার ভক্ত

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়াঃ শাস্ত্র অনুসারে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্বয়ম্ভু মনুর যজ্ঞের প্রভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রভু জগন্নাথ দেবের।সে কারনেই এই তিথিকে জগন্নাথদেবের জন্মদিন হিসেবে পালন করার নির্দেশ দেন স্বয়ং মনুই।আর চিরাচরিত প্রথা মেনে জগন্নাথ দেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যেই অনুষ্ঠিত হয় ।জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মহারানীর স্নানযাত্রা উৎসব। এবছর যা ২২শে জুন শনিবার ২০২৪ এ মহাসমারোহে, ও যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদার সাথেই ইসকনের শাখাকেন্দ্র রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মহারানীর স্নানযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।আর এই স্নানযাত্রা উৎসবের রয়েছে বেশ কিছু রীতি। স্নানযাত্রার আগের সন্ধ্যায় মহাপ্রভু জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা, সুদর্শন এবং মদনমোহনের বিগ্রহ শোভাযাত্রা সহকারে স্নানবেদিতে আনা হয়। ভক্তবৃন্দ সকলে বসরের একমাত্র এই দিনটিতে স্নানযঙ্গে সামিল হয়ে ভগবান লীলা পুরুষত্তম জগন্নাথদেবের কৃপা লাভ করে। স্নানের পর মহাপ্রভুকে গজবেশে সাজানো হয়। স্নানযাত্রার পর শুরু হয় অনসর।এ বছর ২১ ও ২২ শে জুন এই দুই দিন ব্যাপী মহাসমারোহে এই উৎসব পালিত হবে। বিনামূল্যে সকলের জন্য প্রসাদের সুবন্দোবস্ত থাকবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশী বিদেশী প্রচুর ভক্ত এই উসবে সামিল হয়ে, গঙ্গার জল, ডাব এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ফলের রস দিয়ে তাদের প্রিয় ভগবান জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মহারানীকে স্নান করিয়ে পরমেশ্বর ভগবান জগন্নাথদেবের কৃপা লাভ করেন।এদিন সকাল থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান,একাধারে যেমন চলে বিভিন্ন আাচার অনুষ্ঠান, পাশাপাশি চলে বিশেষ পুজো।এরই সাথে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও।আর এদিনের এই অনুষ্ঠানের পর থেকেই অর্থাৎ ২৩ শে জুন থেকে ৫ ই জুলাই পর্যন্ত রাজাপুরের জগন্নাথ মঃিদর বন্ধ থাকবে।ইস্কনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান এই একপক্ষ কাল সর্বত্রই প্রভু জগন্নাথ দেবের দ্বার বন্ধ থাকে, কারন হিসেবে তিনি জানানকথিত আছে স্নানযাত্রার পরে শ্রীজগন্নাথদেব এক পক্ষ কাল দৃশ্যমান থাকেন না তাঁর জ্বর হয়,।এ-সবই তার লীলা। সেই সময় তিনি রাজবৈদ্যের অধীনে চিকিৎসিত হয়ে থাকেন। এই পর্বটিকে 'অনাসর' বা 'অনবসর' বলা হয়।যেহেতু এই সময়ে দারুব্রহ্মকে দেখা যায় না, সেহেতু তার পটচিত্রে পুজো দেন ভক্তরা।লীলা পুরুষত্তম জগন্নাথ দেব জগতের নাথ তিনি, তাঁর আবার জ্বর!কথিত আছে জ্বর সারাতে দয়িতাপতিরা ওষুধ, পথ্য অর্থা মিষ্টি রসের পানা বিশেষ পাচন ও নানা ধরনের মিষ্টান্ন ভোগ দেন।রাজবৈদ্যের আয়ুবেদিক পাচন খেয়ে এক পক্ষকালের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন জগন্নাথদেব।এরপর যখন নবমূর্তিতে জগন্নাথদেব নানা বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে দর্শন দেন তখন সেই উৎসবকে বলা হয় নেত্রোসব বা নবযৌবন উৎসব।

স্কুল বাদ দিয়ে ডিএ আন্দোলন! অভিযোগ উঠল ভাস্কর ঘোষের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ স্কুলে না এসে ডিএ আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত শিক্ষক। এবার স্কুলের অভিভাবকরা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুললেন। গত বৃহস্পতিবার সকালে অভিভাবকদের একাংশ বিক্ষোভও দেখান দুর্গাপুরের ফরিদপুর ব্লকের প্রতাপপুর পঞ্চায়েতের ধবনি গ্রাম অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ড্রপ্রসঙ্গত, এই স্কুলেই কর্মরত ভাস্করবাবু। যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এই শিক্ষক। চলতি বছরের বাজেটেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ আরও ৪ শতাংশ বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়। পাশাপাশি এপ্রিল থেকেই অতিরিক্ত ডিএ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্যের তরফে। কিন্তু, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করছেন রাজ্যের সরকারি কর্মীদের একাংশ। আর এই আন্দোলনের জন্য তৈরি হয়েছিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সংশ্লিষ্ট মঞ্চের আহ্বায়কের দায়িত্বে রয়েছেন ভাস্কর ঘোষ।ড্কলকাতায় এই মঞ্চে অনেক সময় দেখা যায় তাঁকে। এবার তাঁর বিরুদ্ধে স্কুলে অধিকাংশ দিন অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসী এবং অভিভাবকদের একাংশ। ঠিক কী অভিযোগ অভিভাকদের? বৃহস্পতিবার স্কুলের সামনে বিক্ষোভরত পম্পা বাগচি বলেন, 'আমার মেয়ে এই স্কুলে ক্লাস ওয়ানে পড়ে। মাস্টারমশাই অর্ধেক দিন স্কুলে আসেন না। অথচ টেলিভিশনে তাঁকে দেখতে পাই। অনেক পড়ুয়া এই স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে চলে যাচ্ছে।'

জল সঙ্কটে নাজেহাল অবস্থা দিল্লিতে, অতিশী বললেন অনশন ছাড়া উপায় নেই

নয়াদিল্লি, ২২ জুন ঃ রাজধানী দিল্লিতে জলের সঙ্কট এখনও মেটেনি, জলের কষ্টে দুর্বিষহ অবস্থা দিল্লির সাধারণ জনসাধারণের। এই জলের সঙ্কট মেটাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসেছেন দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশী। অনশন মঞ্চ থেকেই অতিশী বলেছেন, আমার অনশনের দ্বিতীয় দিন। দিল্লিতে জলের তীব্র ঘাটতি রয়েছে, দিল্লি নিজস্ব প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে জল পায়। দিল্লি মোট ১০০৫ এমজিডি জল পায়, যা দিল্লির বাড়িগুলিতে সরবরাহ করা হয়। এর মধ্যে হরিয়ানা থেকে ৬১৩ এমজিডি জল আসে, কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হরিয়ানা মাত্র ৫১৩ এমজিডি জল ছাড়ছে...এই কারণে দিল্লির ২৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ জল পাচ্ছেন না।অতিশী আরও বলেছেন, আমি সবরকম চেষ্টা করেছি, কিন্তু যখন হরিয়ানা সরকার জল সরবরাহ করতে রাজি হয়নি, আমার অনশন করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না... এখনও জল সঙ্কটের পরিস্থিতি বিদ্যমান। গত শুক্রবার হরিয়ানা ১১০ এমজিডি কম জল সরবরাহ করেছে। আমি অনশন চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না পর্যন্ত হরিয়ানা সরকার দিল্লিতে জল সরবরাহ করে, যতক্ষণ না পর্যন্ত দিল্লির ২৮ লক্ষ মানুষ জল পায়।

কল্যাণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, খতিয়ে দেখার দাবি কুণালের

কলকাতা, ২২ জুন ঃ বিধানসভার আগামী উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল বিজেপি বাঁচাও কমিটির। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখার দাবি তুললেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।' বেঙ্গল বিজেপি' এক্স-বার্তায় অভিযোগ করেছে, চৌবে রাতারাতি ভট্টাচার্য? আর কতো নিচে নামবেন কল্যাণ চৌবে ? আপনি বাঙালিদের খেলো ভাবলেন কি করে? এআইএফএফ সভাপতি হযে বিশ্বকাপ টিকেটের কালোবাজারি ও নিজের ভগ্নিপতি, ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা আত্মসা করে জেলখাটা আসামী শিবাজী পাঁজার মাধ্যেমে সব কন্টাক্ট বিক্রী ছাড়া কি করেছেন?এর প্রেক্ষিতে শনিবার কুণাল এক্স-বার্তায় লিখেছেন, এসব তো মারাত্মক অভিযোগ। বিজেপির মধ্যে থেকেই উঠছে। এগুলির সত্যতা খতিয়ে দেখতে অবিলম্বে যথাযথ তদন্ত প্রয়োজন। বিজেপির কী হাল! এমন একজনকে মানিকতলায় প্রার্থী করেছে।অপর এক্স-বার্তায় কুণাল এদিন দুটি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের কাটিং যুক্ত করে লিখেছেন, মানিকতলার বাসিন্দাদের জন্যে-ফুটবল ফেডারেশনে হাজার অভিযোগ, এবার খোদ বিদায়ী কোচ তোপ দাগলেন, আর ঐ কল্যাণ চৌবে, এবার আরেকটি পদবী জুড়ে তৃতীয়বার ভোটে হারার জন্য নাটক করতে আসছে।

২৫ জুন পাঁচ দিনের সফরে লখনউ আসবেন সংঘের সরকার্যবাহ হোসাবলে

লখনউ, ২২ জুন ঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে ২৫ জুন পাঁচ দিনের সফরে লখনউ আসবেন। এই সময় তিনি নিরালানগরের সরস্বতী কুঞ্জে সংঘের পূর্ব উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলের সভায় অংশ নেবেন।সংঘের প্রচার বিভাগ অনুসারে, প্রাদেশিক প্রচারক, সহ-প্রাদেশিক প্রচারক, সমস্ত বিভাগের প্রচারক, সহ-বিভাগের প্রচারক, প্রাদেশিক গোষ্ঠীর সমস্ত প্রচারক এবং পূর্ব উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলের চারটি প্রদেশের আঞ্চলিক কার্যনির্বাহীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই সভায় সরকারি বিভাগের প্রচারক, প্রাদেশিক গ্রুপ এবং এলাকা পর্যায়ে প্রচারকদের সাথে পৃথক বৈঠক করবেন।সংঘের জেলা ও বিভাগের প্রচারকদের সংঘ শিক্ষা বর্গে স্থানান্তরিত করা হবে। এবার বদলি করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক জেলা ও দফতরের প্রচারকর্মী। কিছু প্রচারককে পদোন্নতি দিয়ে বিভাগীয় প্রচারক করা হয়েছে। এই বৈঠকে এমন অনেক প্রচারকও উপস্থিত থাকবেন যারা প্রথমবারের মতো বিভাগের প্রচারক হয়েছেন। এমতাবস্থায় সরকার্যবাহের নির্দেশনা এই প্রচারকদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক প্রমাণিত হবে।

প্যারিস অলিম্পিকের জন্য যোগ্যতা অর্জন

নয়াদিল্লি, ২২ জুন ঃসুমিত নাগাল প্যারিস অলিম্পিকে জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। শনিবার নিশ্চিত করেছেন তিনি। নাগাল সামাজিক মাধমের একটি পোস্টে বলেছেন, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছি। এটি আমার কাছে স্মরণীয় মুহূর্ত। কারণ অলিম্পিক আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান রাখে।নাগাল টোকিও অলিম্পিকে পুরুষদের এককে অংশ নিয়েছিলেন। সেবার তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডে রাশিয়ান ড্যানিল মেদভেদেভের কাছে হেরে ছিলেন।প্যারিস অলিম্পিকে, রোল্যান্ড গ্যারোসে টেনিস খেলা হবে। ফ্রেঞ্চ ওপেন অনুষ্ঠিত হয এখানে। ২৭ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত প্যারিস অলিম্পিক হবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৩জুন মার্টঃরবিবার, ৮ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৮ আষাঢ় মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৮ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮ আষাঢ় মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৮ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৫শতকরা এবং ৭৬শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনি বার। জোয়ার- সকাল ৯টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৯টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৯ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন। **বৃষভ রাশিঃ**আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। যাঁরা এখনও বেতন পাননি তারা অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন।। **মিথুন রাশিঃ** আপনার আবেগগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন, বিশেষ করে রাগ। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তবে আজকের দিনটি আপনার ভাগ্যবান। বিবাহের যোগ হবে। **কর্কট রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। ফাটকায় লাভ আনবে। **সিংহ রাশিঃ**আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। **কন্যা রাশিঃ**আপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। শুভ দিন **তুলারাশিঃ**আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। আপনি আজ ব্যবসায় প্রচুর লাভ অর্জন করতে পারেন। সন্তান হতে পারে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিবাহের যোগ হবে। **ধনু রাশিঃ**পিতা আপনাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। শুভরংলাল **মকর রাশিঃ**আপনার হতাশা আপনার স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করতে পারে- আপনি অতীতের ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন- তাই নিজেকে যতটা সম্ভব শিথিল করার চেষ্টা করুন। আর্থিক উন্নতি। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার শৈশব স্মৃতি আপনাকে জড়িয়ে রাখবে। এরফলে আপনি নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মানসিক উত্তেজনা দিতে পারেন। বাড়িতে অতিথি। **মীন রাশিঃ**আপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। চাঁদ বসানোর কারণে আপনার অর্থ অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় হতে পারে। আ আপনার পরিবারের সিনিয়রদের কাছ থেকে আর্থিক

জয়নগর, কুলতলি ও রায়দীঘি সংযোগকারী

ঢাকী সেতু এখনো চালু না হওয়ায় সমস্যায় রয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২২ জুনঃ কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে বাম আমলে নির্মিত সুন্দরবনের ঢাকির সেতু এখনো মানুষের চলাচলের যোগ্য হয়ে উঠলো না, ক্ষোভ সাধারণ মানুষের।আর এই সেতু চালু না হওয়ায় সমস্যায় রায়দীঘি, কুলতলি ও জয়নগর বিধানসভার কয়েকহাজার মানুষজন। উল্লেখ্য,২৭ শে মার্চ ২০০৮সালে বামফ্রন্টের শাসন কালে জয়নগর ২ নং ব্লক ও মথুরাপুর ২ নং ব্লকের সংযোগকারী সোনাটিকারী নদীর ওপর ঢাকি সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ও ভূমি সংস্কার দফতরের মন্ত্রী আব্দুল রেজ্জাক মোল্লার উপস্থিতিতে এই সেতুর শিলান্যাস করেন তাঁরা। রায়দিঘি বিধানসভার বিধায়ক তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি তার সময়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করলেও পরে তা বন্ধও হয়ে যায় বিধানসভা নির্বাচনের কারণে। আর এই নির্বাচনে তিনি রায়দীঘি থেকে পরাজিত হন দেবশ্রী রায়ের কাছে। আর তার পরে বেশ কয়েক বছর সেতুর কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে। সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের সহায়তায় আবার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেবশ্রী রায়ের তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু হলেও আবার আসে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন। আর তাতেই রায়দিঘি বিধানসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস দুবারের বিধায়ক দেবশ্রী রায় কে প্রার্থী না করে রায়দিঘির ভূমিপুত্র ডা. অলক জলদাতাকে প্রার্থী করে। তিনি জয়লাভ করে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষজন একাধিক দফতরে সেতুর কাজ শুরু হওয়ার কথা জানানোর পর অবশেষে আবার কাজ শুরু হয়।এই সেতুর একদিকে কুলতলি বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের ঢাকী অপরদিকে রায়দীঘি বিধানসভার কনকনদীঘি গ্রাম

পঞ্চায়েতের পূর্ব জটা গ্রাম। দুই পাড়ের জমিজটের সমস্যায় ব্যাপক আকার ধারণ হয়। কুলতলি বিধানসভার অধীনে জয়নগর ২ নং ব্লকের চুপড়িঝাড়া ঢাকী সেতুটি কাজ শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে যায়। কুলতলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের গণেশচন্দ্র মন্ডল বিধায়ক নির্বাচিত হন ২০২১ সালে। আর এরপরে দুই বিধানসভার সংযোগকারী ঢাকী সেতুর সংযোগ রোডের জমি জট কাটিয়ে সংযোগ রোডের মাটির কাজ শুরু হলেও বর্ষা নামায় কাজ বন্ধ।এই সেতুর বরাতকারী ঠিকাদার সংস্থা ঠিক মতো কাজ না করায় চরম দুর্দশায় ও দুরবস্থার মধ্যে তিনটি বিধানসভার কয়েক হাজারমানুষ জন। বিশেষ করে কুলতলি থেকে যারা রায়দিঘি কলেজ কিম্বা রায়দীঘি গ্রামীন হাসপাতালে যায় তাদের খুবই সমস্যা পড়তে হয়। তাদের একমাত্র ভরসা খেয়া পারাপার। আর যাত্রী ঠিকমতো না হলে পারাপার সম্ভব হয়ে ওঠে না তার উপরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে তো আর কথাই নেই। চরম দুর্ভোগে পড়েন নিত্য যাত্রীরা। কবে এই নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাইপাবে এই এলাকার মানুষ সে দিকে তাকিয়ে তাঁরা। তবে এ ব্যাপারে রায়দীঘির বিধায়ক ডা. অলক জলদাতা ও কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল বলেন,থমকে থাকা ঢাকী সেতুর সংযোগকারী রাস্তার কাজ দ্রুত শেষ করে এই সেতু চালু করে দেওয়া হবে। আর সেই আশায় বসে এখন সুন্দরবনের মানুষ।

গার্স্টিন প্লেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে দমকলের ৪ টি ইঞ্জিন

কলকাতা, ২২ জুন ঃ পার্কস্ট্রিট ও অ্যাক্রপলিস মলের পর এবার গার্স্টিন প্লেসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো আজ অর্থাৎ শনিবার সপ্তাহান্তে ভোর ৪টে নাগাদ। ৫ নম্বর গার্স্টিন স্ট্রিটে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের পাশে একটি পুরনো বাড়িতে আগুন লাগে। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা, ওই পুরনো বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে দমকলে খবর দেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৪ টি ইঞ্জিন। আগুনের বেগ এতটাই তীব্র ছিল যে, দমকলের আধিকারিকদের বেশ খানিকটা বেগ পেতে হয়েছে এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। এরপর ঘটনাস্থলে মোট দমকলের ৬ টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এখনো বেশ কিছু পকেট ফায়ার রয়েছে। সেইগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশও।

ওই বাড়িতে জনবসতি ছিল না বলেই জানা গিয়েছে। ওই বাড়িতে আইনজীবীদের চেম্বার ছিল। বাড়ির উপরের তলটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। সিলিন্ডার ফাটার শব্দও পাওয়া গিয়েছে। দমকলের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, এসি থেকে শর্ট সার্কিট হয়েই আগুন লেগেছে। তিনতলার একটি এসি ইউনিট থেকে আগুন লেগেছে বলে দমকল আধিকারিকদের অনুমান। শনিবার, ছুটির দিনে কীভাবে এসি চলছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সূত্রে খবর, ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠকের আদি বাড়ি এটি। তবে কেউ থাকতেন না এই বাড়িতে। অফিস হিসাবেই ভাড়া দেওয়া হত। ফাঁকা বাড়িতে কীভাবে আগুন লাগল।

টাকী রামকৃষ্ণ মিশন মঠে মূল মন্দিরে ফিরলেন ঠাকুর - মা-স্বামীজী

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ২২ জুন ঃ টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শ্রী মন্দিরের গর্ভগৃহ ও নাটমন্দিরের সংস্কার কার্যের জন্য শ্রীশ্রী ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে অস্থায়ী ভাবে টাকী রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রার্থনা গৃহে স্থানান্তর করা হয়েছিলো। গত কিছুদিনে মন্দিরের সংস্কার কার্য সম্পূর্ণ হওয়ায় শনিবার সকালে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পুন্য তিথিতে শ্রীশ্রী ঠাকুর ,মা ও স্বামীজীকে স্থায়ী শ্রীমন্দিরে স্থানান্তরিত করা হলো। এই উপলক্ষে মন্দির পরিক্রমনের পর বিশেষ পুজা অর্চনার আয়োজন করা হয় মন্দিরে। সকাল থেকেই ভক্ত সমাগম ছিলো মন্দির প্রাঙ্গনে।

শ্রীরামপুরে টাটা মোটরসের গাড়ির শোরুম এর উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি, ২২ জুনঃ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন সংস্থা এগিয়ে আসছে তারই ফলস্বরূপ টাটা মোটরস রাজ্যের নানা প্রান্তে তাদের নতুন শোরুম খুলছে ফলে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আজ দুপুরে হুগলির শ্রীরামপুরের রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঙ্গিহাটি মোড়ে টাটা মোটরস তাদের নতুন লেক্সাস মোটরস শোরুম খুলল। এই মোটর গাড়ির শোরুমের উদ্বোধন হলো প্রদীপ জ্বালিয়ে ও ঢাকের শব্দে। শ্রীরামপুরের দিল্লি রোডের উপর অবস্থিত লেক্সাস মোটরস সব ধরনের চার চাকার গাড়ি নিয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবারগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই শোরুম লঞ্চের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে টাটা মোটরসের জেনারেল হেড বিনয় তিওয়ারি জানালেন আমরা হুগলী জেলা বাসীদের মধ্যে আমাদের স্টাইলিশ রেঞ্জের চারচাকা গাড়ির ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখেছি, তাই আমরা তাদের সুবিধামতো আমাদের তৈরি মোটর গাড়ি তাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। গণেশ বন্দনা করে শ্রীরামপুরের দিল্লি রোডের বাঙ্গিহাটি মোড়ে তাদের নতুন শোরুমটি খুলল। অনুষ্ঠানের শেষে পথ চলতি মানুষদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট বিলি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতি গোপা দে, রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবাংশু দে, টাটা মোটরসের আর. এম দ্বৈপায়ন চট্টরাজ, জেড. এম অনিত সিনহা, জেনারেল হেড বিনয় তিওয়ারি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। বিনয় তিওয়ারি বলেন পশ্চিমবঙ্গে মোট পাঁচটি জায়গায় আমাদের শোরুম খোলা হয়েছে। বাঙ্গিহাটি মোড়ে এটি ষষ্ঠ তম নতুন শোরুম ।

মালগাড়ির ইঞ্জিনে আগুনের ধোঁয়া, আতঙ্ক ছড়াল হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ জুনঃ মালগাড়ির ইঞ্জিনে আগুনের ধোঁয়া বের হতে দেখে আতঙ্ক ছড়াল হাওড়ায়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া আমতা শাখার বালিটিকুরিতে শনিবার ওই ঘটনা ঘটে। একটি মালগাড়ির ইঞ্জিনে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমলকলের ৩টি ইঞ্জিন। আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। হাওড়া আমতা শাখায় ট্রেন চলাচল সাময়িক ব্যাহত হয় বলে জানা গেছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী অসীম কোলে বলেন, একটি মালগাড়ির ইঞ্জিনে আগুন লেগেছে। ট্রেনের চালক সহ কর্মীরাই চেষ্টা করেন আগুন নেভানোর জন্য। এরপর দাসনগর থানায় ফোন করা হয়। দমকল থেকে ৩টি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। মূলত ধোঁয়া বেরচ্ছিল। মাঝে মাঝে আগুন দেখা যাচ্ছিল। বালিটিকুরির শেখপাড়ার কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। গাড়িটি ফাঁকা। কোন মাল ছিল না সেখানে। কারও কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

গঙ্গায় ঝাঁপ মারার চেষ্টা করলেন মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ জুনঃ হাওড়া ব্রিজের ফুটপাথের রেলিং টপকে গঙ্গায় ঝাঁপ মারার চেষ্টা করলেন এক যুবক। শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। কর্তব্যরত কলকাতা পুলিশ কর্মীরা তাঁকে আটকে দেন। দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে দেন যাতে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ মারতে না পারেন। ব্রিজের ছয় নম্বর পিলারের কাছে ঘটনাটি ঘটে। ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। দমকলের হাওড়া ফায়ার স্টেশনের ওসি সোমনাথ প্রামাণিক বলেন, আমাদের দমকলের ইমারজেন্সি টেন্ডারের গাড়ি আসে। তারা ওই ব্যক্তিকে বেঁধে নিরাপদে উদ্ধার করেন। এরপর ওই ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিভাবে সেখানে তিনি পৌঁছোলেন তা জানা নেই। ওই ব্যক্তি কোনও কথা বলছিলেন না। সেই কারণে কি উদ্দেশ্যে এই কাজ করেছেন তা জানা নেই। বিপজ্জনক অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ জুনঃ দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে দুর্ঘটনা। শনিবার বিকেল নাগাদ গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি একটি ছোট হাতি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। হাওড়া থেকে কলকাতার দিকে দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। সেটি হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। গাড়ির সামনের অংশের ক্ষতি হয়েছে। চালক ও খালাসি রক্ষা পেয়েছেন। এদিন ঘটনাস্থলে আসে কলকাতার পুলিশ। গ্যাস সিলিন্ডার থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি মন্দিরে পূজার্চনা, বসেছে মেলা

আগরতলা, ২২ জুনঃ প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও আগরতলায় লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি মন্দিরে অম্বুবাচি উপলক্ষে মহিলারা পরিবারের মঙ্গল কামনা করে পূজার্চনা করেন। মহিলারা একে অপরের মাথায় সিঁদুর দিয়ে স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

অম্বুবাচী হল হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ উৎসব। লোক কথা অনুসারে আষাঢ় মাসের মৃগশিরা নক্ষত্রের তৃতীয় চরণ শেষ হলে পৃথিবী বা ধরিত্রী মা ঋতুমতী হয়। এই সময়টিতে অম্বুবাচি পালন করা হয়। অম্বুবাচী কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ অম্ব ও বাচি থেকে। অম্ব শব্দের অর্থ হল জল আর বাচি শব্দের অর্থ হলো বৃদ্ধি।

গভীর রাতে সরোবরের জমিতে বেআইনি কাজ, বাড়ছে প্রতিবাদের মাত্রা

কলকাতা, ২২ জুন ঃ রবীন্দ্র সরোবরের একটি জমি এক প্রমোদ ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছে। সরোবর লাগোয়া বিস্তৃত সবুজের বেআইনি ব্যবহারের অভূতপূর্ব ঘটনায় বাড়ছে প্রতিবাদের মাত্রাও। গভীর রাতে সরোবরে আইন ভেঙে পরিবেশ-বিরোধী কাজের প্রতিবাদে শনিবার সকালে প্রাতঃ ভ্রমণকারী ও পরিবেশবাদীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। শুক্রবার গভীর রাতে জাতীয় পরিবেশ আদালতের সমস্ত নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে মাটি খোঁড়ার ডিজেলচালিত গাড়ি আনা হয় রবীন্দ্র সরোবরে।

পরিবেশবিদ সমীর বসু এ কথা জানিয়ে বলেন, বিকট শব্দ, আলো এবং কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে জীববৈচিত্রের বড় ক্ষতি করা হয়। মাঠটিকে একটি ছোটখাট মালভূমিতে পরিবর্তিত করা হয়। তার ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে। সমীরবাবু জানান, এই অবস্থায় এটা আশঙ্কা করা অমূলক নয় যে মাঠটিতে পাকা বাড়ি তৈরি করার ভিত্তি খোঁড়া হচ্ছে। প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টায় পরিবেশদ পূর্ণিমা দত্ত, সুমিতা বন্দ্যোপাধায় এবং 'সবুজ মঞ্চ'-র সদস্যবৃন্দ একটি বৃহৎ কমিটি গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। পাশে আছে সরোবরের আরও অনেক সংস্থা। সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিতর্কিত জমিটির পরিমাণ প্রায় ৫ বিঘা। সরোবরের বাস্তুতন্ত্র দেখভাল করার দায়িত্বে কে এম ডি এ-র। তাদের তরফে সেখানে একটি সাইনবোর্ড ঝোলানো হয়। তাতে লেখা 'সেলেব্রিটিদের জন্য'। স্বভাবতই সরোবরকে যারা ভালবাসে তার ভালমন্দের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন মানুষ এই গর্হিত কাজকে মেনে না নিয়ে কে এম ডি এ-কে প্রশ্ন করেন। সমীর বসু জানান, কে এম ডি এর তরফে ওই জমি ভাড়া দেওয়া বা তার চুক্তিপত্রের প্রতিলিপিকে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে এটি একটি গুজব এবং রাজনৈতিক চক্রান্ত। মাঠটি কাউকেই হস্তান্তর করা হয়নি। ওটি যেমন ছিল তেমনই থাকবে। এই আশ্বাস পেয়ে বাস্তুতন্ত্র নিয়ে সক্রিয় একটি সংস্থা গত ৫ জুন সেখানে একটি বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান করে। ২৫ টি মাঝারি গাছের চারা রোপণ করা হয় সেখানে।

পরিবেশবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ জানান, ইতিমধ্যে খবর আসে আইনি সমস্ত নির্দেশ উপেক্ষা করে শুক্রবার রাতের অন্ধকারে জেসিবি-র মত ডিজেলচালিত শব্দ ও বায়ুদূষণকারী যন্ত্র এনে মাঠটির সাদার্ণ এভিনিউ বরাবর সীমানায় বড় বড় গভীর গর্ত খুঁড়ে দুটি বিশালাকার গাছের শিকড় কেটে ফেলা হয়েছে। তছনছ করে দেওয়া হয়েছে সবুজের অবশেষ। তাতে দশ ফুটের ওপরে দীর্ঘ গাছ যেমন মারা পড়ল, তেমনই জমিটির চরিত্র পালটে দেওয়া হল। গাছের ডালপালা ওরা সম্পূর্ণভাবে কবর দিতে পারেনি। সোমেন্দ্রমোহন জানান, শনিবার সকালে এই ঘটনা জেনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শুভানুধ্যায়ীদের একটি বিরাট অংশ। বড় গাড়ি নিয়ে এসে পুলিশের কর্মকর্তা সকালেই সরোবরে হাজির হয়ে তাদের গ্রেফতারের হুমকি দিতে থাকে মাইকে। কিন্তু তাতে অবস্থা আরও বেসামাল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে পুলিশ রণে ভঙ্গ দেয়। সোমেন্দ্রবাবু বলেন, সরোবরের দায়িত্বে থাকা এক কর্মকর্তাকে এই বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি স্পষ্টতই জানান ভাড়া দেওয়ার চুক্তিপত্রে লেখাই ছিল আদেশ অনুসরণ করতে হবে।পরিবেশের কোনও ক্ষতি করা যাবে না। তা সত্ত্বেও এটি হয়ে থাকলে সেটি অন্যায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থাৎ কে এম ডি এ-র আগের আশ্বাসবাণী যে অসত্য ছিল তা প্রমাণিত হয়ে গেল। বিষয়টি নিয়ে আমি এফআইআর দায়ের করেছি। প্রসঙ্গত, পরিবেশ আদালতে এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের হয়ে আছে। তার প্রথম শুনানী হবে আগামী ১০ জুলাই।

বৃদ্ধার উপর নির্যাতনের ঘটনা এবার হাওড়ার ডোমজুড়ে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ জুনঃ এক বৃদ্ধার উপর পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটলো হাওড়ার ডোমজুড়ে। অভিযোগ, শুক্রবার রাতের অন্ধকারে সলপ রেলব্রিজের নিচে এক ৬০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধাকে ধারাল অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নির্যাতন চালায় দুই দুস্কৃতী। চিৎকার করলে বৃদ্ধাকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। এরপর ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করেন এলাকার মানুষ।

দুস্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে পালায়। এদিকে, গুরুতর আহত অবস্থায় ওই বৃদ্ধা ভর্তি হাওড়া জেলা হাসপাতালে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ। এই ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ৬০ বছরের ওই বৃদ্ধা গরু আনতে গিয়েছিলেন। তখন দুজন পোলের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁর উপর অত্যাচার করে। বৃদ্ধাকে হাসপাতালে ভর্তি করে থানায় অভিযোগ জানানো হয়। তাঁর শারিরীক অবস্থা খারাপ। ঘটনার পর উনি একাই বাড়ির কাছে স্থানীয় একটি পোলের কাছাকাছি এক জায়গায় বসে পড়েন। সেখানে বসে পথচারীদের কাছে বাঁচানোর আবেদন করেন। বাড়ি থেকে তাঁর গলার আওয়াজ শুনে বাইরে এসে দেখি এই অবস্থা। তাঁকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখনে তিনি চিকিৎসাধীন।

আরও তিন প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু ১২ কামরার লোকাল

কলকাতা, ২২ জুনঃ শিয়ালদহ স্টেশনের ১, ২ এবং ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ১২ কামরার লোকাল ট্রেন ছাড়া শুরু হল। শনিবার থেকেই তিনটি প্ল্যাটফর্ম সচল হয়ে গেল।

আর কয়েক দিনের মধ্যে ৩ এবং ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তখন ওই দু'টি প্ল্যাটফর্ম থেকেও ১২ কোচের লোকাল চলাচল শুরু হবে বলে জানাল রেল। দেশের ব্যস্ততম রেলস্টেশনগুলির মধ্যে অন্যতম শিয়ালদহ স্টেশন। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীর যাতায়াত এখানে। কিন্তু, আধুনিকীকরণের জন্য গত কয়েক দিন ধরে পরিষেবা ব্যাহত ছিল। তীব্র গরমের মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা, ভিড়-ঠাসা কামরা, দরজার বাইরে ঝুলন্ত যাত্রী এ সব দৃশ্য দেখা গিয়েছে। লোকাল

শিয়ালদহ

ট্রেনের পাশাপাশি দূরপাল্লার ট্রেনগুলিও প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকেছে। শিয়ালদহ স্টেশনে ক্ষিপ্ত যাত্রীরা ভাঙচুরও চালিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে শনিবার পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, তারা সর্বদা শিয়ালদহ স্টেশনের পরিষেবাকে উন্নত থেকে থেকে উন্নততর করার প্রচেষ্টা করে চলেছে।

তারই নবতম সংযোজন হল শিয়ালদহ স্টেশনের জন্য অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং কেবিনের প্রতিস্থাপন।

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রায় প্রভু সাজলেন গজবেশে

নববারাকপুর, ২২ জুন ঃ শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের জগন্নাথদেবের রথযাত্রা এলাকার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যমণ্ডিত ঐতিহ্যশালী রথযাত্রা। আশ্রমে জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রার সুবৃহৎ নিমকাঠের দারু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন পুরী মন্দিরের মুখ্য আচার্য পণ্ডিত সূর্যনারায়ণ রথশর্মা নেতৃত্বাধীন দইতাপতি, পুরোহিত, চিত্রকার, রূপকার, বড়পাণ্ডা, পুরাণকাণ্ডা, কুঁঠিয়া, গরা বুবড়ু, সুনা গোস্বামী, ব্রাহ্মণগণ। তাই বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব জগন্নাথপ্রিয় ভক্তজনের কাছে হৃদয়স্পর্শী উৎসব। কারণ জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই পুণ্য স্নানযাত্রার দিনেই আশ্রমের ১৫১টির অধিক সারা পৃথিবীর পুণ্য তীর্থস্থানের জলে পরিপূর্ণ ব্রহ্মসরোবরের পাড়ে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী জানালেন প্রভুদের একে একে মন্দিরের রত্নবেদী থেকে স্নানবেদীতে নিয়ে আসা হয় ঢাক, ঢোলবাদ্য, কৈলাসের চামরী গাইয়ের চামর, বিরাট তালপাখার ব্যঞ্জন সহযোগে। এরপর প্রভুকে আরতি করে সুগন্ধী ভেষজ, আতর মিশ্রিত জলে দুই ফুটের সুবিশাল শঙ্খ দুধ দিয়ে স্নান করানো হয়। ব্রহ্মসরোবরে বিভিন্ন তীর্থের মিশ্রিত জলে ১০৮ কলসী জল ঢালা হয় জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম, সুদর্শন সহ আদি চতুর্ধার

বিগ্রহের মাথায়। এদিন বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে স্নানযাত্রার উপস্থিত সকলেই নিজের হাতে জল ঢেলে জগন্নাথদেবকে স্নান করাতে পারেন। এই সৌভাগ্য অন্য কোথাও পাওয়া দুর্লভ। স্নানের পর জগন্নাথদেবকে পুণরায় মন্দিরের রত্নবেদীতে স্থাপন করে গজবেশে (হাতির বেশে) সাজানো হয়। সেই সময় আবার পূজা, ভোগ নিবেদন করে আরতি করা হয়। উল্লেখ্য স্নানযাত্রার এই দিনে মহারাজা ইন্দ্রদুম্ন জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে পুরীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই এই দিনটিকে জগন্নাথদেবের জন্মদিন বলে পালন করা হয়। স্কন্দপুরাণ অনুসারে প্রভুর মহাস্নান দেখতে সেদিন সমস্ত দেবতারা সমবেত হয়েছিলেন। স্নানযাত্রার পবিত্র দিনে যেকোনও শুভ কাজের শুভারম্ভ করা যায়। এই স্নানযাত্রার দিনেই গণপতি ভট্ট নামক এক পণ্ডিত ভক্তকে জগন্নাথদেব গণেশবেশে দর্শন দিয়েছিলেন। একবার পুরীর রাজা গণপতি ভট্ট নামে এক পণ্ডিতকে প্রভুর স্নানযাত্রা দেখতে আমন্ত্রণ জানালে পণ্ডিত ভট্ট জানালেন তিনি গণপতি বাদে অন্য কোনও দেবতাকে দর্শন করতে চান না। কিন্তু রাজা তাঁকে বারবার অনুরোধ জানালে তিনি রাজার ইচ্ছাকে অসম্মান করবেন না ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্নানযাত্রা উৎসব দর্শনে যান। গণপতি ভট্ট দেখলেন জগন্নাথ বলরাম দুজনেই গণপতির সাজে সজ্জিত হয়ে স্নান করছেন। তিনি বুঝলেন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণে প্রভু গণপতি রূপ ধারণ করে বোঝালেন যিনি জগন্নাথ তিনিই গণপতি---এতে কোনও ভেদ নেই। সেই থেকে স্নানযাত্রায় তাঁদের হাতি বা গজবেশে সাজানো হয়। শনিবার বেলা ১১ টায় স্নানযাত্রা শুরু হয়। দুপুর ১টায় গজবেশ ধারণ করেন জগন্নাথদেব। বিকেল ৫ টা থেকে ধর্মসভা এবং আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সন্ন্যাসীগণ, গুরু, বৈষ্ণব এবং বিশিষ্টজন। রাতে ভক্তিগীতি ও লোকসংগীত পরিবেশন করেন সনজিৎ মন্ডল ও জয়ন্তী সেন। সন্ধ্যায় কালী কীর্তন করেন বীনাপানি সম্প্রদায়। ১১ টা থেকে চলে শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যদেবী শ্রীশ্রী বিশ্বমাতার মহাপূজা। কারণ এই দিনেই আজ থেকে ৪১ বছর পূর্বে তালপুকুরের বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে শ্রীসমীরেশ্বর তাঁর দেবী বিশ্বমাতাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন মন্দির ছিল টালি ও দরমার বেড়ার। আজ তা পাঁকা দালানের। পাশেই তৈরি হচ্ছে রাজস্থানের বংশীপাহাড়পুর পাথর দিয়ে সম্পূর্ণ পাথরের লতিন নাগরশৈলী ঘরাণার নতুন বিশ্বমাতার মন্দির---যা নববারাকপুর তো বটেই কলকাতার নতুন আধ্যাত্মিক তীর্থস্থানে পরিণত হতে চলছে। বিশ্বমাতা এবং স্নানযাত্রা উৎসব শুরু হয় ২১জুন বিকেল ৪-৩০ মিনিট থেকে চলে ২২ জুন সারাদিনরাত।

জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা কে ২৮ কলসি গঙ্গাজল দেড় মণ দুধ দিয়ে স্নানযাত্রা সম্পন্ন হল হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে

দুরন্ত বার্তা, মাহেশ হুগলি, ২২ জুনঃ ভগবান শ্রী জগন্নাথ দেবের ৬২৮ তম স্নানযাত্রা সম্পন্ন হল হুগলির শ্রীরামপুরের মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে । এই স্নানযাত্রা উপলক্ষে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয় এবার একটু অন্য মাত্রায় শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা সম্পন্ন হয়। কারণ স্নানযাত্রা এবার সকাল ছয়টা কুড়ি মিনিটে মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে স্নান পিরীর মাঠে জানা গেল আজ থেকে ৪৭ বছর আগে ১৯৭৭ সালে ঠিক এমন ভাবে ভোরবেলায় প্রভু জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা হয়েছিল। তার কারণ এবার অম্বুবাচী শনিবার সকাল আটটা পঞ্চাশে লেগে যায় সেই জন্যই এবার তিথি অনুযায়ী হয় না হলে স্নানযাত্রা একটু বেলা করেই হয় যথারীতি সকাল ছটা কুড়ি মিনিটে প্রভু জগন্নাথ দেব বলরাম সুভদ্রা কে নিয়ে আসা হয় স্নানযাত্রা মঞ্চে মন্দির থেকে তারপর ২৮ রূপোর কলসি গঙ্গাজল দেড় মন গরুর দুধ সহকারে প্রভু জগন্নাথ দেব কে বলরাম সুভদ্রা কে স্নান করানো হয়। এই স্নান যাত্রা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। অত সকালে কাশর ঘন্টা শব্দ শোনা যায় এরপর তিন ভাই বোনকে স্নান মঞ্চেই সারাদিন রাখা হবে প্রথমে অবকাশ বেশ তারপর শৃঙ্গার বেশ ও অবশেষে গজবেশ ধারণ করানো হয় সারাদিন ধরে দেওয়া হয় ভোগ ঠিক সন্ধেবেলায় জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা কে হাতে তৈরি বড় বড় লুচি সহ ভোগ দেওয়া হবে এবং লাড্ডুও দেওয়া হবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মহেশ জগন্নাথ মন্দির কমিটির সম্পাদক পিয়াল অধিকারী জানালেন আজ থেকে ৪৭ বছর আগে ১৯৭৭ সালে খুব সকালে স্নানযাত্রা সম্পন্ন হয়েছিল ওনাদের শনিবার সকালে মন্দির থেকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা কে স্নান মঞ্চে নিয়ে আসা হয় তারপর ২৮ কলসি গঙ্গাজল দেড় মন গরুর দুধ দিয়ে ওনাদের স্নান করানো হয়। তারপর প্রথমে অবকাশ বেশ তারপর সৃঙ্গার বেশ ও গজবেশ ধারণ করানো হয়। সারাদিন এখানেই থাকবেন তারা, সন্ধ্যায় ওনাদের ভোগ দিয়ে তারপর গর্ভ গৃহে নিয়ে যাওয়া হবে, রবিবার থেকে মন্দির বন্ধ থাকবে। কিন্তু অম্বুবাচীর কটা দিন এখানে পুজো হবে মন্দিরে বিধবারা এসে ভোগ নিয়ে যাবেন এরমধ্যে তাদের জ্বর হয় চিকিৎসক নিয়ে আসতে হবে তার ওষুধ সেবন করে উনারা সুস্থ হবেন। আগামী ৫ই জুলাই পুনরায় মন্দির খুলবে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা মন্দিরে আসবেন তখন ভোগ দেওয়া হবে ৭ জুলাই শুরু হবে রথযাত্রা।

কর্ণাটকের মাইসুরুতে ন্যাশানাল যোগা অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জিতে সাড়া ফেললো সুন্দরবনের রায়দীঘির এক কিশোর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২২ জুনঃ বিশ্ব যোগ দিবসে খুশিতে মাতলো সুন্দরবনের রায়দিঘি।এই এলাকার কিশোর সুপ্রসাদ মিস্ত্রি কর্ণাটকের মাইসুরুতে আয়োজিত ন্যাশানাল যোগা অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জিতে সাড়া ফেলে দিলো।ন্যাশানাল যোগা অলিম্পিয়াডে অনূর্ধ-১৪ দলগত বিভাগে কৃতিত্ব দেখিয়েছে সুপ্রসাদ। তাঁর স্বর্ণপদক পাওয়ার খবর রায়দিঘিতে এসে পৌঁছতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সকলে। সুপ্রসাদ রায়দীঘি থানার দিঘিরপাড় করালিচক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ছোট থেকে অভাবের মধ্যে বড় হয়েছে। অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া ঘরের মধ্যে থেকে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন ছোট থেকেই দেখত সুপ্রসাদ। তার সেই স্বপ্ন অবশেষে সফল হল।মাত্র ৮ বছর বয়স থেকেই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা দের পরামর্শে যোগাসন শেখা শুরু করে সে। পরে সুপ্রসাদ নিশ্চিন্তপুরের মাতঙ্গিনী যোগাসন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নেয়।আর বিদ্যালয়ের হয়ে আগেই রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়েছিল সুপ্রসাদ মিস্ত্রি। এবার জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হল। সুপ্রসাদের এই সাফল্যে খুশি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও সহপাঠীরা। সুপ্রসাদের বাবা রাম প্রসাদ মিস্ত্রিও ছেলের সাফল্যে খুশি। সেই সঙ্গে একরাশ চিন্তায় এসে ভিড় করেছে তাঁর মনে। কীভাবে ছেলেকে আরও বড় জায়গায় নিয়ে যাবেন সেই চিন্তাই এখন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তার। আগে দিনমজুরি করে কোনও রকমে দিন চলত। এখন বাড়ি লাগোয়া একটি ছোট দোকান করেছেন। সেই অর্থে ছেলেকে আরও সামনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা যে বেশ কঠিন সেটা বুঝতে পারছেন। তবে রামপ্রসাদ নিজেও চান ছেলে আরও উচ্চ জায়গায় নিয়ে যেতে।আর আর্থিক প্রতিবন্ধকতা কে পেরিয়ে কতখানি সাফল্য আনতে সেটাই এখন বড় কথা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২০৩ সংখ্যা, রবিবার, ৮ আষাঢ়, ১৪৩১

বিস্মৃত রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন

বাংলাদেশে স্ত্রীজাতির উন্নতি ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের বিবরণে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ বিরল, কারণ আন্দোলন বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি তার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগ তেমন প্রত্যক্ষ ছিল না। কর্মজীবন বাংলার বাইরেই অতিক্রান্ত হয়েছিল বলে তার সুযোগও তাঁর পক্ষে সামান্যই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী আন্দোলনে তাঁর দেশ প্রধানতঃ তাঁর পরিবারের মধ্য দিয়েই লাভ করেছে; আমরা যদি একথা স্মরণ রাখি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের প্রধান একটি কেন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রভবন, বঙ্গনারীর আত্মবিকাশের উদযোগ এই পরিবারের কন্যা ও বধূদের দ্বারা এক কালে অনেকখানি পরিপুষ্টি লাভ করেছে, তাহলে স্ত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র এই পরিবারের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁর প্রবর্তনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যাঁর প্রভাব কেবল পরিবারের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি; তাঁর কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিলাত থেকে সত্যেন্দ্রনাথের তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠির মধ্যে, তাঁর ভাইবোনদের ও স্ত্রীর স্মৃতিকথায়, বোম্বাইচিত্র (১২১৫ বঙ্গাব্দ) এবং আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস গ্রন্থে (১৯১৫); স্ত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজাবাহী সত্যেন্দ্রনাথের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। বিলাতযাত্রা করবার আগে থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের প্রচলিত নিয়ম না মেনে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটবোনকে বাড়ির বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। সেযুগের মেয়েদের জন্য গাড়িচড়া তখন একটা লজ্জার বিষয় হলেও সত্যেন্দ্রনাথ সেসব নিয়ে কখনো কোন আপত্তি মানেননি। সেযুগের অন্তঃপুরের বদ্ধজগত থেকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে ভীত ত্রস্ত চোখে বাইরের পৃথিবীকে দেখে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মন যে কি অপার বিস্ময়ে ভরে উঠত, সেটা স্বর্ণকুমারী দেবীর বক্তব্য থেকেই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। সেই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন; দূরাতীতের একটি কথা বলি; বিলাত যাইবারও কিছু পূর্বে মেজদাদা একদিন আমাকে গাড়ী করিয়া তাঁহার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন। জাহাজ গুলাকে এমন প্রকাণ্ড দৈত্যাকার বলিয়া মনে হইয়াছিল যে সেদিনকার সেই ভয় বিস্ময়ের ছাপ; আলোকচিত্রে অস্পষ্ট ছায়াপাতের ন্যায় এখনো অস্ফুট আকারে মাঝে মাঝে আমার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে। সত্যেন্দ্র জননী সারদাদেবী কিন্তু প্রথমে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়াটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেননি; এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছিলেন যে, সেজন্য তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে অনুযোগ শুনতে হয়েছিল; তআমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন; 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি নাকি?' স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতিচারণ থেকে জানতে পারা যায় যে, মায়ের সেই অনুযোগে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ পরম ধৈর্য্য সহকারে সেবিষয়ে মায়ের মনোভাব পরিবর্তন করবার জন্য তাঁকে অবিরত বুঝিয়ে গিয়েছিলেন।

'জাতীয় নাট্যশালা'-শিশির

আমি জাতীয় নাট্যশালা চেয়েছিলাম, পদ্মশ্রী চাইনি। সেই সময়ে একজন মানুষ ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকের লোভনীয় চাকুরী ছেড়ে পুরোপুরি ভাবে পেশাদারি থিয়েটারে এলেন। তাঁর অভিনীত বিখ্যাত সীতা নাটক দেখতে এলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ নাটক দেখে মুগ্ধ। তিনিই ১৯৩০ সালে বিদেশের মাটিতে আমেরিকার নিউইয়র্কে ভ্যান্ডারবিল্ট থিয়েটারে সীতা নাটক নিয়ে অভিনয় করতে গেলেন। তিনিই ১৯৫৯ সালে ভারত সরকারের দেওয়া পদ্মশ্রী উপাধি প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি পদ্ম সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সব কিছুতেই প্রথম মানুষটি হলেন গিরিশ পরবর্তী বাংলা নাট্যজগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী। এবার মানুষ শিশির কুমারের বিষয়ে কিছু কথা। শিবরাম চক্রবর্তী তখন শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন, ষোড়শী নাম দিয়ে। শিশিরকুমারের সেই নাটক মঞ্চে নামালেন। শিবরাম চক্রবর্তীর সেইসময়ে খুবই কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করছেন। একদিন শিশির ভাদুড়ীর কাছে গিয়ে বললেন, এখন আমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ যদি অনুগ্রহ করে কিছু টাকা আমাকে দেন তাহলে খুব ভাল হয়। শিশিরকুমার তাঁর অভিনীত বিখ্যাত নাটক আলমগীরের মত একটা হাত তুলে শুধু বললেন আপনার ষোড়শী নাটকের একটা বেনিফিট শো করা হবে। আপনাকে শো- এর দিন জানিয়ে দেব। আপনি অনুগ্রহ করে ঐ দিন আসবেন। শিবরাম এলেন নির্দিষ্ট দিনে। শিশিরকুমার অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে শিবরামকে বললেন, বড্ড দেরী করে ফেললেন। শরৎবাবু সাজঘরে এসে এইমাত্র সব টাকা নিয়ে চলে গেলেন। শিবরাম বললেন, আপনি আমার কথা কিছু বলেননি? শিশির কুমার বললেন, আমি বলেছিলাম। শরৎবাবু বললেন, শিবরাম বিয়ে থা করেনি। একলা মানুষ। ও এত টাকাকড়ি নিয়ে কি করবে? এই টাকা আমারই প্রাপ্য। শিবরাম সব শুনে খুব ভেঙে পড়লেন। শিশিরকুমার কোন কথা বললেন না। একজনকে বললেন, আমার চেক বইটা নিয়ে এসো তো? এবার শিশিরকুমার শিবরামকে বললেন, এই দেখুন আমার অ্যাকাউন্টে মাত্র একশো কুড়ি টাকা পড়ে আছে। আমি আপনার নামে এই একশো কুড়ি টাকার চেকই কেটে দিচ্ছি। হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তীর চোখে তখন জল! শিশিরকুমার ভাদুড়ী দেশের সরকারের কাছ থেকে একটা জাতীয় নাট্যশালা চেয়েছিলেন। সরকার কর্ণপাত করলেন না। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার শিশির কুমার ভাদুড়ীকে পদ্মশ্রী দিলেন। শিশির কুমার পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমি জাতীয় নাট্যশালা চেয়েছিলাম, পদ্মশ্রী নয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহামানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনও দিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, শক্তির দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূ সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী।তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দেন।

বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের সাহায্যে বেথুন সাহেব স্কুল স্থাপন এবং মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদকে সমর্থন

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের চিকিৎসা জগতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন হচ্ছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন। এই মেডিকেল কলেজ পূর্বে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। তারপরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে। ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। কলেজের শীর্ষ পদে অর্থাৎ সুপারিনটেন্ডেট হলেন ডাক্তার মাউন্টফোর্ড যোশেফ ব্রামলি। ডাক্তার ব্রামলির ওপরে সবাই ভরসা করতে শুরু করে দিয়েছিল। উপযুক্ত লোকের হাতে মেডিকেল কলেজর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্রামলিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে 'দ্য রিফরমার' পত্রিকা লিখেছে,''We are much rejoiced to hear that the superintendence of this newly created institution has been instructed to a very talented and zealous member of the caculty, Dr. Bramley"। অনেকেই মনে করে থাকেন যে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজের ক্লাস শুরু হয়েছিল। ১৮৪৮ সালে ডাক্তার গুডিভ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তারিখটির কথাও উল্লেখ করেছেন। পরের বছর ১৮৪৯ সালে ডাক্তার গুডিভের বক্তৃতার বেশ কিছু অংশ পরে উল্লেখ করেছেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন-''Only fourteen year are gone since the Collage was established. I listened in this hall last year with no common interest to an accout of its first beginning ad progess, delivered by a gentleman now present, the only one, I believe, still remaining of the professors who watched over its infant destinies. At the risk of detaining you too long, I cannot refrain from uqoting so much of Dr. Goodeve's able address as refers to the subject on which I am endeavouring to fix your attention." এর পরেই তিনি গুডিভের উক্তি উল্লেখ করেন "Many here to-day may probably remember the formation of the Collage by Lord William Bentick in 1835The institution consisted of an old house in the rear of the Hindu College, in which two young Assistant Surgeons, to whom a third was subsquently, and after much difficulty, added, were expected to teach the whole circle of medical science to a class of upwards of fifty students...."। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য স্কুল খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তিনি কলকাতার মেডিকেল কলেজ যাতে সুস্থভাবে চলে তার দিকেও

লক্ষ্য রেখেছিলেন। তিনি বলতে গেলে একজন ভারত প্রেমিক ছিলেন। মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি ভারতবাসীরা যাতে সঠিক চিকিৎসা লাভ করতে পারে তার জন্য তিনি মেডিকেল কলেজকে সমর্থন করেছিলেন। এমনকী মেডিকেল কলেজের বহু অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন। মেডিকেল কলেজের শতবার্ষিকী বইতেও (১৯৩৫) ২০ ফেব্রুয়রি ১৮৩৫ সালের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষা জগতে শবব্যবচ্ছেদ একটি অন্যতম শিক্ষার অংশ। এটা না করতে পারলে মানবদেহ সম্পর্কে কোনও কিছু জানা সম্ভব হবে না। কিন্তু তৎকালীন সমাজিক পরিস্থিতি এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে কিছুতেই শবব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছিল না। মরদেহ মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ করা হবে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সর্বত্র মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিল রক্ষণশীলপন্থীরা। প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল ইতালির বোলোনাতে। ভারতের শবব্যবচ্ছেদ শুরু হওয়ার পাঁচশো বছর আগে। এটা করেছিলেন মনদোনা দ্য লুৎসি (১২৭০-১৩২৬)। কলকাতা মেডিকেল কলেজেও শবব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মেডিকেল ছাত্রদের মানব দেহের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার তা করা খুবই জরুরী। শবব্যবচ্ছেদ পরিস্থিতি তৈরি করতে অধ্যাপক গুডিভ আগে একটি টেবিলের ওপরে মরদেহ রেখে বক্তৃতা দিতেন কেন শবব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজন কেন। শবব্যবচ্ছেদ করার মানসিকতা ছাত্রদের মধ্যে তৈরি করে দিলেন শিক্ষক গুডিভ। তারপরে কলকাতায় প্রথম ভারতের শবব্যবচ্ছেদের ঘটনা উপস্থিত হয়। অবশেষে সেই স্মরণীয় দিনটি উপস্থিত হল ১০ জানুয়ারি ১৮৩৬ সাল। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্মরণীয় দিন। সেই সময়ে কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি ছিলেন বড়লাটের আইন সচিব জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনি ওই শবব্যবচ্ছেদ নিয়ে কি বলেছিলেন তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে আমরা সেই দিনটির কথা উপলব্ধি করতে পারবো। ভারতের প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তার মধুসূদন গুপ্তের একটি তৈলচিত্র উন্মোচন সভায় বেথুন সাহেব বলেছিলেন, "The 10th Janurary, 1836, the date which I have affixed to the picture, a day for ever memorable in the annals of Bengal, was the great day, on which Madasudan Gupta rose up superior to the prejudices of his earlier education, and boldly flung open the gates of medical science to his countrymen "ভারতের শিক্ষা জগতের উন্নতি জন্য এগিয়ে এসেছিলেন নির্ভয়ে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনি শুধু মাত্র মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্কুল খোলেন নি, তিনি ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি জন্য ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রেরণায় এবং উৎসাহে সেই সময়ে মধুসূদন গুপ্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করতে পেরেছিলেন। বেথুন সাহেবের সম্মতি ছিল। মধুসূদন গুপ্তের পরে আরও চারজন ছাত্র শবব্যবচ্ছেদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম হচ্ছে উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে এবং নবীনচন্দ্র মিত্র। কোন তারিখে শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। যদিও সেই বির্তকের কোনও যুক্তি নিষ্ঠ তথ্য ছিল না। আবার কে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেছেন তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। সেখানে বলা হয়েছিল যে মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন নি। রাজকৃষ্ণ দে প্রথম তা করেন। যাঁরা এই ধারনা পোষন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয়। এমনকী যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করলেও বেথুন সাহেবের কথাকে শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন,'' মধুসূদনের কৃতি সম্পর্কে ডা. ব্রামলি উল্লেখ না করলেও আমরা বেথুনের কথাকেই মান্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।" তবে বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল ১০ জানুয়ারি ১৮৩৬ সালে এবং দ্বিতীয় শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল ২৮ অক্টোবর ১৮৩৬ সালে। তবে রাজকৃষ্ণ দে'কে প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী বলে মেনে নেওয়া হয়নি। মধুসূদনকে প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী স্বীকার করে নিয়ে বেথুন সাহেব মধুসূদন গুপ্তের তৈলচিত্রটি উন্মোচন করেছিলেন কলকাতার মেডিকেল কলেজে। মধুসূদনের পথ ধরেই পরে ছাত্ররা পরবর্তীকালে শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন তা ডাক্তার গুডিভ বলেছেন। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব তাঁর নিজের বক্তৃতার মধ্যে ১৮৪৮ সালে গুডিভের বক্তৃতার একটি অংশ উল্লেখ করেছিলেন, "Very shortly after this, a few courageous pupils, led by the example of one whose conduct on that and many other occassions cannot to be highly appreciated- our respected pundit Madasudhan Gupta-secretly, and in out-house of the building, ventured, under my superintendence with their own hands, to dessect a body which had been procured for lecture"। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সেই সময়ে সমাজপতি থেকে শুরু করে ইতিহাসবিদেরা সবাই কিন্তু বেথুন সাহেবের কথাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে প্রথম মধুসূদন গুপ্তই শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। সেই বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। মেডিকেল কলেজের ইতিহাসে বহু স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হবে যে ভারতবন্ধু জন ইলিয়াস ড্রিঙ্কওয়াচার বেথুন সাহেব মধুসূদন গুপ্তের একটি বিশাল তৈলচিত্র মেডিকেল কলেজেকে উপহার দিয়েছিলেন। ১৫ জুন ১৮৪৯ সালে বিকেল পাঁচটার সময়ে সমাজের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে তৈলচিত্রটি উদ্বোধন করা হয়। সভায় প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন মিস্টার আর ওশনেশী। মধুসূদন গুপ্তের তৈলচিত্রটি অঙ্কিত করেছিলেন মাদাম বেলনস। সেইদিন বেথুন সাহেব বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন,''It is possible that you, now revelling in the enjoyment of that intellectual liberty which Mdasudhan's boldness has procured for you, may be unable, now that you are in the daily habit of frequenting the dissecting room, to understand wholly the difficulty which he had then to overcome, if this sould be so, as well it may, this very fact, to an intelligent mind, will only be one proof more of the fullness and completeness of his triumph"।কলকাতায় মেয়েদের স্কুল স্থাপন করার দিকে যেমন আগ্রহী ছিলেন বেথুন সাহেব পাশাপাশি তিনি আবার কলকাতা মেডিকেল কলেজের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য যাতে শক্তিশালী হতে পারে তার জন্য তিনি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। আজকে বেথুন স্কুল ১৭৫ বছরে পা দিল। আর কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রায় ১৮৯ সালে পদার্পণ করলো। আর কয়েক বছর পরে মেডিকেল কলেজ দুশো বছরে পা দেবে। ইলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮৪৮ সালে কলকাতার উপস্থিত হলেন। মাত্র উনত্রিশ বছরের এক তরুণ। বাবা কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমন। মেধাবী ছাত্র বেথুন সাহিত্য, অঙ্ক বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলজে থেকে আইন পাশ করেন। সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে লণ্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে মামলা করছেন বেথুন। পরে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ভারতের এসে কল্যাণমুখী কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪৮ সাল। কলকাতার খিদিরপুর ডকে একটি জাহাজ এসে উপস্থিত হল। সেই জাহাজ থেকে নামলেন এক সাহেব। তাঁর নাম এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। মাত্র উনত্রিশ বছরের এক তরুণ। স্কটল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। বাবা কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমন। মেধাবী ছাত্র বেথুন। সাহিত্য, অঙ্ক বিজ্ঞান তাঁর খুবই আগ্রহের বিষয়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে থেকে আইন পাশ করে ভাবছিলেন কী করবেন। ঠিক সেই সময়ে একটি সলিসির ফার্ম থেকে আইনজীবীর সহকারি হিসাবে কাজ করার আমন্ত্রণ পেলেন। সেই আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করলেন। ভারতের সতীদাহ প্রথা নিবারণ করতে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন প্রণয়ন করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে আপিল করেছেন আইনজীবী। সতীদাহ মামলায় যুক্ত হলেন বেথুন। জীবনের প্রথম কাজ। প্রবল উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিলেন। মামলা যত বেশি এগোতে থাকে ততই তিনি নিরাশ হতে থাকেন। এই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরে চাকরি পেলেন। কাজের সূত্রে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল।

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম পুনঃজগরণের অগ্রদূত কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইণ্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা

অমলেন্দু চৌধুরী

২২ শে জুন ২০২৪ 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির'র ১৫৯ তম জন্মজয়ন্তী। ১৮৬৫ সালের ২২শে জুন তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের চট্টগ্রাম জেলার উনাইনপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন যা বর্তমানে বাংলাদেশে। তিনি ১৮৮৫ সালে প্রব্রজিত হয়ে তার যৌবনের প্রারম্ভে ১৮৮৬ সালে কলকাতায় আসেন এবং ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির পুনঃজাগরণের কাজ করার জন্য নিজেকে উদ্বুদ্ধ করেন। বুদ্ধের জন্মভুমিতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি যা ইতিমধ্যেই ক্রমাগত অবক্ষয়ের মধ্যে ছিল। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত বাঙ্গালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে একত্রিত করার কাজ শুরু করেন। অনেক বৌদ্ধ তীর্থস্থান ভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত কলিকাতায় তিনি তাঁর নিজের আত্মীয়দের মধ্যে কাজ করতে চেয়েছিলেন এবং এইভাবে ১৮৯২ সালে কলকাতা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা (বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশন) যার বর্তমান নাম বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া।

তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মাঙ্কুরের শাখা বিহার প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯০৭ সালে সিমলা এবং লখনউতে, ১৯১৭ সালে শিলং, ১৯০৮ সালে ডিব্রুগড়ে, ১৯১৯ সালে দার্জিলিং, ১৯২২ সালে জামশেদপুরে। যে পরিমাণ সময় ব্যয় করে এবং ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করেছেন তা অবিশ্বাস্য, কল্পনা করা যায় না। তবুও তিনি তার অদম্য শক্তির ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে অতি প্রয়োজনীয় এমন কিছু সৃষ্টি করেন যা ভবিষ্যত প্রজন্ম তার সুযোগ গ্রহণ করবে, এই আশায়। জীবদ্দশায় তিনি সাহিত্য পত্রিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন যার মাধ্যমে তিনি কেবল তাঁর বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারবেন না বরং তিনি যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তার একটি সাক্ষ্যও হতে পারে এই ভাবনা থেকে ১৯০৮ সালে 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকার সূচনা করেন। গুণালঙ্কার মহাস্থবির এবং স্বামী পূর্ণানন্দের সম্পাদনায়। তিনি ১৯০৯ সালে গুণালঙ্কার লাইব্রেরিও চালু করেছিলেন। ১৯১২ সালে শিশুদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের শিশুরা পঠনপাঠন করতো। তিনি 'মহাবোধি

সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা অনাগরিক ধর্মপালের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের জন্য ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করেছিলেন। এক সময়ে যখন মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া তার সদর দপ্তর বুদ্ধগয়া থেকে কলকাতায় স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই তাঁরা উভয়ে ধর্মাঙ্কুর সভার প্রাঙ্গণে ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় ধরনের অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। কৃপাশরণ মহাস্থবিরকে অনাগরিক ধর্মপাল সিলন ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যেখানে তাকে একটি উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল এবং অনাগরিকাও চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন যেখানে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। এইভাবে বিশ্বাস এবং বন্ধুত্ব উভয়ই একে অপরের সহযোগিতা লাভ করেছিল। আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী সভার সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি থাকাকালীন ২০০৫ থেকে ২০২১ পর্যন্ত উভয় সংগঠনের মধ্যে নতুন করে সম্পর্কটি আরো মধুর হয়েছে। তিনি মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার সহসভাপতি, ট্রাস্টি ও মহাবোধি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

স্যার আশুতোষ মুখার্জির সাথে কর্মযোগীর সম্পর্ক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চট্টগ্রামের অনেক স্কুল কলেজের অন্তর্ভুক্তি পেতে সাহায্য করেছিল। কৃপাসরণের বিশেষ অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ পালি ভাষায় উচ্চশিক্ষার সূচনা করেছিলেন, যিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি মঞ্জুর করার জন্য ভারত সরকারকে সুপারিশও করেছিলেন। স্যার স্পেন্সার হারকোর্ট বাটলা, তৎকালীন শিক্ষা সচিব যিনি নিজেও পরিচিত ছিলেন কর্মযোগীর সঙ্গে এবং ১৯১৪ সালে পালি ভাষায় অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য লন্ডনে যাওয়ার জন্য কৃপাশরণ কর্তৃক বেণীমাধব বড়ুয়াকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া প্রথম এশিয়ান যিনি ১৯১৭ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. ডিগ্রি লাভ করেন এবং ফিরে আসার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন।

কৃপাশরণ কেবল এই সাফল্য নিয়েই থেমে থাকেননি, বরং নতুন উদ্যমে এগিয়ে গেছেন। ১৯১০ সালে তিনি একটি বৌদ্ধ যুব (পুরুষ) সম্মেলন আয়োজন করেন। ১৯১৮ সালে তিনি বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ Ms. A. L. Janaué এর সভাপতিত্বে একটি বৌদ্ধ (মহিলা) সম্মেলনের আয়োজন করেন, যা নারী ও তাদের অধিকারের প্রতি তাঁর চিন্তাধারার একটি আভাস দেয়। ১৯২৪ সালে তিনি কলকাতায় একটি বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনও আহ্বান করেছিলেন। এই সম্মেলনের সময় ধর্মাঙ্কুর বিহারে একটি ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এখানেই কৃপাশরণ ধর্মদর্শী শ্রমণকে উপসম্পদা দিয়েছিলেন যিনি পরে বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার সংঘনায়ক হয়েছিলেন। কর্মযোগী ১৯১০ সালে তিব্বতের ত্রয়োদশ দালাই লামাকে ধর্মাঙ্কুর বিহারে স্বাগত জানিয়েছিলেন যখন তিনি ভারত সরকারের অতিথি হিসাবে কলিকাতায় এসেছিলেন। যখন আমরা তাঁর জীবন ও কর্মের প্রতি চিন্তা করি তখন আমরা কৃপাশরণকে একজন অদম্য উদ্যম এবং উদ্দীপনা সহ একজন কর্মযোগী হিসাবে দেখতে পাই যার কোন উচ্চশিক্ষা নেই তবুও তিনি তার চিন্তা ও নীতিগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন যার জন্য তিনি নিবেদিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আমরা তাঁর মধ্যে সেই নির্ভীকতা খুঁজে পাই যার সাথে তিনি এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন এবং যাদের ব্যক্তিত্ব যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাঁর কাজ তাঁদের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। আমরা তাঁর মধ্যে এমন অদ্ভুত দক্ষতা খুঁজে পাই যার সাহায্যে তিনি মানুষের সাথে সুসম্পর্ক করতে পারতেন এবং তার মতামতগুলিকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন।

এটি সত্য যে আজ আমাদের কাছে যা কিছু ইতিহাস পাওয়া যায় তা যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তা সবই তৎকালীন ব্রিটিশ অফিসারদের প্রচেষ্টার কারণে যারা এটিকে অন্বেষণ, গবেষণা, রেকর্ড, লিপিবদ্ধ করে এবং উত্তরসূরির জন্য সংরক্ষণ করার জন্য নিজেরা দায়িত্ব নিয়েছিলেন যা আজ আমাদের কাছে তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

এই মহান সাধক কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবিরের জীবন ও কাজগুলি অধ্যয়নের জন্য ২০১০ সালে আমাদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী কৃপাশরণ স্মারক বক্তৃতা শুরু করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে এটি তাঁর কীর্তি স্মরণ করার এবং তার জীবন থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করা অত্যন্ত আবশ্যক। তিনি এটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কারণ তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমস্ত বৌদ্ধদের একত্রিত করার জন্য প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন কর্মযোগী, যারা বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানা স্থানে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে বসবাস করছিলেন। এখানেই কৃপাশরণ একজন আলোকিত আলোকবর্তিকা হিসেবে আলোকিত হয়েছে একটি আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে যা উনিশশতকের ভারতে বৌদ্ধ চিন্তা ও সংস্কৃতির নবজাগরণের আলোয় আলোকিত হয়েছিল। সর্বস্তরের বৌদ্ধরা পুনর্জাগরণ আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় পুনঃআবিষ্কার করে।

গত ২২ শে জুন সন্ধ্যায় ধর্মাঙ্কুর মহাবিহারের কৃপাশরণ হলে তাঁর ১৫৯ তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন করা হল। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য অধ্যাপক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস। ত্রয়োদশ কৃপাশরণ স্মারক বক্তৃতা ২০২৪ প্রদান করেন বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও বহুল প্রচারি সৌগত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমৎ ভিক্ষ সুনন্দপ্রিয়। কৃপাশরণ স্মারক উপহার ২০২৪ প্রদান করা হয় আনন্দ মিত্র মেমোরিয়াল এন্ড কালচারাল সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রীমৎ আনন্দ ভিক্ষু মহোদয়কে। বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত থাকবেন অধ্যাপক ড. সুমনপাল ভিক্ষু এবং ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন ড. রতনশ্রী মহাথের।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবি-প্রাবন্ধিক আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী সম্পাদিত বুদ্ধ প্রণাম সংকলন অবলম্বনে গীত ও কাব্য পরিচালনায় সোমঋতা মল্লিক। ইন্দো বাংলা খোলা জানালা পরিবেশন করবে সমবেত কন্ঠে কবিগুরুর পূজারিণী কবিতা, নির্দেশনায় ড. দীপা দাস।

(লেখক পরিচিতি ঃ অমলেন্দু চৌধুরী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি দফতরের কর্মরত। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন নিয়ে চর্চা করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়া'র সাধারণ সম্পাদক। ভারতে বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মকে আরও সুদূর প্রসারিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করেন যে আজরে যুদ্ধের যুগের ভগবান গৌতম বুদ্ধের বাণী এবং তার পতই বিশ্বশান্তি স্থাপন করতে সক্ষম।

হেরিটেজ হলং বাংলোয় আগুন কীভাবে? প্রকাশ্যে রিপোর্ট

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জুন ঃ হলং বনবাংলোর আগুন লাগার ঘটনায় তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ল মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার কাছে। রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, হলং বাংলোর এসি বন্ধ করা ছিল। কোনও এসি চলছিল না। তবে মেইন সুইচ অন করা ছিল। আগুন লেগেছিল শর্ট-সার্কিট হয়েই। কীভাবে শর্ট সার্কিট হল সেই ব্যাপারেও আভাস মিলেছে তদন্ত রিপোর্টে। হলং বাংলায় ইঁদুরের উৎপাত। ওখানে অনেক ইঁদুর আছে বলেই রিপোর্টে জানা গেছে। ইঁদুর কোনও তার কেটে দিয়ে থাকতে পারে বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে। আগুন লেগে যাওয়ার পর একের পর এক এসি ফেটে যায় বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকগুলো এসি একসঙ্গে বার্স্ট করে যাওয়ায় মুহূর্তে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। এছাড়াও ৫৭ বছরের পুরনো বাংলোর কাঠ হচ্ছে শুকনো কাঠ, ফলে তা দ্রুত জ্বলে গিয়েছিল। কাঠের বাড়ি জলের হাত থেকে বাঁচাতে যে বার্নিশ বা পালিশ করা হয় তাও আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়াতে সাহায্য করেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের মধ্যে অবস্থিত হলং বাংলো বাঙালির প্রিয় পর্যটনস্থল। সেই হলং বাংলোয় অগ্নিকাণ্ডে ৮টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে, এসির শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। মঙ্গলবার রাত ৯ টা নাগাদ সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি এই হেরিটেজ বাংলোয় আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পেয়েই দমকলের দুটো ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। বাংলোর কর্মীরা অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হয়নি। সম্পূর্ণ বাংলোটি কাঠের তৈরি হওয়ায় দ্রুত তাতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত পুরো বাংলোটিটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে ১৫ জুন থেকে জঙ্গল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলোটিতে এই সময় কোনও পর্যটক ছিলেন না। পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই হলং বাংলো। ভিআইপি থেকে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটকরা এই বাংলোতে আসতেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন জ্যোতি বসু নিয়মিত এই বাংলোতে যেতেন। ১৯৬৭ সালে তৈরি হওয়া এই বনবাংলো ডুয়ার্সের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এর পরিচালনা করত ওয়েস্ট বেঙ্গল টুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন।

রানিগঞ্জ ডাকাতিকাণ্ডে জড়িত মেঘালয়ে ধৃত বিহারের দুষ্কৃতী

দুরন্ত বার্তা, রানিগঞ্জ, ২২ জুন ঃ মেঘালয়ে গা-ঢাকা দিয়েও নিস্তার পেল না রানিগঞ্জ ডাকাতিকাণ্ডে জড়িত বিহারের দুষ্কৃতী। আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের পুলিশ গ্রেফতার করল অভিযুক্তকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুষ্কৃতীর নাম বিবেক চৌধুরি। তার বাড়িও বিহারের সিওয়ান জেলায়। আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ তাকে মেঘালয় থেকে গ্রেফতার করেছে। অন্তর্বর্তী হেফাজতে নিয়ে ধৃত তাকে আসানসোলে এনে আদালতে তোলা হবে। এই নিয়ে রানিগঞ্জ ডাকাতিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ৫ জন গ্রেফতার করা হল। বিহারের সিওয়ান জেলার কুখ্যাত ডাকাত দলের দুষ্কৃতী বিবেক, রানিগঞ্জ ডাকাতিকাণ্ডে হাতে বন্দুক নিয়ে সোনার দোকানে ঢুকেছিল। বিহারের নানান জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও পাওয়া যায়নি তাকে। কিন্তু, আসানসোল- দুর্গাপুর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের গোপন এক সূত্র চিহ্নিত করে, বিবেক মেঘালয়ে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। শুক্রবার রাতে তাকে মেঘালয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গত ৯ জুন রবিবার বেলা সাড়ে বারোটায় রানিগঞ্জে একটি সোনার দোকানে ডাকাতি হয়। ৭ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী ওই সোনার দোকানে হানা দেয়। কিন্তু, বাধা হয়ে দাঁড়ান জামুড়িয়ার শ্রীপুর ফাঁড়ির আইসি মেঘনাদ মণ্ডল। তাঁর নিশানায় গুলিবিদ্ধ হয় ডাকাতির ঘটনার মাস্টার মাইন্ড সোনু সিং। তাকে নিয়ে দুষ্কৃতী মোটর সাইকেল নিয়ে পালায়। পরে আসানসোলের মহিশীলায় এক গাড়ি চালককে গুলি করে দুষ্কৃতীরা এবং গাড়ি চুরি করে পালায় তারা। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। গাড়ির জিপিএস অনুসরণ করে ওই দিন রাতেই ঝাড়খণ্ডের গিরিডির কাছে জঙ্গল থেকে গ্রেফতার করা হয় ডাকাতির ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতী সুরজ সিংকে।

SAGRAI GRAM PANCHAYAT
(Khandaghosh Panchayat Samity)
Burdwan, PIN: 713424
i) Tender No. WB/ Khandaghosh /SGP/ eNIT- 01(2024-25)
ii) Tender No. WB/ Khandaghosh / SGP/eNIT- 02(2024-25)
Inviting Electronic Tender are invited by the "Prodhan, Sagrai Gram Panchayat Khandaghosh Panchayat Samity for total 2(Two) nos. different works. Last date of closing submission of technical and financial Bid (online) 26/06/2024 up to 10.00 Hrs. Date of Opening of Bid(online) 28/06/2024 at 12:00 Hrs. For details please visit Website http://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Sagrai Gram Panchayat

Office of the Dakshin Sankrail Gram Panchayat
Sankrail, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 02 to 20/2024-25
Prodhan, Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah invites e-tender. Bid submission Starting from 22.06.2024 at 19:00 Hrs. Bid submission Ending on 29.06.2024 at 19:00 Hrs. Bid Opening Date(Technical) 01.07.2024 at 10:00 Hrs. Intending bidders are requested to visit the website: https://wbtenders.gov.in for details. For other details may contact with the office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah

বিজ্ঞপ্তি
এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত আপিল্যেন্ট মাননীয় সিভি জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত, বালুরঘাটের থানা ৪০ / ১৫ নং মোকর্দ্দমার রায় ডিক্রীর বিরুদ্ধে উক্ত নং আপীল মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন আপনি Chandana Mandal, W/O- Prasanta Mandal, of Vill- Sarat Pally, P.O.- Haider Para, P.S.- Bhaktinagar Ward no. -35, Dist- Jalpaiguri, স্বয়ং অথবা কোন উকিল দ্বারা আগামী ইং. ১৭।৮।২০২৪ তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার বিষয় কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা জানাইবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে। অদ্য ২০২৪ সালের ২০। ০৬ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।
Chief Administrative Officer,
District Judge's Court
Dakshin Dinajpur at Balurghat

জলপাইগুড়ির গৌড়ীয় মঠে জগন্নাথদেবের পুণ্য স্নান যাত্রা, শুরু হল রথ যাত্রার জমজমাট প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জুন ঃ এবার ১৫ দিন শয়নে বিশ্রামে থাকবেন শ্রী শ্রী জগন্নাথদেব। আগামী ৭ জুলাই জলপাইগুড়ির পুরাতন

পুলিশ লাইনের গৌড়ীয় মঠের জগন্নাথ মন্দির থেকে শুরু হবে রথযাত্রা। যোগমায়া কালীবাড়ির পন্ডিচা মন্দিরে সাত দিন বিরাজিত থাকবেন জগন্নাথদেব। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই জগন্নাথ দেবের পুর্নরথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। সেখান থেকে আবার গৌড়ীয় মাঠে আগমন করবেন জগন্নাথ দেব। আজ স্নানযাত্রার মাধ্যমে রথযাত্রা উৎসবের সমস্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। সকাল থেকেই পুজো অর্চনার মধ্য দিয়ে মন্দির চত্বরে ভক্তদের সমাগম লক্ষ্য করা যায়। ইতিমধ্যেই রথ সংস্কার কার্য শুরু হয়ে গেছে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসন সহ সকলকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এবারও বহু ভক্ত সমাগম হবে এমনটাই আশা করছেন জলপাইগুড়ি গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পুন্ডরীক দাস। অন্যদিকে, জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালিত হবে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরে। শনিবার নিয়ম মেনে বিশেষ পূজার্চনার মধ্য দিয়ে জটেশ্বর শিব মন্দিরে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পুজো দিতে ভোর থেকে ভিড় জমান ভক্তরা। জানা গেছে, জটেশ্বরের রথযাত্রা ঘিরে প্রতিবছর ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর ভক্ত রথের দড়ি টানতে হাজির হন। রথযাত্রা ঘিরে জমে ওঠে মেলাও। তার আগে এদিন নিয়ম করে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর স্নানযাত্রা অনুষ্ঠান করা হয়। নিয়ম মেনে স্নানযাত্রার পর বিশেষ পূজার্চনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কোপাইয়ের গর্ভে লুকিয়ে রয়েছে প্রাচীন রহস্য, সন্ধান মিলল বেনো কাঠের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২২ জুন ঃ বীরভূমের কোপাই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ১০,০০০ হাজার বছর আগে ছিল বিশাল জঙ্গল। কোপাইয়ের গর্ভে কত যে প্রাচীন রহস্য লুকিয়ে রেখেছে প্রকৃতি! নদীর গর্ভে উদ্ধার হওয়া বেনো কাঠের কার্বন ডেটিং করে মিলল প্রমাণ। একসময়ের স্রোতস্বিনী কোপাই আজকের মজা নদী। কিন্তু সেই মজা নদীতে পাওয়া 'বেনো কাঠ' (বানের জলে পাওয়া কাঠ) সন্ধান দিল, সংলগ্ন অঞ্চলে ১০ হাজার বছর আগে ছিল গভীর অরণ্য। মজে যাওয়া এই কোপাই বর্ষার সময় হয়ে ওঠে ভয়ঙ্করী। প্লাবিত করে আশেপাশের গ্রাম। বছর কয়েক আগে বর্ষার জল নামতে পাড়ুই এলাকার সেহেলাই গ্রামের মানুষের নজরে এসেছিল নদীর বালিতে কালো কাঠের মতো কিছু পড়ে। গ্রামের লোকজন কোদাল, কাটারি নিয়ে বালি থেকে কাঠ তুলতে নেমে পড়েন। কারও কারও সন্দেহ হয়, এগুলি সাধারণ কাঠ নয়। তাই শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন ঊর্মিলা গঙ্গোপাধ্যায়কে খবর দেওয়া হয়। তিনি কিছু লোকজন নিয়ে এলাকায় যান। কাঠ দেখে চমকে যান ঊর্মিলা। তাঁর কথায়, 'কাঠের সামান্য অংশ দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। কারণ কাঠের রংটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাই এই কাঠ তোলার জন্য উদ্যোগ শুরু হয়।' কিন্তু বিপত্তি বাঁধে অন্য জায়গায়। 'বেনো কাঠ' বলে গ্রামের লোক নদী থেকে তুলে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। তাঁদের বোঝাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় ঊর্মিলাকে। শেষমেষ বহু কষ্টে তাঁদের রাজি করান তিনি। বন দপ্তরের সাহায্য চাওয়া হয়। নদী থেকে ওই কাঠ তুলতে গিয়ে দেখা যায়, তা লম্বায় ৩০ ফুট। এই কাঠ ঠিক কত পুরোনো, তার হদিশ পেতে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। কার্বন ডেটিং করে তারা জানায়, ১০ হাজার ৪০০ বছরের পুরোনো এই কাঠ। চমকে ওঠেন সকলে। এবার খোঁজ শুরু হয়, এটা কী কাঠ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি বিভাগের কাছে ওই কাঠের নমুনা পাঠানো হয়। জানা যায়, এটি তেঁতুল জাতীয় গাছের কাঠ। একই ভাবে কোপাই নদীর তীরের আদিত্যপুর গ্রামের কাছে একটি কাণ্ড উদ্ধার হয়। কার্বন ডেটিং করে জানা যায়, ৯৪০০ বছরের পুরোনো কুলজাতীয় গাছের কাঠ এটি। উদ্ধার হয় ১০ হাজার বছরের পুরোনো কুসুম জাতীয় গাছের কাঠও। ওই কাঠ তুলে এনে শান্তিনিকেতনের বনদপ্তরের প্রকৃতি ভবনে আনা হয়। সেখানেই সংরক্ষিত হচ্ছে কাঠগুলি। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই কাঠগুলি প্রমাণ করে যে, কোপাই নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ১০ হাজার বছর আগে বিশাল জঙ্গল ছিল। কালের নিয়মে সে সবই অবশ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সঞ্চিতা গোস্বামী বলেন, 'কার্বন ডেটিং করে কোপাই নদী থেকে উদ্ধার হওয়া এই সব কাঠের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। সংরক্ষিত এই প্রাচীন কাঠ, ভূতত্ত্ববিদদের গবেষণার বিষয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও অবশ্য দ্রষ্টব্য। কোপাই নদীর যে অঞ্চল থেকে এই সব প্রাচীন কাঠ উদ্ধার হয়েছে, সেই অঞ্চলে যে বহু বছর আগে বিস্তীর্ণ বনরাজি ছিল তা অনুমান করা যায়। কোপাইয়ের গর্ভে কত যে প্রাচীন রহস্য লুকিয়ে রেখেছে প্রকৃতি, অবহেলায় পড়ে থাকা কালো 'বেনো কাঠ'-ই তার প্রমাণ!

বিজয় মিছিলে মাতলো কেশপুর ব্লকের নেড়াদেউলের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ জুন ঃ ২০২৪ - এর লোকসভা নির্বাচনে দলের অসাধারণ সাফল্য! তাই আনন্দের সঙ্গে বিজয় উৎসব

পালন করল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর ব্লকের অন্তর্গত ৪ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। নেড়াদেউল অঞ্চল পার্টি অফিসের সামনে একে অপরকে আবির মাখিয়ে, মেতে উঠেন বিজয় মিছিলে। আবির মাখানোর পাশাপাশি মিষ্টি মুখ, সঙ্গে ব্যঞ্জন ও ডি.জে বাজিয়ে আনন্দে মাতলো নেড়াদেউলের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। ৪ নং গোলাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত বুথের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিজয় উৎসবে মাতলেন অঞ্চল সভাপতি মির্জা সাইফুল ইসলাম। সেই সঙ্গে তিনি জানান, অঞ্চলের সমস্ত কর্মীরা যেভাবে ভোটে দলের জন্য কাজ করেছে, সেই জন্য কর্মীদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমি বিজয় মিছিল করছি। কেশপুর ব্লকের মধ্যে আমরা অঞ্চল ভিত্তিক ফলাফলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছি। এই অঞ্চল থেকে ১৩ হাজারেরও বেশি লিড দেওয়া হয়েছে দীপক অধিকারীকে। তাই দলের এই সাফল্যকে সামনে রেখে সকল কর্মীদেরকে আনন্দিত করার জন্যই আজকের এই বিজয় মিছিল। আগামী দিনে এই অঞ্চল থেকে সকল মানুষকে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নে সামিল করিয়ে আরো বেশি ভোটে যাতে জয়লাভ করতে পারি সেদিকেই আমাদের লক্ষ্য থাকবে। পাশাপাশি চার নম্বর অঞ্চলের সকল সাধারণ মানুষকে তৃণমূল কংগ্রেসের এই সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং-০৭-জিকেপি-এমডব্লুএস- ২০২৪-২৫
ডিওয়াই. সিএমই / ওয়ার্কস ফর চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, এন.ই. রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য এবং তার পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আমন্ত্রণ জানিয়েছেঃ ক্রম নং.- ১. ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর এবং কাজের নামঃ দরপত্র নং- ''০৭- জিকেপি-এমডব্লুএস-২০২৪-২৫''। ''০১ **বছরের জন্য মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ গোরখপুরে সমস্ত ধরণের ভারতীয় রেলওয়ে কোচে সেন্টার বাফার কাপলারের স্ট্রিপিং এবং ফিটিং।''** **আনুমানিক খরচ (টাকা) ঃ- ১৮২৬৫৪৮.৮০, বায়না অর্থ (টাকা) ঃ- ৩৬৫০০.০০, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ- ১১.০০ তারিখ পর্যন্ত ঃ ১৫.০৭.২০২৪, টেন্ডার ফর্মের খরচঃ শূন্য, চুক্তির মেয়াদ - ১২ মাস।** উপরোক্ত দরপত্রের বিশদ বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যায়।
ডিওয়াই. সিএমই / ওয়ার্কস মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ গোরখপুর
CPRO/Mech-34
ট্রেনে বিড়ি / সিগারেট খাবেন না

চা বাগান দখলে চলল গুলি, জখম ৫

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২২ জুন ঃ চা বাগান দখলের অভিযোগ ঘিরে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় চলল গুলি। জখম ২ মহিলা-সহ মোট পাঁচজন। এই ঘটনায় দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নিচাখালি এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। দুপুর পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। সূত্রের খবর, কয়েক বছর আগে মালিকপক্ষ চলে যাওয়ার পর শ্রমিকরা নিজেরাই বাগান দেখভাল করেন। শুক্রবার থেকে শ্রমিকদের দু'পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয়। শনিবার এক পক্ষ পাতা তুলতে গেলে অন্য পক্ষ বাধা দেওয়ায় সংঘর্ষ বাধে বলে অভিযোগ। শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, এলাকার কিছু মস্তান বাগানের জমি দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিন পাতা তুলতে গেলে তাঁরা অতর্কিতে হামলা চালায়। ঘটনায় কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, চা বাগানে কাজ চলার সময় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ হয়। গুলি চলে। তবে ছোঁড়রা গুলি চলে। এখনও গ্রেফতার হয়নি কেউ। তদন্ত চলছে। ঘটনাস্থলে যান চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংহ। তিনি জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নকশালবাড়ি থানার কর্তব্যরত কনস্টেবলের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জুন ঃ নকশালবাড়ি থানার কর্তব্যরত কনস্টেবলের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু। জখম আরো এক কনস্টেবল। নকশালবাড়ির ভাঙাপুলে গভীর রাতের ঘটনা। নকশালবাড়ি থানার ২ পুলিশ কনস্টেবল বাইক চালিয়ে জাবরা থেকে নকশালবাড়ি ফেরার সময় একটি চার চাকার গাড়ি পেছন থেকে ধাক্কা দিলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুই কনস্টেবল। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাগডোগরার বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে এক কনস্টেবলের মৃত্যু হয়। অন্যজন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। মৃতের নাম রঞ্জিত বর্মন, নকশালবাড়ি থানার কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। এদিন মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হবে। গোটা ঘটনায় চার চাকার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। রাতের মৃতের পরিবার খবর পেয়ে আসার পর ভেঙে পড়েছে।

ক্লাস নেওয়া নিয়ে অশান্তি, সহ-শিক্ষকের মারে আঙুল ভাঙল প্রধানশিক্ষকের

দুরন্ত বার্তা, রানিগঞ্জ, ২২ জুন ঃ প্রধান শিক্ষককে মারধর করে তাঁর হাতের আঙুল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্কুলেরই এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে আসানসোলের রানিগঞ্জ হাই স্কুলের এই ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ। প্রধান শিক্ষক এবং সহ- শিক্ষকের মারামারি দেখে একদল পড়ুয়া খবর দেয় রানিগঞ্জ থানায়। পরে পুলিশ এসে সহ- শিক্ষককে থানায় নিয়ে যায়। গুরুতর আহত প্রধান শিক্ষকের নাম প্রতিম চট্টোপাধ্যায়। রানিগঞ্জের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁর চিকিৎসা হয়েছে। তিনি সহ- শিক্ষকের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছেন। যদিও যে শিক্ষকের বিরুদ্ধে এই মারধরের অভিযোগ, সেই বিজয় দাস উল্টে প্রধান শিক্ষকের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর দাবি, ''অন্যায়, অত্যাচার এবং নির্যাতন চালিয়েছেন উনি। এই অভিযোগে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।'' পুলিশ মারধরে অভিযুক্ত ওই সহ-শিক্ষককে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাঁকে আটক করা হয় বলে খবর। সব মিলিয়ে উত্তেজনার পরিস্থিতি রানিগঞ্জ থানা চত্বরে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান মারধরে 'অভিযুক্ত' শিক্ষক বিজয় দাসের স্ত্রী পাপিয়াও ওই স্কুলে পড়ান। তিনি ক্লাসে যাননি। তাই নিয়ে প্রধান শিক্ষক বিজয়বাবুর নামে কয়েকটি কড়া কথা বলেন। তখনই সেখানে উপস্থিত হন বিজয়বাবু। শুরু হয় বচসা, সেখান থেকে হাতাহাতি। পাপিয়া বলেন, ''প্রধান শিক্ষক সব সময় সহ-শিক্ষকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। যেখানে-সেখানে অভিযোগ করেন। কখন কাকে কোন ক্লাস দেন, কাউকে কিছু জানান না। কারও সঙ্গে কোনও রকম বনিবনা হয় না। সেই জন্য স্কুলের পঠনপাঠন ঠিক ভাবে হচ্ছে না।'' অন্যদিকে, প্রধান শিক্ষকের দাবি, ''ক্লাসে যাননি এক শিক্ষক। প্রধানশিক্ষক হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। তাই নিয়ে আমাকে মারধর করা হল।''

এবিভিপি ও টিএমসিপি সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২২ জুন ঃ অভিযোগ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা ও ছাত্ররা কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে হেল্প ডেস্ক খুলে বসে আছে, অথচ দীর্ঘদিন কলেজের নির্বাচন হয়নি। যেখানে নির্বাচন হয়নি সেখানে কোন রাজনৈতিক দলের হেল্প ডেস্ক বা ফ্যাগ ফেস্টুন থাকবে না কলেজ চত্বরে। এমন দাবি জানায় এবিভিপির ছাত্ররা। তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের ছাত্ররা যদি হেল্প ডেস্ক খুলে থাকে তাহলে এবিভিপির ছাত্ররাও হেল্প ডেস্ক খুলবে কলেজের মধ্যে। সেই মর্মে ফ্ল্যাগ বাঁধা এবং হেল্প ডেস্ক খুলতে গেলে এই নিয়ে সংঘর্ষ বেধে যায় তৃণমূল ছাত্র সংগঠন ও এবিভিপি'র ছাত্রদের মধ্যে। প্রিন্সিপাল এর কাছে এই অভিযোগ জানাতে ডেপুটেশন দেয় এবিভিপি, ডেপুটেশন দিয়ে ফিরে এসে দুই সংগঠনের ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক মারামারি শুরু হয়ে যায়।

Office of the Executive Officer
Singur Panchaya't Samity
Singur, Hooghly
RE e-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted RE e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for RE e-Tender reference no **424/EO, Singur, Dated:- 22.06.2024** for Installation of 3 nos. High Mast Tower LED within Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly. **Last date for the online Bid submission is 29/06/2024 upto 06:55 pm**. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (Tender ID: 2024_ ZPHD_698443_1 to 3).
Sd/-
Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

বর্ধমান স্টেশনে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হলো তুফানগঞ্জের পিএইচডি পড়ুয়ার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ জুন ঃ বর্ধমান স্টেশনে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হলো তুফানগঞ্জের পিএইচডি পড়ুয়ার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া এলাকায়। মৃত ওই পড়ুয়ার নাম প্রসেনজিত বর্মন। প্রসেনজিত তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের অন্দরণফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম অন্দরনফুলবাড়ী এলাকায় বাসিন্দা ছিলেন। শুক্রবার রাতে পরিবারের কাছে মৃত্যুর খবর আসে। জানা যায় দরিদ্র পরিবারের প্রসেনজিত বর্মনের বাবা বাজারে ফল বিক্রি করেন।

তা দিয়েই চলে সংসার। বাড়ির একমাত্র পুত্র সন্তান কে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রসেনজিতের বাবা। প্রসেনজিত কৃষি বিজ্ঞান নিয়ে উত্তর প্রদেশের বেনারসে বিএসসি কমপ্লিট করেছিল। এরপরই এগ্রিকালচারের এমএসসি করেছিল কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমএসসি শেষ করার পরেই সে পিএইচডি করছিল পুন্ডিবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিএসসি পাশ সার্টিফিকেট আনতে সে বেনারসে গিয়েছিল। সার্টিফিকেট নিয়ে ফেরার পথে বর্ধমানে ট্রেনে ধাক্কা তার মৃত্যু হয়। পরিবারে ধারণা বর্ধমানের প্রসেনজিত ট্রেন থেকে হয়তো নেমেছিল। সেখানে কোনভাবে দুর্ঘটনা হয়েছে।

বন্দুক উঁচিয়ে ক্লাসে দুই পড়ুয়ার দাদাগিরি, মুর্শিদাবাদের স্কুলে হুলস্থুল কাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২২ জুন ঃ বন্দুক হাতে সোজা ক্লাসরুমে ঢুকে পড়ে নবম শ্রেণির এক ছাত্র। আর এই ঘটনাকে ঘিরে শনিবার আতঙ্ক দেখা দেয় মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার আন্দুলবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ এসে অভিযুক্ত দুই ছাত্রকে আটক করে নিয়ে যায়। বন্দুকটি আসল না নকল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও, শিক্ষকদের একটি অংশের দাবি, প্রাথমিক ভাবে ছাত্রের হাতে থাকা বন্দুকটি দেখে তাঁদের একনলা বন্দুক বলেই মনে হয়েছে। জানা গেছে, শনিবার সকালে ক্লাস চলাকালীন রেজিনগরের আন্দুলবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির দুই ছাত্রের হাতে বন্দুক দেখতে পায় সহপাঠীরা। অভিযোগ, বন্দুক দেখিয়ে ক্লাসের অন্য পড়ুয়াদের ভয় দেখাচ্ছিল ওই দুই পড়ুয়া। বিষয়টি শিক্ষকদের নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দুই

ছাত্রের হাত থেকে বন্দুকটি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। স্কুলে পৌঁছান ওই ছাত্রের বাবা। স্কুলে আসে রেজিনগর থানার পুলিশও। পুলিশ বন্দুকটি উদ্ধারের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে দুই পড়ুয়াকে। আন্দুলবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গির আলম বলেন, ''পড়ুয়াদের কাছ থেকে খবর পাই যে, ওর কাছে একটি দেশি বন্দুক আছে। আমরা কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে পুলিশকে খবর দিয়েছি। পুলিশ দু'জনকে আটক করেছে। বন্দুক কোথা থেকে এল, কী ভাবে এল, তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখবেন।''

Office of The
Chingani Gram Panchayat
Vill-Chaulyabaid, PO-Chhagulia, Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 01/2024-2025
Notice Inviting E-Tender No.: 02/2024-2025
Notice Inviting E-Tender No.: 03/2024-2025
NIT No. : 01/15 th FC/(BG)TIED FUND)/2024-2025
Sealed Tender and e-Tenders are hereby invited from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents and issuing offline Tender paper from 21/06/2024 from 6.30 pm up to 01/07/2024 at 6.30 pm. Last date of submission of Bid(online) & Tender paper dropping on or before 01/07/2024 up to 04.30 pm. Date of opening of Tender (offline) on 01/07/2024 2.30 PM and Online Technical Bid opening on 04/07/2024 from 12.00 PM. For details please visit office of the undersigned and website https://wbtender.gov.in.
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু স্কুটি আরোহীর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২২ জুন ঃ শনিবার ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু এক স্কুটি আরোহীর মৃত্যু হল। মৃতের নাম সুমিত কার্কি। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে বীরপাড়া লঙ্কাপাড়া রোডে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, রামঝোরা চা বাগান এলাকায় ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। মৃতের বাড়ি গ্যারগান্ডা চা বাগানে। এদিন স্কুটি চালিয়ে বীরপাড়ার দিকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তিনি। রাস্তায় পড়ে যান সুমিত। পেছন থেকে আসা একটি ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে যায় তাঁর মাথা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনায় এলাকায় তৈরি হয় শোকের পরিবেশ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ এই রাস্তা দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে যায় ডাম্পার। যার কারণে বাইক, স্কুটি, সাইকেল চালাতে হয় সাবধানে। ডাম্পারগুলির ওপর প্রশাসন নজর দিক চাইছেন এলাকাবাসীরা।

নদীয়ায় ছেলেধরা সন্দেহে আটক মহিলা, এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২২ জুন ঃ বারাসাতের পর ছেলেধরা নিয়ে সরব নদীয়া। শনিবার ছেলেধরা সন্দেহে এক মহিলাকে আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দিল আমজনতা। ঘটনাটি নদীয়ার চাকদহের রাউতারি গার্লস স্কুল পাড়া এলাকার। সম্প্রীতি গত কয়েকদিন আগে বারাসাতে একাধিক বাচ্চা চুরির ঘটনার খবর চাউর হতেই তৎপর হয় প্রশাসন। যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় এক মহিলার ছবি বাচ্চা চোর সন্দেহে ভাইরাল হয়। এদিন চাকদাহের ওই এলাকায় ওই মহিলাকে দেখতে পেয়ে আটকে রাখে এলাকার সাধারণ মানুষ, এরপর পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে আসে চাকদা থানার পুলিশ। যদিও ওই মহিলাকে ঘটনারস্থল থেকে উদ্ধার করে কৃষ্ণনগর হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্ত করে ওই মহিলার কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি। বেশ কয়েক বছর আগে ওই মহিলার স্বামী মারা যায়, তারপর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগে ভবঘুরে হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। যদিও মানুষের সন্দেহ তো লেগেই থাকে, সেই কারণে ওই মহিলাকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা। এখন এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক। স্থানীয়দের দাবি, ওই মহিলা নিজের মুখে বাচ্চা চুরির ঘটনা স্বীকার করেছে। আর তাতেই তাদের মধ্যে আরও সন্দেহ তীব্র হয়।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
Azadi Ka Amrit Mahotsav
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ **পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৪/৩৭, তারিখঃ ১৯/০৬/২৪।** ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত নির্মাণকারীদের থেকে ইলেকট্রনিক বিড আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি হল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নির্মাণের জন্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য। সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এইগুলি হল ই-টেন্ডার; কোনও পরিস্থিতিতেই এই টেন্ডারগুলির জন্য ম্যানুয়াল অফার বিড গৃহীত হবে না; শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিড গৃহীত হবে। বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন। **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; স্টোর্সের বিবরণ; পরিমাণ; খোলার তারিখ; টেন্ডার মূল্য** নিম্নরূপঃ **[১৯২]; ৩১২৪২৯৩৮;** স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লু/এমএস/৩/বোগী/০০৫ অল্ট.২ অনুযায়ী সিলিং এডেসিভ, লকটাইট অথবা সমতুল (শেলফ্ লাইফ-১৮ মাস)। সেট বিবরণ ডক.ট্যাবে সংলগ্ন আছে; টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; **২২/০৭/২৪;** ০.০০ টাকা। **[১৯৩]; ৩১২৪২৫৩৩;** স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০১৮/বি অনুযায়ী আর্থিং চোক; টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; **১৯/০৭/২৪;** ০.০০ টাকা। **[১৯৪]; ৩১২৪২৭২৩;** স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০৪৫/জি অনুযায়ী টিএম-এর জন্য ডিআইএন রেল সহ কেবল ক্লিটের সেট; টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; **২৩/০৭/২৪;** ০.০০ টাকা। **[১৯৫]; ৩১২৪২৬৬১;** স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১২৮/সি অনুযায়ী কেবল ডিসকানেকশন টিএম-১ থেকে টিএম-৬ (টার্মিনাল ব্লক, টিএম-কেবলস্)-এর সেট; টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; **১৫/০৭/২৪;** ০.০০ টাকা। **[১৯৬]; ১৪২৪২৭৮৫;** সিএলডব্লু স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪৩৬/এ অনুযায়ী ৩ ফেজ লোকোমোটিভের জন্য ক্যাব হিটারের জন্য হোজ; টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; **০৫/০৮/২৪;** ০.০০ টাকা। **[১৯৭]; ২৩২৪২৫০৫এ;** এমএজি সিএনসি মেশিনে স্টোর্সের ট্যাপিংয়ের জন্য উপযুক্ত এইচএসএস-ই-ইজি এম২০ X ২.৫-৬এইচ এমওডি হেলিক্যালের ইন্টারনাল কুল্যান্ট মেশিন ট্যাপ, স্পেসিফিকেশনঃ ইজি এম২০-৬এইচ এমওডি ৫০০৯২৭৬ অফ ইএমইউজিই অথবা সমতুল ডিআইএন ৮১৪০-২ স্ট্যান্ডার্ড; টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; **১২/০৭/২৪;** ০.০০ টাকা। **[১৯৮]; ৩১২৪২৭০৬;** (১) ড্রইং/স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৩০৯/ডি অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯-এর জন্য অক্সিলিয়ারি কম্প্রেসর হোজ, (২) ড্রইং/স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৩০৯/ডি অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯-এর জন্য মেটালিক হোজের সেট (সেট বিবরণ ডক. ট্যাবে সংলগ্ন আছে); টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; **১৫/০৭/২৪;** ০.০০ টাকা। **[১৯৯]; ৩১২৪২৬৮৮;** (১) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১২৯/ডি অনুযায়ী বেল মাউথ সহ কেবল গ্ল্যান্ড পিজি-২১, (২) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ ইএস/৩/০১২৯/ডি অনুযায়ী কেবল গ্ল্যান্ড পিজি ২১ এমএস-এনআই, (৩) সিএলডব্লু ড্রইং/স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১২৯/ডি অনুযায়ী কেবল গ্ল্যান্ড পিজি ২৯ এমএস-এনআই; টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; **১০/০৭/২৪;** ০.০০ টাকা। **[২০০]; ৩১২৪২৬৪০;** স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১২০বি অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯-এর জন্য কেবল টাইয়ের জন্য বেসের সেট (সেট বিবরণ ডক.ট্যাবে সংলগ্ন আছে); টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; **১২/০৭/২৪;** ০.০০ টাকা। **[২০১]; ১৪২৪২৬৬৭এ;** সিএলডব্লু স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১১৯/জি অনুযায়ী লুমিং বারের সেট (সেট বিবরণ সংলগ্ন আছে); টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; **১৬/০৭/২৪;** ০.০০ টাকা। **[২০২]; ১৪২৪২৬২৩;** সিএলডব্লু স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০৪৪ অনুযায়ী ল্যাচিং পুশ বাটন করিডোর লাইটিং; টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী; **১৮/০৭/২৪;** ০.০০ টাকা।
PR3-483 **পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া**
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

খাওয়া-দাওয়া

টি ব্যাগ প্রথম কে আবিষ্কার করে, তা নিয়ে খানিকটা বিতর্ক রয়েছে এখনও

চীন, জাপানে প্রথম দিকে চা ছিল মূলত ঔষধ। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যই তা পান করত মানুষ। চীনের সিচুয়ান প্রদেশের লোকেরা সর্বপ্রথম চা সেদ্ধ করে ঘন লিকার করে খেতে শেখে। ১৬১০ সালে পর্তুগিজদের হাত ধরে ইউরোপে ঢুকে পড়ে চা। ১৬৫০ সালে চীন বাণিজ্যিকভাবে চায়ের উৎপাদন শুরু করে। পরে ১৭০০ সালে ব্রিটেনে জনপ্রিয়তা পায় চা। তাদের মাধ্যমেই ভারতীয় উপমহাদেশে চায়ের আগমন।

উনিশ শতকে টি ব্যাগের আগমন চায়ের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দেয়। ফলে আরও সহজ হয়ে গেলো চা পান। টি ব্যাগ প্রথম কে আবিষ্কার করে, তা নিয়ে খানিকটা বিতর্ক আছে। জনপ্রিয় কিংবদন্তিগুলোর একটি হলো, ১৯০৮ সালে মার্কিন চা আমদানিকারক টমাস সুলিভান চা প্যাকেজিংয়ের ব্যয় কমানোর জন্য টিনের পাতের থেকে হালকা কিছুর সন্ধান করছিলেন। সুলিভান

তাঁর চায়ের নমুনাগুলো সিল্কের তৈরি ছোট ব্যাগে প্যাকেজিং করে পাঠাতে শুরু করেন। কিছু গ্রাহক সিল্কের ব্যাগ সরাসরি গরম জলেতে দিয়ে চা তৈরি করা শুরু করে। বলা হয় এভাবেই আবিষ্কার হয় প্রথম টি ব্যাগ। অবশ্য সুলিভানের ঘটনার সাত বছর আগেই ১৯০১ সালে রবার্টা সি লসন ও মেরি ম্যালারেন চা-পাতা হোল্ডারের পেটেন্ট নিয়েছিলেন।

এই চা-পাতা হোল্ডারকেই আজকে আমরা টি ব্যাগ বলি। এই নারীরাই আধুনিক টি ব্যাগ আবিষ্কার করেন। তাঁরা এমন কাপড় বেছে নিয়েছিলেন, যার ভেতর দিয়ে জল প্রবেশ করতে পারে। প্রতিটি ব্যাগে এক কাপ চা হওয়ার মতো পর্যাপ্ত পাতা থাকত। তাঁদের কাপড়ের তৈরি টি ব্যাগ দেখতে প্রায় এই সময়ের টি ব্যাগের মতোই।

পরবর্তী সময়টা ছিলো টি ব্যাগের গুণগত মান উন্নয়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল। ১৯৩০ সালের ভেতরে সমস্ত ধরনের টি ব্যাগের ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল। টি ব্যাগ কাপড়ের সুতা দিয়ে তৈরি হতো। বিভিন্ন আকারের পাওয়া যেত, যেমন বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র বা সাধারণ। এমনকি সেলোফোন দিয়েও টি ব্যাগ তৈরি হতো।

১৯৩০ সালে প্রথম কাগজের তৈরি টি ব্যাগ আবিষ্কার করেন বস্টন শহরের টেকনিক্যাল পেপারস কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম এ হারম্যানসন। টি ব্যাগ বাজারজাতকরণ শুরু হয় ১৯৫২ সালে টমাস লিপটনের হাত ধরে। তার কোম্পানি লিপটন প্রথম টি ব্যাগ বাজারে ছাড়ে। এই ব্যাগ থেকে চা বানানোর প্রক্রিয়া মানুষকে শেখাতেই প্রথম টি ব্যাগের গায়ে ব্যবহারবিধি ছাপায় লিপটন।

যেভাবে চিংড়িবাটা দিয়ে রান্না হতো গোয়ালন্দ চিকেন স্টিমার কারি

কলকাতা থেকে ঢাকা যেতে হলে প্রথমে রেলপথে শিয়ালদহ থেকে গোয়ালন্দ পৌঁছাতে হতো, রেলপথের এখানেই শেষ। গোয়ালন্দ তখন পদ্মা ও যমুনার সংযোগস্থল। সেখান থেকে জলপথে স্টিমারে করে সারা রাত ধরে যাত্রা করে যেতে হতো ঢাকার সন্নিকটে নারায়ণগঞ্জ। বাদবাকি পথটুকু স্থলপথে। এই রাতভর যাত্রায় মাল্লারা স্টিমারেই যাত্রীদের জন্য রান্না করতেন অনবদ্য এক মুরগির ঝোল। ধোঁয়া ওঠা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করা হতো অতি কম উপকরণে রান্না করা অনবদ্য সুস্বাদু সে পদ। হারিয়ে যেতে বসা রান্নার সেই পদই গোয়ালন্দ স্টিমার চিকেন কারি। সুস্বাদু সেই খাবারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন যাত্রীরা। এই রান্নার গোপন উপকরণ ছিল চিংড়ির শুঁটকিবাটা, নিমেষে যা সে ঝোলকে নিয়ে যেত এক অন্য পর্যায়ে। এটি ছিল বার্মা-চট্টগ্রাম সীমান্ত এলাকার মগদের

প্রভাব। চিংড়ির শুঁটকির অভাব হলে তাজা চিংড়িবাটাও ব্যবহৃত হতো। এ রান্না করে দেখুন একবার বাড়িতে। ফিরে যান ইতিহাসে।

গোয়ালন্দ চিকেন স্টিমার কারি

উপকরণঃ মুরগির লেগ পিস ৫০০ গ্রাম, আলু ২টি, পেঁয়াজকুচি ২টি, কাঁচা মরিচ ৪টি, শুকনা মরিচ ৩টি, চিনি ১ চাচামচ, চিংড়ি ৩৪টি, আদা-রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ, এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি ৩টি করে, হলুদগুঁড়া ১ চাচামচ, লাল মরিচগুঁড়া ১ চাচামচ, কাশ্মীরি মরিচগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, শর্ষের তেল ১ কাপ ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালিঃ একটু জল দিয়ে চিংড়িগুলো প্রথমে মিহি করে বেটে রাখতে হবে। এখন মুরগিতে পেঁয়াজকুচি, আদারসুনবাটা, শুকনা মরিচ, হলুদ-মরিচগুঁড়া, কাশ্মীরি মরিচগুঁড়া, লবণ, কাটা আলু, কাঁচা মরিচ, চিংড়িবাটা আর শর্ষের তেল দিয়ে ভালোমতো মাখিয়ে এক ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন।

কড়াইয়ে একটু শর্ষের তেল গরম করে গরমমসলাটুকু দিয়ে নাড়তে হবে। তারপর মাখিয়ে রাখা মুরগিগুলো দিয়ে ভালোমতো মিশিয়ে নিতে হবে। এই রান্না কম আঁচে হবে। মাঝেমধ্যে ঢাকনা খুলে নাড়তে হবে। কিছুক্ষণ পর অল্প জল যোগ করে নাড়ুন। রান্না করতে করতে তেল ওপরে চলে এলে ১ চামচ চিনি দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে নিন।

শরীর সুস্থ রাখবে যেসব পানীয়

অ্যালোভেরাঃ
অ্যালোভেরাকে বলা হয় নিউট্রিশনের পাওয়ারহাউজ। ভিটামিন, মিনারেল, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থেকে শুরু করে কমবেশি সব স্বাস্থ্যকর উপাদানে ভরপুর অ্যালোভেরা। প্রতিদিনের রুটিনে তাই এক গ্লাস অ্যালোভেরা জুস শরীরকে করে তুলবে আরও বেশি

চাঙা। তবে শুধু চাঙা করেই ক্ষান্ত হয় না অ্যালোভেরা, বদহজম ও চর্বি কমাতে বড় ভূমিকা রাখে এটি। ছোটখাট ইনফেকশন ও রোগবালাই থেকে শরীরকে রক্ষা করে অ্যালোভেরার জুস। অতিরিক্ত দাবদাহ থেকে বাঁচতে বেলের জুসের কোনো বিকল্প নেই। প্রচণ্ড গরমে শরীরকে শান্ত ও ঠান্ডা করতে যেমন সহায়তা করে, তেমনই বেলের এনজাইম হজমে সাহায্য করে। এ ছাড়া পেটের পীড়া দূর করা, পেটের গ্যাস কমানোতে বড় ভূমিকা রাখে বেলের শরবত। গরমে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে বেলের জুস বেশ উপকারী।

বেলঃ
অতিরিক্ত দাবদাহ থেকে বাঁচতে

বেলের জুসের কোনো বিকল্প নেই। প্রচণ্ড গরমে শরীরকে শান্ত ও ঠান্ডা করতে যেমন সহায়তা করে, তেমনই বেলের এনজাইম হজমে সাহায্য করে। এ ছাড়া পেটের পীড়া দূর করা, পেটের গ্যাস কমানোতে বড় ভূমিকা রাখে বেলের শরবত। গরমে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে বেলের জুস বেশ উপকারী।

আমলকীঃ
ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ এই ফলের গুণাবলি বলে শেষ করা যাবে না। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর এই ফল শরীরকে যেমন চাঙা করে, তেমনই ত্বকের উজ্জ্বলতা ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় এবং চুলের বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া আমলকী রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং শ্বাসযন্ত্রের সমস্যাগুলো দূর করে।

করলা ও জামের জুস
তিতা সবজি হিসেবে সুনাম এবং দুর্নাম দুটোই আছে করলার। অন্যদিকে মুখ রঙিন করা ফল জাম। দুয়ে মিলে শরীরের জন্য উপকারী এক জুস তৈরি হয়, সে কি জানা ছিল কারও? রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, বদহজম, লিভারের কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করতেও সহায়তা করে এই জুস।

ভিএইচপি-র দশ দিবসীয় প্রান্তীয় কার্য্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ সম্পন্ন মাধবধামে

করিমগঞ্জ (অসম) ২২ জুন ঃ করিমগঞ্জের শ্রীগৌরী স্থিত মাধব ধামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণ অসম প্রান্তের দশ দিবসীয় প্রান্তীয় কার্য্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ সমাপন কার্য্যক্রম অনুষ্ঠিত হল। শনিবার দুপুর তিনটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অংশ গ্রহন করা শিক্ষার্থীরা শারীরিকভাবে ও সৎসঙ্গ প্রদর্শনের মাধ্যমে বর্গের সমারোপ হয়। এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সেবা প্রমুখ স্বপন মুখার্জি বৌদ্ধিক প্রদান করেন এবং সাংগঠনিক বিষয়ে আলোকপাত করেন। তাছাড়া সমারোহ অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা শংকর মঠের স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বক্তব্যর মাধ্যমে মার্গদর্শন করেন। বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি করিমগঞ্জ জেলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী প্রদীপ পাল। প্রতিবেদন পাঠ করেন বর্গের মুখ্য শিক্ষক গোপীব্রত গোস্বামী। বর্গের মুখ্য শিক্ষক রতিশ দাস মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় দিয়ে বরণ করেন। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য প্রদান করেন পরিষদের দক্ষিণ অসম প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়েক। পরিশেষে সংঘের প্রার্থনার মাধ্যমে দশ দিবসীয় বর্গের সমাপন হয়। উল্লেখ্য, শ্রীগৌরী স্থিত মাধবধামে গত ১২ জুন থেকে এই পরিষদ বর্গ শুরু হয়। এতে দক্ষিণ অসম প্রান্ত ও ত্রিপুরা প্রান্তের অধীন মোট ৫২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। প্রত্যেক দিন সকাল ৯টা থেকে সোয়া দশটা পর্যন্ত জানকারী সত্র, সকাল পনে এগারোটা থেকে পনে বারোটা পর্যন্ত কৃতি সত্র, দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত বৌদ্ধিক সত্র, দুপুর পনে তিনটা থেকে পনে চারটা পর্যন্ত চর্চা সত্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে পনে সাতটা পর্যন্ত প্রবোচন এবং এরপর সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সত্রের বিষয় ছিল ব্রত ও পর্বের পিছনে বিজ্ঞান, আয়াম ও গতিবিধি, সাংস্কৃতিক ভারত দর্শন, সৎসঙ্গ, মঠ মন্দির সাধু সন্তদের দৃষ্টিকোণ, মিডিয়া ও প্রচার, গুরুজী ব্যক্তি ও কাজ, ভারতের ইতিহাস, পরাক্রম ও সংঘর্ষময়, সামাজিক সমরসতা, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর জীবনালেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দ, ছত্রপতি শিবাজী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেবা কাজের সংকল্পনা ও আত্মনির্ভর ভারত, হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষতা সহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।এদিনের সমারোহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ আসাম প্রান্ত ও ত্রিপুরা প্রান্তের ও জেলার কার্যকর্তা সহ দুই প্রান্তের আমন্ত্রিত বিশিষ্টজনরা।

তিনটি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি, দুটি এক্সপ্রেস ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি,দৈনিক ভিত্তিতে চলবে বিবেক এক্সপ্রেস

মালিগাঁও, ২২ জুনঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আগামী জুলাই, ২০২৪-এর প্রথম সপ্তাহ থেকে তিন জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে, ট্রেন নং. ০৫৬৩৬০৫৬৩৫ (গুয়াহাটি-শ্রী গঙ্গানগর-গুয়াহাটি) উভয় দিক থেকে মোট ১৩টি করে ট্রিপের জন্য এবং ট্রেন নং. ০৫৯৩২০৫৯৩১ (ডিব্রুগড়-কলকাতা-ডিব্রুগড়) ও ট্রেন নং. ০৫৬৩৯০৫৬৪০ (শিলচর- কলকাতা-শিলচর) একসাথে উভয় দিক থেকে মোট ২৬টি করে ট্রিপের জন্য পরিষেবা অব্যাহত থাকবে। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময় এবং স্টপেজ অনুযায়ী চলবে। এছাড়া, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দুই জোড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে ২২৫০৪২২৫০৩ (ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী- ডিব্রুগড়) বিবেক এক্সপ্রেস বর্তমানের পাঁচ দিন থেকে দৈনিক ভিত্তিতে এবং ট্রেন নং. ১৫৬১২১৫৬১১ (শিলচর- রঙিয়া-শিলচর) এক্সপ্রেস বর্তমানের সপ্তাহে তিন দিন থেকে বৃদ্ধি হয়ে সপ্তাহে ছয় দিন করা হয়েছে। সেই অনুসারে,

ট্রেন নং. ০৫৬৩৬ (গুয়াহাটি-শ্রী গঙ্গানগর) স্পেশাল-এর পরিষেবা প্রত্যেক বুধবার ৩ জুলাই থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৩৫ (শ্রী গঙ্গানগর-গুয়াহাটি) স্পেশাল-এর পরিষেবা প্রত্যেক রবিবার ৭ জুলাই থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেন নং. ০৫৯৩২ (ডিব্রুগড়-কলকাতা) স্পেশাল-এর পরিষেবা প্রত্যেক শনিবার ৬ জুলাই থেকে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৯৩১ (কলকাতা-ডিব্রুগড়) স্পেশাল-এর পরিষেবা প্রত্যেক রবিবার ৭ জুলাই থেকে ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেন নং. ০৫৬৩৯ (শিলচর-কলকাতা) স্পেশাল-এর পরিষেবা প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ৪ জুলাই থেকে ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৪০ (কলকাতা-শিলচর) স্পেশাল- এর পরিষেবা প্রত্যেক শুক্রবার ৫ জুলাই থেকে ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এছাড়াও, ট্রেন নং. ২২৫০৪২২৫০৩ (ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড়) বিবেক এক্সপ্রেস-এর ফ্রিকোয়েন্সি, যা আগে সপ্তাহে মাত্র পাঁচ দিন ছিল, এখন সংশ্লিষ্ট দিক থেকে ক্রমে ৮ এবং ১২ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ভিত্তিতে চলবে। ট্রেন নং. ১৫৬১২১৫৬১১ (শিলচর-রঙিয়া-শিলচর) এক্সপ্রেস-এর ফ্রিকোয়েন্সি, যা আগে সপ্তাহে তিন দিন ছিল, এখন ক্রমে ৮ ও ৯ জুলাই, ২০২৪ থেকে উভয় দিক থেকে সপ্তাহে ছয় দিন চলবে।

ট্রেনটি এই রুটের যাত্রীদের সুবিধার জন্য ২২টি কোচের সংশোধিত গঠনের সাথে চলাচল করবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে, এনটিইএস-এ পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া হ্যান্ডেলেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার শুরু করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

যৌতুকের দাবি

বধূকে মেরে অর্ধমৃত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি লোকজন

বিশালগড়, ২২ জুন ঃ যৌতুকের জন্য গৃহবধূকে মেরে অর্ধমৃত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি লোকজন। শুধু তাই নয় আড়াই বছরের কন্যা সন্তানকে প্রাণে মারা হুমকিও দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে সুবিচারের আর্জি জানিয়ে বিশালগড় মহিলা থানার দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতা গৃহবধূ। যৌতুক কথাটাই যেন মেয়েদের জীবনের এক অভিশাপ। প্রতিনিয়ত যৌতুক কথাটি কেড়ে নিচ্ছে বহু গৃহবধুর প্রাণ। শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে বহু গৃহবধূ। প্রাণ দিতে হচ্ছে অনেক গৃহবধূর পরিবারের সদস্যদের। সরকার যৌতুকের উপর নিয়ম লাগু করার পরেও কোন কিছুতেই যেন পাত্তা দিচ্ছে না সমাজ।

ঠিক তেমনি ঘটনা ঘটে গেল শনিবার সকালে বিশালগড় বাইদ্যাদীঘি কসবা এলাকায়। জানা গেছে সিপাহীজলা জেলার বক্সনগরের আশাবাড়ি এলাকার চন্দন কুমার শীলের কন্যা তুলসী রানী শীলকে সামাজিকভাবে বিয়ে করে ছয় বছর পূর্বে বাইদ্যাদীঘি কসবা এলাকার মুকুল শীলের ছেলে রাজীব শীল। বিয়ের পর থেকে শুরু হয় গৃহবধূ উপর বাবার বাড়ি থেকে যৌতুক হিসাবে টাকা সহ স্বর্ণালংকার আনার জন্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার।

প্রতিনিয়ত গৃহবধূকে আক্রমণ করেন শাশুড়ি মুকুল শীল, স্বামী রাজিব শীল, দেবর সঞ্জীব শীল। গৃহবধূ শশুর বাড়ি লোকেদের অত্যাচার প্রতিনিয়ত সহ্য করে যাচ্ছে। কেননা গৃহবধূর বাবা একজন দিনমজুর। কোথায় থেকে এনে দেবে স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির চাহিদা মত টাকা। এ নিয়ে এলাকায় একাধিকবার সালিশি সভা হয়। কিছুদিন পরপরই স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ি লোক প্রতিনিয়ত গৃহবধুর উপর আক্রমণ করেন। তারপরও গৃহবধূর সহ্য করে যায় কেননা কোন একটা সময় হয়তো সেটা বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু না। তার মাত্রা প্রতিনিয়ত বেড়ে যায়। এই অশান্তির মধ্যে তাদের একটি আড়াই বছরের কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তারপরই শ্বশুরবাড়ি লোকেদের আক্রমণ ও অত্যাচারের মাত্রা গৃহবদের উপর যেন আরো দ্বিগুণ বেড়ে যায়। শনিবার তার সীমা ছাড়িয়ে যায়। গৃহবধূকে মারতে মারতে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি লোকজন গোলাঘাটি- বিশালগড় সড়কে ফেলে রাখে। এমনকি গৃহবধূকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা হুমকি দেয় যদি শনিবারের মধ্যে গৃহবধূর বাবার বাড়ি থেকে টাকা সহ স্বর্ণালংকার এনে না দেয় তাহলে আড়াই বছরের শিশু কন্যাকে বাড়িতে মেরে ফেলবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গৃহবধূর অসহায় বাবা সহ পরিবারের সদস্যরা। গৃহবধূকে রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আড়াই বছরের কন্যা সন্তানকে বাঁচানোর লক্ষ্যে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি লোকেদের আতঙ্কে অসহায় বাবাকে নিয়ে বিশালগড় মহিলা থানায় দারস্থ হয়ে আড়াই বছরের কন্যা সন্তানকে উদ্ধার করার জন্য আর্জি জানান নির্যাতিতা গৃহবধূ তুলসী রানী শীল।

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Ejaz Anwar Khan (পুরাতন নাম) পিতা Khurshid Anwar Khan, ঠিকানা- Aashiyana Apartment, Block-B, 4th Floor, 59C G J Khan Road, P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 21.06.2024 এর Affidavit (No. 24) দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ejaz Anwar Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ejaz Anwar Khan (নতুন নাম) এবং Md Ejaz Anwar Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Mohammad Aguil (পুরাতন নাম) পিতা Mohammad Bashir, ঠিকানা- 3A/1B, Mistry Para Lane, P.S.- Beniapukur, Kolkata- 700014, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mohammad Aquil (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mohammad Aquil (নতুন নাম) এবং Mohammad Aguil (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Forhad Perveen & Farhat Perbin (old name) W/O Md Firoz Akhtar, residing at 4A, G J Khan Road, Ward No 66, Tiljala, Kolkata-700039, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Farhat Praween (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2024. Farhat Praween (new name) and Forhad Perveen & Farhat Perbin (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Faiz Akhtar (old name) S/O Md Firoz Akhtar, residing at 4A, G J Khan Road, Ward No 66, Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Faiz Akhtar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2024. Md Faiz Akhtar (new name) and Faiz Akhtar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Srila Bhattacharjee (old name) W/O Souvik Chaklanabish, residing at 66, Sarat Basu Road, Rabindra Nagar, South Dumdum, P.S.- Dumdum, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700065, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Srila Chaklanabish Bhattacharjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2024. Srila Chaklanabish Bhattacharjee (new name) and Srila Bhattacharjee (old name) both are same identical person.

Name Change

I Rajesh Sharma, Son of Vishambhar Lal Sharma, residing at 12, Andul Raj Road, Kalighat,P.s- Tollygunge, Kolkata- 700026, West Bengal, Shall Hence forth be Known as Rajesh Kumar Sharma Vide An Affidavit Sworn Before The Notary Public at Kolkata on 21/06/2024. That Rajesh Sharma and Rajesh Kumar Sharma Both are The Same and One Identical Person.

Name Change

I DILIP DHANDHANIA, S/O SATYANARAYAN DHANDHANIA, R/O SILVER OAK ESTATE, 6TH FLOOR, TOWER -3, FLAT-3L/B2, KALIPARK RAJARHAT MAIN ROAD, KOLKATA -700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DILIP KUMAR DHANDHANIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024, THAT DILIP DHANDHANIA AND DILIP KUMAR DHANDHANIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANDHYA NASKAR, WIFE OF DILIP KUMAR NASKAR, RESIDING AT SACHINDRAPALLY, SOUTH PANCHPOTA,GANGA JOARA ROAD,PO-PANCHPOTA, SOUTH 24 PARGANAS -700152, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANDHYA RANI NASKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024.THAT SANDHYA NASKAR AND SANDHYA RANI NASKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DILIP NASKAR, SON OF SUSHIL NASKAR, RESIDING AT SACHINDRAPALLY, SOUTH PANCHPOTA, GANGA JOARA ROAD, PO-PANCHPOTA, SOUTH 24 PARGANAS -700152, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DILIP KUMAR NASKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024. THAT DILIP NASKAR AND DILIP KUMAR NASKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SIMA BEGUM,W/O MD MAHMOOD, R/O 5/B, KASAI BUSTEE 1ST LANE, PO NARKELDANGA, DISTRICT- KOLKATA, STATE- WEST BENGAL, PIN-700011, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEEMA BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/06/2024, THAT SIMA BEGUM AND SEEMA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, JASHODA RANA (OLD NAME), WIFE OF JAJNA RANA, RESIDING AT VILL & PO-ALANDA BOLANGIR, ODISHA-767033, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YASHODA RANA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024.THAT JASHODA RANA AND YASHODA RANA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I HIRA DHANUKI, W/O JOYDEB DHANUKI, R/O BOINCHI GRAM, GULAN DUTTA PARA, PO- BOINCHIGRAM, HOOGHLY RURAL, PIN-712135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HIRA SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/06/2024, THAT HIRA DHANUKI AND HIRA SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BHUDEB CHANDRA SARKAR, S/O LALIT MOHAN SARKAR, R/O BAGATI, BHYABLA, NORTH 24 PARGANAS, BASIRHAT -743422, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHUDEV CHANDRA SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024, THAT BHUDEB CHANDRA SARKAR AND BHUDEV CHANDRA SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD MURTUZA ALI, S/O ASGAR ALI, R/O 65, MNK ROAD NORTH, BARANAGAR (M), ALAM BAZAR, NORTH 24 PARGANAS - 700035, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. MURTUJA ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/06/2024, THAT MOHAMMAD MURTUZA ALI AND MD. MURTUJA ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Mohammad Raja Yousufi & Shaikh Raja Md Mushtaq (old name) S/O Mohammad Mushtaque Yousufi, residing at Jahangiri Mohalla, Near Ladybagan, Asansol, Asansol, Paschim Bardhaman, Pin- 713302, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Raja Yousufi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2024. Raja Yousufi (new name) and Mohammed Raja Yousufi & Shaikh Raja Md Mushtaq (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Mo Husneyara Khatun (old name) W/O Israil Sekh, residing at Dhekuya, P.O.- Kukdahati, East Medinipur, Pin- 721658, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Hosneyara Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2024. Hosneyara Bibi (new name) and Mo Husneyara Khatun (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ummehani Bibi (old name) W/O Sheikh hossen Ali, residing at 2044, Sardar Apartment, Brahmapur, South 24 Pgs, Pin- 700096, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ummahani Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2024. Ummahani Bibi (new name) and Ummehani Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Hosen Shekh (old name) S/O Sk Mukshed Ali, residing at 2044, Sardar Apartment, Brahmapur, South 24 Pgs, Pin- 700096, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sheikh Hossain Ali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2024. Sheikh Hossain Ali (new name) and Hosen Shekh (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sheikh Rameezuddin (old name) S/O Late Sheikh Motiur Rahman, residing at 39/H/3, Ekbalpore Lane, P.O.- Khidderpore, Kolkata-700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Rameezuddin (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/06/2024. Sk Rameezuddin (new name) and Sheikh Rameezuddin (old name) both are same identical person.

Name Change

I PIYALI ADHIKARY (PODDAR), W/O DEBASISH ADHIKARY, R/O VILL GANDHIPALLY, PO & PS BONGAON, BONGAON-743235, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PIYALI PODDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS EXECUTIVE MASIGITRATE AT BONGAON ON 31/03/2023, THAT PIYALI ADHIKARY (PODDAR), AND PIYALI PODDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAMARNATH CHATTERJEE, S/O LATE NERUDEGOPAL CHATTERJEE, R/O 45/9C/1, 1ST FLOOR, MAHENDRA BANERJEE ROAD, PO PARNASREE PALLY, PS PARNASREE, KOLKATA - 700060, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMARENDRA NATH CHATTERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS AT ALIPUR COURT ON 21/06/2024, THAT SAMARNATH CHATTERJEE AND SAMARENDRA NATH CHATTERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUROJIT METE, S/O UTTAM METE, R/O TALIT PASCHIM PARA, TALIT, DEWANDIGHI, PURBA BARDHAMAN, PIN-713141, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAJIT METE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024, THAT SUROJIT METE AND SURAJIT METE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUJAY KUMAR SEN, S/O BIJOY SEN, R/O RABINDRA PALLY, MANGAL BARI, MALDAH -732142, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUJOY SEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT MALDAH ON 06/06/2024, THAT SUJAY KUMAR SEN AND SUJOY SEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BIJAY KUMAR SEN, S/O LATE SARAT SEN, R/O RABINDRA PALLY, MANGALBARI, OLD MALDA, MALDAH-732142, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJOY SEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT MALDAH ON 06/06/2024, THAT BIJAY KUMAR SEN AND BIJOY SEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAZDA BEGUM, W/O SEKH JAMALUDDIN, R/O 37/4, DR SURESH SARKAR ROAD, PS BENIAPUKUR, KOLKATA,-700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REZDA BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/06/2024, THAT RAZDA BEGUM AND REZDA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, R. Kr. Ganeriwala (old name) son of N. K. Ganeriwala presently residing at Khatua Bhavan, 2A, Ronald Shay Road, Alipore, Kolkata-700027, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Ravindra Kumar Ganeriwala vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata on 21/06/2024. That R. Kr. Ganeriwala and Ravindra Kumar Ganeriwala both are same and identical person.

প্রায় প্রত্যেক কালী সহ সকল মায়ের মন্দিরে পড়লো তালা! শুরু ,অম্বুবাচী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২২ জুন ঃ শনিবার সকাল থেকেই তালা বন্ধ হয়ে গেলো মা কালী সহ প্রায় সকল দেবী মায়ের মন্দির, যেখানে পাকা মন্দির নেই সেখানেও দেবী মূর্তীকে শাড়ি বা চাদর দিয়ে রাখা হলো ঢেকে! কারন শনিবার থেকে শুরু হয়েছে অম্বুবাচী। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের ৭ তারিখ থেকে মৃগশিরার নক্ষত্রের তিথিপদ শেষ হলে অম্বুবাচী শুরু হয়। এবছরও ৭ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত অম্বুবাচী চলবে এবং এই কয়দিন মন্দির সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। ধরা হয় এই সময় মা ধরিত্রী তথা মা সতীমাতা রজশলা হন। এই তিন দিন, সকল মায়ের মন্দির বন্ধ থাকে, নিত্যপুজো এবং সেবা সবটাই হয়েছে বাইরে থেকে। আজ আবারও মা সকল ভক্তদের সামনে দেখা দেন। আসামে কামাখ্যার পূজা অঙ্গচ্ছেদের সময় এই স্থানে দেবীর গর্ভ এবং যোনি পড়েছিলো বলেই কথিত আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে প্রতিবছর আষাঢ় মাসের ৭ তারিখ অম্বুবাচী পালিত হয়। শাস্ত্র মতে সূর্য যে বারে ও যে সময়ে মিথুন রাশিতে গোচর করে তারপরের দিন সেই বারই পালিত হয় অম্বুবাচী। আষাঢ় মাসের মৃগশিরা নক্ষত্র তিনটি পর্যায়ে শেষ হলে ধরিত্রী ঋতুমতী হন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এসময় ধরিত্রী ঋতুমতী হন বলেই শস্য-শ্যামলা হয়ে ওঠে বসুন্ধরা তাই অম্বুবাচী সময় হাল ধরাও নিষিদ্ধ। এই তিনদিন সময় কোন শুভ অনুষ্ঠান করা হয় না, বিবাহ, উপনয়ন এমনকি কোনো মন্দিরেও প্রবেশ করা যায় না। এই পূজায় মায়ের কাছে কিছু চাইলে তার সব ইচ্ছে পূরণ করেন মা এমনটাই বিশ্বাস ভক্তবৃন্দদের। অসমের কামাক্ষ্যা মন্দিরে অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে উৎসবও পালন করা হয়। শাস্ত্রমতে অম্বুবাচীর ৩ দিন সর্বপ্রকার মাঙ্গলিক এবং শুভ কর্ম যেমন বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, গৃহ প্রবেশ, গৃহ আরম্ভ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিত। কৃষিকার্য সংক্রান্ত কোনও কাজ এই সময় করা হয় না। চতুর্থ দিন থেকে কোনও বাধা থাকে না। দেবী কামাক্ষ্যা মন্দিরে এই তিথিতে বিশেষ উৎসব পালন করা হয়। অম্বুবাচীতে কী করবেনঃ এই সময় দেবী মূর্তি বা পট লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। অম্বুবাচী শেষ হওয়ার পর দেবীর আসন পাল্টে, স্নান করিয়ে পুজো দেওয়া উচিত। নিবেদন করুন দুধ আম এতে শুভ ফল মেলে। এ সময় গুরুপুজো করা উচিত বলে মনে করা হয়। অম্বুবাচীতে তুলসীর গাছের গোড়া মাটি দিয়ে উঁচু করে রাখুন। অম্বুবাচীতে যে কাজ করা অনুচিত ঃ বৃক্ষরোপণ, কৃষি কাজে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবার শুভ কাজ করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। বিবাহ,গৃহপ্রবেশ তো নয়ই। মন্ত্রোচ্চারণ ছাড়াই পুজো করুন। ধূপ-প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো করতে হয়। বাড়ি, জমি বা দামী জিনিস কিনবেন না। সাপ কে আঘাত করবেন না। চলাফেরায় নিয়ন্ত্রণ রাখুন। এবার শুনুন অম্বুবাচীর কাহিনী - একদা শিব আর পার্বতী বৃষ-আরোহনে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। হৈমবতী প্রশ্ন করলেন, মহেশ্বর ! তোমার গলায় কেন হাড়মালা ? ভস্ম মাখো কেন ? কেন দিগম্বর আর কেনই-বা ভিক্ষুক ? শিব বললেন, প্রিয়ে ! তুমি মনের সুখে যতবার দেহত্যাগ করেছ, তা স্মরণ করে চিতাভস্ম মাখি। কঙ্কালের কণ্ঠহার পরি। উদাসীন হয়ে ভিক্ষা করি। আর শোকলাজহীন মহাযোগীর বস্ত্রে কিবা কাজ ? শিবের বচনে দেবীর বারংবার জন্মমৃত্যু, অর্থাৎ দেবীর অনিত্যতার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। শক্তির প্রতি শৈবগণের এই কটাক্ষ বহুকালের। দেবী ক্রুদ্ধ হলেন। নিজের তত্ত্ব জানানোর জন্য তৎক্ষণাত শিবকে এক রক্তনদী দেখালেন। ভয়াবহ রক্ত-তরঙ্গিনী দেখে শিব তো হতবাক ! এর রহস্য-ভেদ করার জন্য ধ্যানমগ্ন হলেন তিনি। কিন্তু ঈশ্বরীর এমনই মায়া, কিছুতেই শিব এই নদীর তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারলেন না। অগত্যা তিনি দেবীরই শরণাপন্ন হলেন। দেবী সহাস্যে বললেন, যতবার আমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু- মহেশ্বরকে প্রসব করেছি, ততবারের প্রসবরক্ত নদীর আকারে অদ্যাবধি বয়ে চলেছে। শুনে চমকে ওঠেন শিব। আরম্ভ করলেন দেবীস্তব। ''হাসি কহে নারায়ণী হরি হর পদ্মযোনি। প্রসবিনু আমি যত বার। সেইত রক্তের নদী বহে হর অদ্যাবধি। শুনি হর হৈলা চমকিত। দেবীরে করিল স্তব শ্রীকবিবল্লভ শুভ। বিরচিল নৌতন সঙ্গীত। শক্তিপারম্যের চরমতম এই উপাখ্যানটি লিখেছিলেন প্রাণরাম কবিবল্লভ, তাঁর 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে। নিখিল প্রসূতির আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।''

পাট খেতে উদ্ধার মহিলার কাটা পা, দেহাংশের খোঁজে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২২ জুনঃ পাট খেতে পড়ে মহিলার কাটা পা! শুক্রবার সন্ধ্যায় তা নজরে আসতেই ছড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকের রামচন্দ্রপুর এলাকায় মহিলার বাকি দেহাংশ উদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে। ওই এলাকা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরের এলাকার বাসিন্দা বেশ কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। কাটা পা তাঁরই বলে আশঙ্কা। শুক্রবার সন্ধ্যায় রামচন্দ্রপুর এলাকায় একটি পাট খেত থেকে দুটি পা কাটা পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় তপন থানায়। দেহাংশ উদ্ধার করে নিয়ে যান তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে, ওই কাটা পা দুটি কোনও মহিলার। জানা গেছে, দিনচারেক আগে রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে নিমপুরে এক মহিলা আচমকা নিখোঁজ হয়ে যান। বহু খোঁজাখুঁজি করা হয়। তবে মহিলাকে এখনও পাওয়া যায়নি। চারদিন কেটে গেলেও মহিলার পরিবারের তরফ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়নি। দেহাংশ উদ্ধারের খবর পাওয়ামাত্রই মহিলার পরিবারের লোকজন সেখানে যান। পায়ে থাকা নূপুর দেখে পরিবারের লোকজনের সন্দেহ ওই পা দুটি নিখোঁজ মহিলারই। তপন থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত নেমেছে।

বিপুল পরিমাণ আধার, ভোটার, প্যান, কাস্ট সার্টিফিকেট সহ গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ জুন ঃ অনলাইন দোকানে বিপুল পরিমাণ আধার, ভোটার, প্যান, কাস্ট সার্টিফিকেট সহ গ্রেফতার এক যুবক। খড়িবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে গোপন সূত্রে হানা দিয়ে উদ্ধার একাধিক নথিপত্র। জেলা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় ২২ টি আধার কার্ড, ১২টি প্যান কার্ড, রেশন কার্ড, ৮টি ভোটার কার্ড, ১০ জন্ম সার্টিফিকেট, ২টি কাস্ট সার্টিফিকেট সহ কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও প্রিন্টার। ধৃতের নাম প্রসেনজিত বর্মন। পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া নথিপত্র জাল কিনা তার তদন্ত করা শুরু হয়েছে। টাকার বিনিময়ে জাল নথিপত্র তৈরি করা কাজ করত এই যুবক কিনা তার খোঁজখবর শুরু করা হয়েছে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে রিমান্ডে এনে গোটা ঘটনার তদন্তে নামবে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

রবীন্দ্র সরোবর এবং কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে অগ্নিনির্বাপক প্রশিক্ষণের আয়োজন

কলকাতা, ২২ জুন ঃ মেট্রো রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য ব্যবস্থা এবং যত্ন নেয়। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে 'কলকাতার লাইফলাইন'-এ গৃহীত নিরাপত্তা পরিমাপগুলিকে অগ্নিকাণ্ডের মতো কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করে। টানেলের অভ্যন্তরে বা ভায়াডাক্টে যে কোনও অগ্নিকাণ্ডের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা

করার জন্য, কলকাতা মেট্রোতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। ২১.০৬.২০২৪ তারিখে ব্লু লাইনের রবীন্দ্র সরোবর এবং কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মাঠ কর্মীদের জন্য এই ধরনের দুটি ফায়ার ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে, মেট্রো কর্মীদের বিভিন্ন স্টেশনে আগুন এবং ধোঁয়া পরিস্থিতির অনুকরণের মাধ্যমে শিখা নিভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ট্রাফিক, আরপিএফ এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মীরা সেইসাথে অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিল। এটা প্রত্যাশিত যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ মেট্রোমেনের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করবে যেকোন জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে এবং উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনবে এবং তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবে।

রাজ্যে পুর পরিসেবার হাল হকিকত নিয়ে সোমবার বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২২ জুন ঃ পানীয় জল, নিকাশীর মত বিভিন্ন পুর পরিষেবা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করায় রাজ্যের পুরো ও নগর উন্নয়ন দফতর প্রত্যেকটি পুরসভার পরিষেবা প্রধান সংক্রান্ত রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করেছে। রাজ্যে বর্তমান সরকারের আমলে পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশী, রাস্তা নির্মাণ ও আলো লাগানোর জন্য কোন পুরসভা কত টাকা পেয়েছে এবং কত খরচ করেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য ওই রিপোর্টে থাকবে। রাজ্যে পুর পরিসেবার হাল হকিকত নিয়ে সোমবার বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম প্রতিটি পুরসভা ও উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং এক্সিকিউটিভ আধিকারিকদের ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুরসভার উন্নয়ন সংক্রান্ত ওই রিপোর্ট পেশ করা হবে বলে জানা গেছে। পুরসভার উন্নয়নে গত ১৩ বছরে এই রাজ্যের কোষাগার থেকেই ৩২ হাজার কোটিরও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ বাবদ আরো বহু কোটি টাকা পেয়েছে পুরসভাগুলি। এদিকে সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে বিরোধী পরিচালিত পুরসভা গুলির ডাক না পাওয়ার অভিযোগ কে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সিপিআইএম পরিচালিত নদীয়ার তাহেরপুর এবং কংগ্রেস পরিচালিত পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভার কর্তাদের ওই বৈঠকে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ। যা নিয়ে সিপিআইএম কংগ্রেসের পাশাপাশি বিজেপি ও সরব হয়েছে।

এলটিসিতে গাড়ি ভাড়া বাবদ টাকা পাওয়া নিয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি

কলকাতা, ২২ জুন ঃ রাজ্য সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের ভ্রমণ ভাতায় এলটিসিতে গাড়ি ভাড়া বাবদ টাকা পাওয়া নিয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি হল। রাজ্যের অর্থ দফতর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। গাড়ি ভাড়া বাবদ প্রতি কিলোমিটারে সর্বোচ্চ ১৬ টাকা দেওয়া হবে বলে ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এই সংক্রান্ত বিষয় অনুমোদনের জন্য অর্থ দফতরের কাছে না পাঠিয়ে দফতর গুলিকে নিজেদেরই সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, রাজ্যে সরকারি কর্মীরা এলটিসি'তে কয়েক বছর অন্তর সপরিবারে বেড়াতে যাওয়ার জন্য ট্রেন বা বিমানের টিকিটের দাম পান। কিন্তু গাড়ি ভাড়া করলে কত টাকা পাওয়া যাবে তা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম ছিল না। ফলে গাড়ি ভাড়ার বিল পেশ করলেও তা অনেক সময় দেওয়া হতো না। আবার কোনও কোনও সময় গাড়ির অত্যধিক ভাড়ার বিল পাশ হয়ে যেত এমন অভিযোগও উঠেছে। এই সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনেই এবার সুনির্দিষ্ট বিধি জারি করা হলো।

পুকুর পরিস্কার করতে গিয়ে মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২২ জুন ঃ পুকুর পরিস্কার করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের লোটাস প্রেস এলাকায়। জানা গেছে, ঋত্বিক ভকত নামে ২৩ বছরের এক যুবক পুকুর পরিস্কার করতে জলে নেমে ছিলেন তারপরে এলাকাবাসীরা বেশ কিছুক্ষণ তাকে না দেখতে পাওয়ায় জলে নেমে তার মৃতদেহ উদ্ধার করেন জলে তলিয়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। এলাকাবাসীরা তার মৃতদেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করেন। এবং তারপরেই খবর দেওয়া হয় রামপুরহাট থানায় রামপুরহাট থানার পুলিশ ঘটনার স্থলে এসে পৌঁছায়। এবং মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট গর্ভমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। জানা গেছে মৃত যুবকের বাড়ি রামপুরহাট পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আউটডোর পাড়ায় তার নাম ঋত্বিক ভকত। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

মা ও শিশুর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২২ জুন ঃ মা ও শিশুর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ২২ জুন শনিবার নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের নাকপুর চেকপোস্টের কাছে আনুমানিক ভোর পাঁচটা নাগাদ মা ও শিশু পুত্রের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করল নলহাটি থানার লোহাপুর ক্যাম্পের পুলিশ। শনিবার ভোরে মুর্শিদাবাদ বীরভূম সংলগ্ন বীরভূমের নলহাটি থানার নাকপুর চেকপোস্ট ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে জমিতে দুটি মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় মানুষজন। এরপর নলহাটি থানার লোহাপুর ক্যাম্পের পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। জানা গেছে, পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়। জানা গেছে, মৃতের নাম রীনা খাতুন (২৮) এবং নাজিকুল সেখ (৫)। নবগ্রাম থানার ফাইজুদ্দিন সেখের মেয়ে রীনা খাতুন। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওষুধ কেনার নাম করে মহিলা বাড়ি থেকে বের হন। তারপর থেকে নিখোঁজ হন। শনিবার নলহাটি থানার পুলিশ নবগ্রাম থানার মাধ্যমে মৃতার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মহিলার দুটি বিয়ে। প্রথম পক্ষের বিয়ের পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তবে, দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় নি। এনিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা মনোমালিন্য চলছিল। নবগ্রাম থানার জিরাডাঙায় মহারাজ সেখের সাথে রীনার বিয়ে হয়। তবে বিয়ের পরই মনোমালিন্যের কারনে বাপের বাড়িতেই ছেলে নিয়ে থাকতেন রীনা। কুরবানির দিন ছেলে সমেত রীনাকে নিয়ে মহারাজ হাজারদুয়ারি, গোলাপবাগ এবং কান্দি থানার গোকর্ণে বেড়াতে নিয়ে যান। তারপরই এই ঘটনা। এরফলে পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ দ্বিতীয় স্বামীর উপর। কে বা কারা খুন করেছে সেই নিয়ে তদন্ত শুরু করছে নলহাটি থানা ও লোহাপুর ক্যাম্পের পুলিশ। মৃতদেহ দাফনের জন্য পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

সাড়ে ছয় কেজি গাঁজা সহ এক মহিলাকে গ্রেফতার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২২ জুন ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সাড়ে ছয় কেজি গাঁজা সহ এক মহিলাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গতকাল গভীর রাতে কুচবিহার থেকে বালুরঘাটে একটি যাত্রীবাহী বাসে করে গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। সূত্র মারফত ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ যাত্রীবাহি বাসটি আটক করে তল্লাশি শুরু করে। এরপরেই একটি ব্যাগে করে সেই গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। ব্যাগের মালিকের খোঁজখবর শুরু করতেই। দিপালী সাউ(৩০), বালুরঘাটের বাসিন্দা। গ্রেপ্তার করে ফাঁসিদেওয়া থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ তোকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। অন্যদিকে শুক্রবার ধৃত কে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। তবে এই গাঁজা পাচারের পিছনে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

মাদক ব্যবসায়ীর ডেরায় প্রহৃত সিভিক ভলান্টিয়ার, ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২২ জুন ঃ মাদক ব্যবসায়ীর ডেরায় গিয়ে মার খেলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর জখম হয়ে চিকিৎসাধীন তিনি। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে তল্লাশির পর দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানা এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ হরিহরপাড়া থানা এলাকার সারিতলা মাঠে কয়েক জন মাদক ব্যবসায়ী এবং মাদকাসক্ত লোকজন রয়েছেন, সূত্র মারফত ওই খবর পেয়ে স্থানীয় থানার দুই সিভিক ভলান্টিয়ার সেখানে যান। কিন্তু ঘটনাস্থলেই যেতেই তাঁদের উপরে ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হন একদল যুবক। জাব্বার শেখ নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের হাতে ভোজালির কোপ বসিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যান অভিযুক্তেরা। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় হরিহরপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করানো হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন।

মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা পুরকর্তাদের বৈঠকে বাদ ঝালদা এবং তাহেরপুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুন ঃ রাজ্যের সমস্ত পুরসভার চেয়ারম্যান, পুরনিগমের মেয়র, বিভিন্ন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং সমস্ত জেলাশাসককে আগামী সোমবার বৈঠকে ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে জারি করা নির্দেশিকায় বাদ দেওয়া হয়েছে পুরুলিয়ার ঝালদা এবং নদীয়ার তাহেরপুর পুরসভাকে। চেয়ারম্যান তো বটেই, সেখানকার কোনও আধিকারিককেও ডাকা হয়নি নবান্নের বৈঠকে। ২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচনে ঝালদা দখল করেছিল কংগ্রেস। আর তাহেরপুরে জিতেছিল সিপিএম। তার পরে ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর খুনের ঘটনা নিয়ে রাজ্য - রাজনীতিতে বিস্তর জল গড়ায়। আদালতের নির্দেশে সেই মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। তবে সেই ঘটনার পরে ঝালদা পুরসভা বিবিধ ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে গেছে। আপাতত ঝালদার পুরবোর্ড রাজ্যের শাসক তৃণমূলের দখলে। চেয়ারম্যান সুরেশ আগরওয়াল। তাহেরপুর সিপিএমেরই দখলে রয়েছে। ঝালদা পুরসভায় মোট ১২টি ওয়ার্ড রয়েছে। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা ভোটের ফল বলছে, ঝালদা শহরের ১১টি ওয়ার্ডেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। একটি ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। সিপিএমের হাতে থাকা তাহেরপুর পুরসভাতেও বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। লোকসভা ভোটে দেখা গিয়েছে, শহরাঞ্চলে তৃণমূলে ভিত 'আলগা' হয়েছে। রাজ্যের ১২১টি পুরসভার মধ্যে ৬৯টিতে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। দু'টিতে এগিয়ে কংগ্রেস। আসানসোল, শিলিগুড়ি, বিধাননগরের মতো কর্পোরেশন এলাকাতেও বিজেপি অনেকটা এগিয়ে। কলকাতা পুরসভার ৪৭টি ওয়ার্ডেও পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল। অনেকের মতে, শহরাঞ্চলের সেই 'ক্ষতে' প্রলেপ দিতেই পুরসভার চেয়ারম্যান এবং পুরনিগমের মেয়রদের বৈঠকে ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেখানে ঝালদা ও তাহেরপুরের বাদ পড়া নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

সরকারী উদ্যোগে বাদুড়িয়ায় বসছে নতুন টাওয়ার-ডিসপ্লে

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২২ জুন ঃ বাদুড়িয়া পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ড এর পৌর ম্যারেজ হল সংলগ্ন স্থানে বসানো হলো পলিউশন দপ্তরের তরফে একটি টাওয়ার। মূলতঃ এই টাওয়ার এর কাজ হবে এলাকার পলিউশন কেমন আছে তা ডিসপ্লের মাধ্যমে জানানো। ডিসপ্লেটি বসবে বাদুড়িয়া পৌরসভার নবনির্মীয়মান ভবনের গায়ে, আগামীদিনে বাদুড়িয়া পৌর এলাকায়

পলিউশনের মাত্রা কেমন থাকবে তা জনসাধারণ ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে দেখতে পাবে। টাওয়ার বসানোর কাজ শেষ, ডিসপ্লে বসানোর কাজও শীঘ্রই শেষ হবে এমনটা জানালেন বাদুড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য। এই বিষয়ে পৌর প্রধান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য আরো জানান পলিউশনের মাত্রা যদি বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও বাদুড়িয়া পৌরসভা যৌথভাবে কাজ করবে।

অনলাইন মাধ্যমে প্রতারণার ছক বানচাল করলো স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ জুন ঃ অনলাইন মাধ্যমে প্রতারণার ছক বানছাল করলো স্থানীয়রা। হাতেনাতে এক নাবালিকা ও এক যুবককে ধরে

ফেলল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। জানা যায় দীর্ঘ বেশ কয়েকদিন ধরে ওই ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় দোকানে দোকানে গিয়ে বিভিন্ন জিনিস কেনাকাটা করত এই দুজন। অনলাইন মাধ্যমে টাকা দেওয়ার কথা বলে কিউ আর কোড স্ক্যান করে স্ক্রিনশটও দোকানদারদের দেখাতো তারা। কিন্তু ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ঢুকতো না টাকা। একাধিকবার বেশ কয়েকজন দোকানদারের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটার পর দোকানদাররা একত্রিত হয়ে ওই নাবালিকা এবং ওই যুবককে চিহ্নিত করে। শনিবার সেই মতো ওই ওয়ার্ডে আকাশ নার্সিংহোমের সামনে ওই দুজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে তারা। তারপর পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে দুজনকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা। জানা যায়, ওই নাবালিকা এক স্কুল ছাত্রী এবং ওই যুবক কলেজে পড়াশোনা করে। এই ঘটনায় আরো কেউ জড়িত রয়েছে বলে অনুমান স্থানীয়দের। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

হাতির হানা থেকে বাঁচতে অভিনব কায়দা মেটেলি ব্লকের এলাকার মানুষদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জুন ঃ হাতির সঙ্গে লড়াই করে আর নয়, এবার হাতিকে বোকা বানিয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি রক্ষা করার ভাবনায় মন দিলেন মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের উত্তর ধুপঝোরা মাকরাপাড়া এলাকার মানুষ। প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় হাতির হামলার খবর আসছে। ঘরবাড়ি, দোকানপাট ভাঙচুরের পাশাপাশি প্রাণহানির আশঙ্কাও বাড়ছে প্রতিদিনই। কী ভাবে নিজেদের ফসল, ঘরবাড়ি বাঁচাবেন গ্রামবাসীরা? এ নিয়ে সকলেই এক প্রকার দিশেহারা। ধারালো তার, ব্লেডের মতো ধারালো কিছু বা বৈদ্যুতিক তার-- এসব কিছু হাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলে জঙ্গল-লাগোয়া মানুষজন কখনোই এসব ব্যবহার করতে চান না। তাঁরা চান না, তাঁদের জন্য বন্য জন্তুর কোনও ক্ষতি হোক। কিন্তু নিজেদের ক্ষতি কী ভাবে রোধ করা যায়? এবার হাতি তাড়ানোর এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন মাকরাপাড়া এলাকার মানুষজন। মোটা ধাতব তার দিয়ে তাঁরা ঘিরে ফেলছেন তাঁদের বাড়ির চারপাশ। এবার সেই তারে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন পলিথিন (এ ক্ষেত্রে নীল রঙের)। যখনই হাতি এসে ঘরবাড়ি আক্রমণ করতে উদ্যত হচ্ছে, তখনই ঘরের কাছে পৌঁছানোর আগেই ওই তার হাতির সংস্পর্শে আসছে। এসেই তা শব্দ উৎপাদন করছে। পলিথিন থেকে তৈরি হওয়া ওই আওয়াজে কিছুটা হলেও ভয় পাচ্ছে হাতি। একবার এমন হলে অন্যত্রও হাতি এই তার ও তাতে বাঁধা পলিথিন দেখে ভয় পাচ্ছে! ফলে বাড়ির সামনে ঘেঁসছে না। রক্ষা পাচ্ছে বাড়িঘর। এদিকে বন্যপ্রাণেরও কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। উত্তর ধুপঝোরা মাকড়াপাড়া এলাকাটি চাপড়ামারি জঙ্গল সংলগ্ন হওয়ায় মাঝেমধ্যেই হাতি মূর্তি নদী পেরিয়ে চলে আসছে ওই এলাকায়। কিছুদিন আগেও ওই এলাকায় হাতির হানায় বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এলাকায় কী করে হাতির হানা রোখা যায়, তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন এলাকার জনগণ। অবশেষে এই পন্থা অবলম্বন করার পরে এখন আর হাতি বাড়িতে আক্রমণ করছে না বলে মত বাসিন্দাদের। এলাকার বাসিন্দা জীবন খেড়িয়া, বিশ্বজিত খেড়িয়ারা বলেন, বর্তমানে প্রায় প্রতিদিনই রাতে এলাকায় হাতি আসছে। এর আগেও হাতির হানায় বহু ঘরবাড়ি ভেঙেছে। কোনও দিনই হাতির হানা এখানে কম ছিল না। অবশেষে এইভাবে তারের মধ্যে প্লাস্টিক ঝুলিয়ে রাখার ফলে এখন আর বাড়ির ভিতরে হাতি ঢুকছে না। এলাকায় হাতি এলেও তারের সংস্পর্শে আসার পরেই হাতি ফিরে যায়। এলাকার প্রতিটি বাড়িই এইভাবে তারের মধ্যে প্লাস্টিক ঝুলিয়ে ঘেরা হয়েছে। এর ফলে হাতিদেরও কোন সমস্যা হয় না।

একই রাতে পরপর চুরি মেমারিতে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ জুন ঃ একই রাতে পূর্ব বর্ধমানের মেমারীতে পর পর চারটি দোকানে চুরি। চোরের দল দোকানের অ্যাডবেস্টরের চাল কেটে ঢুকে নগদ অর্থ সহ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে যায়। প্রশ্ন উঠছে অল্প দূরত্বে থাকা মেমারী থানার ভূমিকা নিয়ে। ঘটনা টি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে মেমারী থানার নুদিপুর জি.টি রোড সংলগ্ন এলাকায়। এলকায় থাকা চারটি দোকানে একই কায়দায় চুরি হওয়ায় আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা। জানাগেছে, এর আগেও একই কায়দায় এই এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটেছে। বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ফের চোরের আনাগোনায় আতঙ্কিত মেমারীবাসী। এলাকায় নিয়মিত পুলিশ ভ্যানের টহলদারি চলে, তা সত্বেও কীভাবে চুরি হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাতের মেমারী শহরের নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের দিকে ফের আঙুল তুলছে সাধারণ মানুষ। পরপর চুরির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। তাদের অভিযোগ, এইভাবে প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটতে থাকলে, বাজারে ব্যবসা করায় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। চুরি হওয়া দোকানগুলির একটির মালিক হরিদাসবাবু বলেন, শুক্রবার গভীর রাতের দোকানের টিনের চালের একটি বড় অংশ কেটে ভিতরে ঢোকে চোরেরা, দোকানে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র ও বেশকিছু টাকা নিয়ে যায় চোরেরা। তিনি আরো বলেন, রাতে কেউ থাকে না। রাত ১০টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন প্রত্যেকদিনের মত। শনিবার সকালে দোকান খুলতে এসে দেখেন দোলানের চাল কাটা, তছনছ করে ছড়ানো জিনিসপত্র। হরেক-রকমের জিনিষের দোকান হওয়ায় প্রায় সমস্ত জিনিষ নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরেরা। এই চুরির ঘটনায় অভিলম্বে যদি পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে, চোরেদের ধরতে হবে। তা না হলে রাত জেগে পাহারা দিতে হবে দোকান বলে দাবী করেন ব্যবসায়ীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মেমারী থানায় পুলিশ। পুলিশ এসে সমস্ত বিষয় দেখে চুরির তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে বলেও জানিয়েছে মেমারী থানা।

স্নানযাত্রার পুণ্য তিথিতে অনুষ্ঠিত হলো নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পোড়ামায়ের বাৎসরিক উৎসব

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২২ জুন ঃ চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান হিসেবে নবদ্বীপ সমাদৃত বিশ্বজুড়েই। তবে নবদ্বীপ শহরে বৈষ্ণব ধর্মের দেব দেবীর পাশাপাশি রয়েছে অসংখ্য শৈব্য ও শাক্ত দেব দেবীর মন্দির। আর নবদ্বীপ শহরের অন্যতম পরিচিতি হলো শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রকাণ্ড বট গাছের আচ্ছাদনে থাকা মা পোড়ামা মন্দির। আর তাই এই স্থানটিরও নাম পোড়ামাতলা। আর এই পোড়ামা প্রাঙ্গনে মা পোড়ামারে পাশাপাশি রয়েছে দেবী ভবতারিণী মন্দির ও শিব মন্দির। গোটা পোড়ামা প্রাঙ্গন জুড়ে রয়েছে অসংখ্য ফুল, মালা, ও ভোগের দোকান পাশাপাশি প্রসাধনী সহ বিভিন্ন ধরনের দোকান পাট। আর নবদ্বীপের আরাধ্য দেবী হওয়ায় নবদ্বীপ সহ পার্শ্ববর্তী বহু এলাকার মানুষ তাদের বাড়ির অন্নপ্রাশন, সহ অন্যান্য শুভ কাজের আগে এই পোড়ামা প্রাঙ্গনে পুজো দেয়। এ ছাড়াও নবদ্বীপের রাস সহ প্রায় সকল উৎসবেও সিংহ ভাগ পুজো উদ্যোক্তারাও এই পোড়ামা - এর পুজো দিয়ে, পুজো শুরু করে। এ ছাড়াও কথিত আছে মা পোড়ামার কাছে যে যেটা মানত করে সেটা ফলে। একাধারে তীর্থ নগরী নবদ্বীপ, তার ওপর এই পোড়ামা এর কাহিনিও শুরু থেকে সকলের কাছেও সমাদৃত হয়ে আসছে তাই বছরভর

দেশ বিদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী সহ নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের আনাগোনা চলে এই মন্দিরে। নবদ্বীপের বহু প্রাচীন এই পোড়ামা মন্দির। প্রতি বছর স্নান যাত্রার পুণ্যদিনে সাড়ম্বরে নবদ্বীপের বিদগ্ধ জননী পোড়ামায়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আর শনিবার চিরাচরিত নিয়ম মেনে ভোরে নবদ্বীপের গঙ্গা থেকে ১০৮ ঘড়া গঙ্গাজল নিয়ে আসা হয় এবং সেই জলে মাকে স্নান করিয়ে অভিষেক করা হয়। এরপর প্রতিদিনের মতো মায়ের পুজো সহ এদিন মায়ের বিশেষ পুজোও অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে মায়ের ভোগারতির পর ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আর এই বিশেষ দিনে সকাল থেকেই পোড়ামা মন্দির প্রাঙ্গনে মায়ের পুজো দেওয়ার জন্য ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সব মিলিয়ে একাধারে যেমন শনিবার দিনটি ছিলো জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা মহোৎসব, আর এই অনুষ্ঠানে সকলে মেতে ওঠে পাশাপাশি নবদ্বীপের আরাধ্য দেবীর বাৎসরিক উসবও একই দিনে হওয়ায় গোটা নবদ্বীপ এদিন ছিলো উৎসব মুখোর।

যানজট ও জবরদখল রুখতে তৎপর জেলা প্রশাসন ও পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ জুন ঃ শহরের যানজট ও জবরদখল সমস্যা সরেজমিনে যৌথভাবে পরিদর্শনে মালদা জেলা প্রশাসন ও পৌরসভা। শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ মালদা শহরের রথবাড়ি, রবীন্দ্র এভিনিউ, আইটিআই মোড়, ঘোড়াপীর মোড় সহ শহরের মূল প্রবেশদ্বার গুলিতে অভিযান চালায় জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। বিগত দিনে শহরে যানজট এবং জবর দখলকারী নিয়ে সমস্যায় ভোগেন শহরের মানুষ। শহরের বেশিরভাগ ফুটপাত দখলের অভিযোগ তোলেন শহরবাসী। প্রায় দিনই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন পথ চলতি মানুষেরা। শহর যানজট ও জবরদখল মুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয় উচ্চ দফতর থেকে।

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
04/GPW/WBFDC/2024-25	Outdoor Gym Equipments at Banabitan Park, Salt Lake.	22.06.2024	29.06.2024

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

তিরন্দাজিতে বিশ্বজয়ের হ্যাটট্রিক

নয়াদিল্লি, ২২ জুনঃ তিরন্দাজি বিশ্বকাপে আবার সোনা জিতল ভারতের মহিলা কম্পাউন্ড দল। শনিবার ফাইনালে এস্তোনিয়াকে ২৩২-২২৯ ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এই নিয়ে টানা তৃতীয় বার সোনা জিতে বিশ্বজয়ের হ্যাটট্রিক করল ভারত। ভারতীয় তিরন্দাজিতে তৈরি হল নতুন ইতিহাস। জ্যোতি সুরেখা ভেনাম, অদিতি স্বামী এবং পরনীত কউরদের থামানো যাচ্ছে না আন্তর্জাতিক মঞ্চে। গত এপ্রিল মাসে চিনে প্রথম পর্যায়ের এবং মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশ্বকাপেও সোনা জিতেছিল ভারতের মহিলা কম্পাউন্ড দল। বিশ্বের এক নম্বর দল হিসাবে তুরস্কে তৃতীয় পর্যায়ের বিশ্বকাপে নেমেছিলেন জ্যোতি, অদিতি, পরনীতেরা। প্রত্যাশা মতোই সোনা জিতে শেষ করলেন তাঁরা। প্রথম দু'রাউন্ডে এস্তোনিয়ার তিরন্দাজেরা কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেও লাভ হয়নি। তৃতীয় রাউন্ডে ভারতীয়দের নিখুঁত লক্ষ্যভেদের সামনে হার মানতে বাধ্য হন এস্তোনিয়ার তিরন্দাজেরা। এর আগে ভারতীয় তিরন্দাজিতে দলগত বা ব্যক্তিগত পর্যায় এমন নজির নেই। তৃতীয় পর্যায়ের বিশ্বকাপ থেকে আরও পদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে ভারতের। পুরুষদের ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জয়ের সুযোগ রয়েছে প্রিয়াংশের। ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টের সেমিফাইনালে উঠেছেন ভারতের অঙ্কিতা ভকত এবং ধীরজ বোম্মাডেভারা। তাঁরাও পদক জিততে পারেন।

৬ মাস পর ক্রাচ ছেড়ে বল হাতে মহম্মদ সামি

কবে ফিরছেন ভারতীয় টিমে?

বেঙ্গালুরু, ২২ জুনঃ ভারতীয় তারকা পেসার মহম্মদ সামি ফের আলোচনায়। একদিকে ভারতীয় টিমের ক্রিকেটাররা এখন টি-২০ বিশ্বকাপে ব্যস্ত। আর তারই মাঝে বল হাতে মাঠে নেমে পড়লেন সামি। দীর্ঘ ৬ মাস পর ফের বল হাতে ভারতীয় তারকা। বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করছেন। সেখানে তিনি ডক্টর নীতীন প্যাটেল, স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ রজনীকান্তের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। ধীরে ধীরে সামির শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। সামির ছেলেবেলার কোচ বদরুদ্দিন সিদ্দিকি দিয়েছেন তাঁর হেলথ আপডেট। ভারতীয় টিমে কবে ফিরছেন সামি? সংবাদ মাধ্যমকে সামির ছেলেবেলার কোচ বদরুদ্দিন সিদ্দিকি বলেছেন, ''সামি বোলিং করা শুরু করেছেন। তবে পুরো রান আপ করছে না। নেটে ও কোনও অস্বস্তি ছাড়াই বল রিলিজ করছে। এটাই ভালো লক্ষণ। ও খুব তাড়াতাড়ি ভারতীয় টিমে ফিরবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ও ফিরে আসার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। ওর শারীরিক অবস্থার কতটা উন্নতি হচ্ছে, সেই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওর ভিডিয়ো, ছবিও সবাই দেখতে পাচ্ছে।'' ভারতীয় পেসারের ছেলেবেলার কোচের দেওয়া এই খবর স্বস্তি দেবে সামির অনুরাগীদের। গত বছরের ওডিআই বিশ্বকাপের পর থেকে মাঠের বাইরে সামি। এ বছরের আইপিএলে তিনি খেলতে পারেননি। চলতি টি-২০

বিশ্বকাপেও তাঁর ওয়াপসি হয়নি। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে সামির ডান টেন্ডনে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তারপর থেকে তিনি এনসিতে রিহ্যাব পর্ব কাটাচ্ছেন। অস্ত্রোপচারের পর তাঁকে ক্রাচ হাতে দেখা গিয়েছিল। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি শেয়ার করেছিলেন। ভারতীয় টিমের জার্সিতে আবার কবে দেখা যাবে সামিকে? টি-২০ বিশ্বকাপের পর রয়েছে ভারত-জিম্বাবোয়ে টি-২০ সিরিজ। তারপর সেপ্টেম্বরে রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ। ওই টেস্ট সিরিজেই হয়তো আবার ভারতীয় টিমে ফিরতে চলেছেন সামি। চলতি বছরের মার্চে তেমনই ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন বোর্ডের সেক্রেটারি জয় শাহ।

বাব দিয়েছে দুটো কিডনিই, সপ্তাহে দু'বার ডায়ালিসিস, দ্রোণাচার্য কোচ জয়ন্তর পাশে মৌমা-অনিন্দিতারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুনঃ ৪০ বছরেরও বেশি কোচিং জীবন। তাঁর হাত ধরে উঠে এসেছে অনেক নাম। কেউ অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কেউ আবার এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস থেকে এনেছেন পদক। বাংলা এবং ভারতীয় টেবিল টেনিসকে দীর্ঘ সময় ধরে সমৃদ্ধ করেছেন যিনি, সেই তিনিই এখন প্রবল অসুস্থ। দুটো কিডনিই কার্যত জবাব দিয়ে দিয়েছে। যাঁর হাত ধরে হারতে হারতে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মৌমা দাস, অনিন্দিতা চক্রবর্তীরা, তাঁদের কোচ কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন? সেই লড়াই করে যাচ্ছেন দেশের নামী টিটি কোচ জয়ন্ত পুশিলাল। কিছুদিন আগে দ্রোণাচার্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন জয়ন্ত। শনিবার তাই জয়ন্তর ছাত্রছাত্রীরা স্যারকে সম্মান জানানোর জন্য হাজির হয়েছিলেন। সেখানেই জয়ন্ত তুলে ধরলেন যন্ত্রণার এক অন্য মুখ। সংবাদ

মাধ্যমকে বললেন, ''শারীরিক অবস্থা ভীষণ খারাপ। সেই সঙ্গে আর্থিক ভাবেও খারাপ জায়গায় দাঁড়িয়ে। এমন কঠিন সময়ে চাইব, আমার ছাত্রছাত্রীরা যেন আমার পাশে দাঁড়ায়। তা হলে হয়তো!'' কথা শেষ করতে পারলেন না জয়ন্ত। বয়স হয়েছে অনেকটাই। দীর্ঘদিন ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছেন ক্রীড়াগুরু জয়ন্ত পুশিলাল। সপ্তাহে দু'বার ডায়ালাইসিস করাতে হয়। তারই ধকলে যেন বয়স বেড়ে গিয়েছে আরও। বাংলার টেবিল টেনিসে এক উজ্জ্বল নাম জয়ন্ত পুশিলাল। তাঁর নারকেলডাঙার অ্যাকাডেমি ছিল বাংলার টেবিল টেনিসের আঁতুড়ঘর। সেই কারখানা থেকে উঠে এসেছেন একের পর এক তারকা। অজস্র ছাত্র-ছাত্রী জাতীয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলেছেন দাপটের সঙ্গে। তাঁর হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে একের পর এক জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। বাংলার টেবিল টেনিসকে উজাড় করে দিয়েছেন সবটা। জীবনের শেষ সময়ে সেই দ্রোণাচার্য কোচ তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারস্থ। ক্রীড়াগুরুর দরকার কিডনি প্রতিস্থাপন। গুরুর ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন বাংলার অলিম্পিয়ান মৌমা দাস, অনিন্দিতা চক্রবর্তীরা। আর্থিক সঙ্গতি থেকে শুরু করে চিকিৎসার সমস্ত দিক দেখভালের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁর শিষ্যরা। অলিম্পিয়ান মৌমা দাস বলে দিলেন, ''স্যার আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন। স্যারের পাশে থাকব না, তাই হয় নাকি! আমরা স্যারের পরিবারের সঙ্গে কথা বলব। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি, যাতে স্যারের জন্য চিকিৎসার পুরো ব্যবস্থাটা করা যায়। আশা করি কিছু একটা করতে পারব।'

দাপুটে জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের

বার্বাডোজ, ২২ জুনঃ টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার ৮-র দ্বিতীয় ম্যাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হেলায় হারাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আমেরিকার বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে জয় পেল ক্যারিবিয়ানরা। সেই সঙ্গে জমে গেল গ্রুপ বি থেকে সেমিফাইনালের লড়াই। তারকা ওপেনার ব্র্যান্ডন কিং চোটের কারণে বাকি টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। সাইড স্ট্রেনের কারণে তাঁকে ছিটকে যেতে হয়েছে। ব্র্যান্ডন কিং-এর পরিবর্তে বাঁ-হাতি ব্যাটার কাইল মায়ের্সকে দলে নিয়েছে উইন্ডিজ। ম্যাচে টসে জিতে বোলিং বেছে নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল। এমতাবস্থায় ইউএসএ দল প্রথমে ব্যাট করতে আসে এবং দলের প্রথম উইকেটের পতন হয় ৩ রানে। এরপর ৫০ রান পর্যন্ত কোনও উইকেট পড়েনি। যদিও এরপর দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে আমেরিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে, অ্যান্ড্রিস গাউস ১৬ বলে ২৯ রান করেন এবং নীতীশ কুমার ১৯ বলে ২০ রান করেন। ১৯ রান এসেছে মিলিন্দ কুমারের ব্যাট থেকে এবং ১৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন হরমিত সিং। প্রথমে ব্যাট করে আমেরিকা ১৯.৫ ওভারে করে ১২৮ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে দুরন্ত বোলিং করলেন রোস্টন চেস এবং আন্দ্রে রাসেল, রোস্টন ৪ ওভারে ১৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিলেন, অন্যদুইকে, রাসেল ৩.৫ ওভার বোলিং করে ৩১ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিলেন, এছাড়াও আলজারি জোসেফ ২ উইকেট নিলেন। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ উইকেট হারিয়েই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে ফেলে। ব্র্যান্ডন কিং না থাকায় এই ম্যাচে ওপেন করতে নামেন শাই হোপ। ৩৯ বলে ৮২ রান করে অপরাজিত থেকে যান শাই হোপ। নিকোলাস পুরান মাত্র ১২ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন। ৫৫ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জেতে ক্যারিবিয়ানরা।

কোপা আমেরিকা

২০ বছর পর পেরু-চিলির ড্রয়ে শীর্ষেই থাকল আর্জেন্টিনা

টেক্সাস, ২২ জুনঃ ইউরোয় গোলশূন্য ড্র দেখা গেছে ২১তম ম্যাচে। ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসের ম্যাচে গতকাল রাতে গোল করতে পারেনি কোনো দলই। তবে এর আগে হওয়া ২০ ম্যাচের প্রতিটিতে মিলেছিল গোলের দেখা। কোপা আমেরিকায় অবশ্য দ্বিতীয় ম্যাচেই দেখা গেল গোলশূন্য ড্র। আজ ভোরে গ্রুপ 'এ'তে পেরু ও চিলির ম্যাচে গোল পায়নি কোনো দলই। এই ড্রয়ে শেষ হলো ২০ বছরের এক ধারাও।

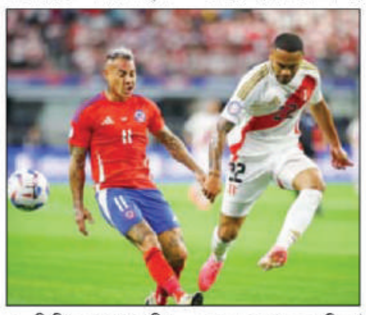

গত ২০ বছরে পেরু ও চিলির মুখোমুখি হওয়া কোনো ম্যাচই ড্রয়ে নিষ্পত্তি হয়নি। ২০ বছরের মধ্যে এই প্রথম ড্র দেখল দুই দল। মুখোমুখি দ্বৈরথে এটি অবশ্য দুই দলের ষষ্ঠ গোলশূন্য ড্র। এর আগে সর্বশেষ পেরু-চিলির ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। এই ড্রয়ে গ্রুপ 'এ'তে নিজেদের সম্ভাবনা ভালোভাবেই বাঁচিয়ে রাখল এ দুই দল। এই গ্রুপের প্রথম ম্যাচে গতকাল কানাডাকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা। যারা এই মুহূর্তে গ্রুপের শীর্ষস্থানও ধরে রেখেছে। মূলত আর্জেন্টিনার বিপক্ষে পারফরম্যান্সের ওপরই নির্ভর করছে এই গ্রুপে অন্য তিন দলের ভাগ্য। টেক্সাসে দাপটের সঙ্গেই ম্যাচ শুরু করে পেরু। শুরুতে চিলিকে চাপেও রাখে তারা। তবে ঘুরে দাঁড়িয়ে খুব দ্রুত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় চিলি। ম্যাচজুড়ে আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতেও পেরুর ওপর আধিপত্য দেখিয়েছে চিলি। ম্যাচে ৬৫ শতাংশ বলের দখল রেখে ১১টি শট নেয় চিলি। তবে লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে শুধু একটি শট। অন্যদিকে ৩৫ শতাংশ বলের দখল রাখা পেরু ৭টি শট নিয়ে ৪টিই লক্ষ্যে রাখে। তবে দুই দলের কোনো প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত গোলে রূপান্তরিত হয়নি। ড্রতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় দুই দলকে। আগামী বুধবার চিলি নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে। একই দিন অন্য ম্যাচে পেরুর প্রতিপক্ষ কানাডা।

ইউরো কাপ

অস্ট্রিয়ার কাছে ৩-১ গোলে হারল লেভানডফস্কির পোল্যান্ড

বার্লিন, ২২ জুনঃ নিজেদের প্রথম ম্যাচে হেরেছে দুই দলই। গ্রুপ 'ডি' থেকে পরের পর্বে যাওয়ার লড়াইয়ে টিকে থাকতে জয়টা প্রয়োজন ছিল দুই দলেরই। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পোল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে অস্ট্রিয়া। চোটের কারণে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলতে না পারা রবার্ট লেভানডফস্কি বদলি হিসেবে আজ দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেছিলেন। তবে তেমন কিছুই করতে পারেননি। উল্টো দলের হার দেখেছেন। এই জয়ে প্রথম ম্যাচে ফ্রান্সের বিপক্ষে আত্মঘাতী গোলে হারার দুঃখ কিছুটা হলেও ভোলার কথা অস্ট্রিয়ার। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে পোল্যান্ডের বিপক্ষে এটাই অস্ট্রিয়ার প্রথম জয়। প্রথমার্ধে শুরুটাও দারুণ করে অস্ট্রিয়া। শুরু থেকে ধারাবাহিক আক্রমণের ফল পেতে বেশি দেরিও হয়নি তাদের। ম্যাচের ৯ মিনিটেই ফিলিপ মোয়েনের ক্রস থেকে হেডে গোল করেন অস্ট্রিয়ার সেন্টার ব্যাক গারনট ট্রোনার, যা উয়েফার ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রিয়ার দ্রুততম গোল। পোল্যান্ড ম্যাচে সমতায় ফেরে ২৯ মিনিটে। গোল করেন পোলিশ স্ট্রাইকার পিয়াতেক। প্রথমার্ধে আর গোল পায়নি কোনো দল। ৬৬ মিনিটে দ্বিতীয়বারের মতো ম্যাচে এগিয়ে যায় অস্ট্রিয়া। গোল করেন বাউমগার্টনার। ম্যাচের

৭৮ মিনিটে তৃতীয় গোল পায় অস্ট্রিয়া। পেনাল্টি থেকে গোল করেন মার্কো আরনাউতোভিচ। মূলত তাতেই ম্যাচের ভাগ্য লেখা হয়ে যায়। পুরো ম্যাচেই অস্ট্রিয়ারই দাপট ছিল। ৫৩ শতাংশ বল দখলে রাখা অস্ট্রিয়া পোল্যান্ডের গোলপোস্টে শট রেখেছে ৯টি। ২ ম্যাচে ১ জয়ে অস্ট্রিয়ার পয়েন্ট এখন ৩। তারা আছেও পয়েন্ট তালিকার তিনে।

দুরন্ত গতি, খেলতে পারেন ভিন্ন পজিশনে দীর্ঘ চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে তরুণ ফুটবলার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুনঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগে বয়স বাড়ছে, পারফরম্যান্সেও উন্নতি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের। বিশেষ করে বলতে হয় গত মরসুমের কথা। আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর থেকে সেরা পারফরম্যান্স ছিল গত মরসুমেই। এ ছাড়া অন্য টুর্নামেন্ট তো রয়েইছে। মরসুমের শুরুতে ডুরান্ড কাপে অল্পের জন্য রানার্স হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে কলিঙ্গ সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ডার্বি জিতেছে। এরকম নানা সাফল্যের মাঝেই হতাশা, আইএসএলে হয়তো আরও ভালো পারফর্ম করা যেত। মরসুমের মাঝ পথে দুই নতুন বিদেশিকেও সই

করানো হয়েছিল। তাতেও লাভ হয়নি। এ বার মরসুমের শুরু থেকেই দল গুছিয়ে নিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। ভাবনাই ভবিষ্যৎ কিংবা ভবিষ্যতের ভাবনা। বিদেশি ফুটবলারের পাশাপাশি দেশীয় প্রতিভায় নজর ইস্টবেঙ্গলের। টিম হিসেবে ভালো পারফর্ম করতে হলে ঘরোয়া ফুটবলারদের ভরসাযোগ্য পারফরম্যান্স চাই। এমন ফুটবলারকে টার্গেট করা হচ্ছে, যাতে দীর্ঘ সময় ইস্টবেঙ্গলকে ভালো সার্ভিস দিতে পারেন। সেই ভাবনা থেকেই এক মিজো ফুটবলারকে তিন বছরের চুক্তিতে সই করাল ইস্টবেঙ্গল। ভারতীয় দলের অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবলার মার্ক জোথানপুইয়া। মূলত মিডফিল্ডার। মাঝমাঠেও খেলতে পারেন মার্ক। দুরন্ত গতি। যা প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে পারে। জোথানপুইয়াকে নেওয়া প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত বলছেন, ''মার্ক তরুণ হলেও দুর্দান্ত প্রতিভা। ওর মধ্যে বৈচিত্র রয়েছে। বিভিন্ন পজিশনে ওকে ব্যবহার করার সুযোগ থাকছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগেও খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার মনে হয়, কেরিয়ারের সঠিক সময়েই ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছে।'' মিজোরামের এই ফুটবলার এফসি পুনে সিটি ও হায়দরাবাদ এফসির যুব দলে খেলেছেন। ভালো পারফরম্যান্সের সুবাদেই সিনিয়র দলে প্রোমোশন হয়। গত মরসুমে হায়দরাবাদ এফসির হয়ে ধারাবাহিক খেলেছেন ২২ বছরের এই ফুটবলার। ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে মার্ক জোথানপুইয়া বলছেন, ''যে কোনও তরুণ ভারতীয় ফুটবলারেরই স্বপ্ন থাকে ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবে খেলার। ভারতীয় ফুটবলের মক্কা কলকাতা। সেখানকার টিমে খেলার সুযোগ পাচ্ছি। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে। কোচ এবং টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে কৃতজ্ঞ আমার উপর ভরসা রাখার জন্য। লাল-হলুদ জার্সিতে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।''

গোলশূন্য ড্রয়ে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে অপেক্ষায় নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্স

আঁতোয়ান গ্রিজমান। তার সতীর্থরাও পারল না ফিনিশিংয়ের মলিনতা ঝেড়ে ফেলতে। উল্টো দ্বিতীয়ার্ধে চাপের মুখে জালে বল পাঠিয়ে উল্লাস শুরু করে নেদারল্যান্ডস। সেটাও বিতর্কিত সিদ্ধান্তে বাতিল হয়ে যায়। তাতে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের হাইভোল্টেজ ম্যাচটি শেষ হয় সমতায়।

লাইপজিগ, ২২ জুনঃ ম্যাচটা প্রথমার্ধেই তিন গোলে এগিয়ে যেতে পারত ফ্রান্স। কিন্তু পারেনি, কারণ আঁতোয়ান গ্রিজমান একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে গেলেন। গোল হলো না কোনো। দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে যেতে পারত নেদারল্যান্ডসও। দুর্ভাগ্য তাদেরও। জাভি সিমন্স বল ফ্রান্সের জালে পাঠানোর পর সেটা বাতিল হয়ে যায় অফসাইডের কারণে। সিদ্ধান্তটা অবশ্য বিতর্কিত মনে হয়েছে। তবে গোল নষ্ট করার মহড়া আর বিতর্কিত অফসাইডের সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স-নেদারল্যান্ডস ম্যাচটা থেকে গেল ০-০ ড্র। এবারের ইউরোতে এটাই প্রথম গোলহীন ম্যাচ। তাতে শেষ ষোলোতে জায়গা নিশ্চিত করার অপেক্ষা বাড়ল দুই দলেরই। লাইপজিগ স্টেডিয়ামে এই ম্যাচের একাদশে ছিলেন না ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার কেভিন দানসোর সঙ্গে সংঘর্ষে নাক ভেঙে ফেলেন এমবাপে। তবে ফ্রান্স দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল, এই ম্যাচে মাস্ক পরে খেলতে পারেন এমবাপে। ফরাসি ফরোয়ার্ড বেঞ্চে বসেই কাটিয়েছেন পুরো ম্যাচ। মাঠে নামা আর হয়নি। এমবাপে খেলার পরেও আক্রমনভাগে ফিনিশিংয়ের দুর্বলতা চোখে পড়েছিল ফ্রান্সের

ইউরো ২০২৪

আগের ম্যাচে। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সেটা আরও বেশি করে চোখে পড়ল। গ্রিজমান যেন ভুল বুটজোড়া পরে চলে এসেছিলেন এ দিন। একবার তো ফাঁকা গোলমুখেও বল জালে ঠেলতে পারলেন না! ওদিকে নেদারল্যান্ডসের গোলরক্ষক বার্ট ভেরব্রুখেনও দারুণ সব সেভ করেছেন। ফলাফল প্রথমার্ধ গোলহীন। দ্বিতীয়ার্ধে আবার সুযোগ নষ্ট করেন গ্রিজমান। তবে ফ্রান্সের এই একের পর এক আক্রমনের মাঝেই সুযোগ পেয়ে পাল্টা আক্রমনে গোল করে বসেন সিমন্স। মেম্ফিস ডিপাইয়ের শট ফ্রান্সের গোলরক্ষক মাইক মাইনন ঠেকিয়ে দেওয়ার পর ফিরতি বল দারুণ এক শটে জালে পাঠান সিমন্স। তবে ডাচ উদযাপনে বাধ সাধে রেফারির পতাকা, দেওয়া হয় অফসাইড। ভিএআর দীর্ঘ সময় নিয়ে যে অফসাইডের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। কিছুটা বিতর্কিত এই সিদ্ধান্তের পর দুই দলের কেউই আর পরিস্কার গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেননি। সব মিলিয়ে এই নিয়ে টানা তিন ম্যাচে নিজেরা গোল করতে ব্যর্থ হলো সবশেষ ২০০০ আসরে ইউরো জয়ীরা। দুই দলের সামনেই সুযোগ ছিল শেষ ষোলোয় খেলা নিশ্চিত করার, পারল না কেউই। দুই রাউন্ড শেষে একটি করে জয় ও ড্রয়ে সমান ৪ পয়েন্ট ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসের। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে অষ্ট্রিয়া। পোলিশরা এখনও পারেনি পয়েন্টের খাতা খুলতে। গ্রুপে ফ্রান্স নিজেদের শেষ ম্যাচটা খেলবে আগামী মঙ্গলবার পোল্যান্ডের বিপক্ষে। একই দিন একই সময়ে নেদারল্যান্ডসের প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া।

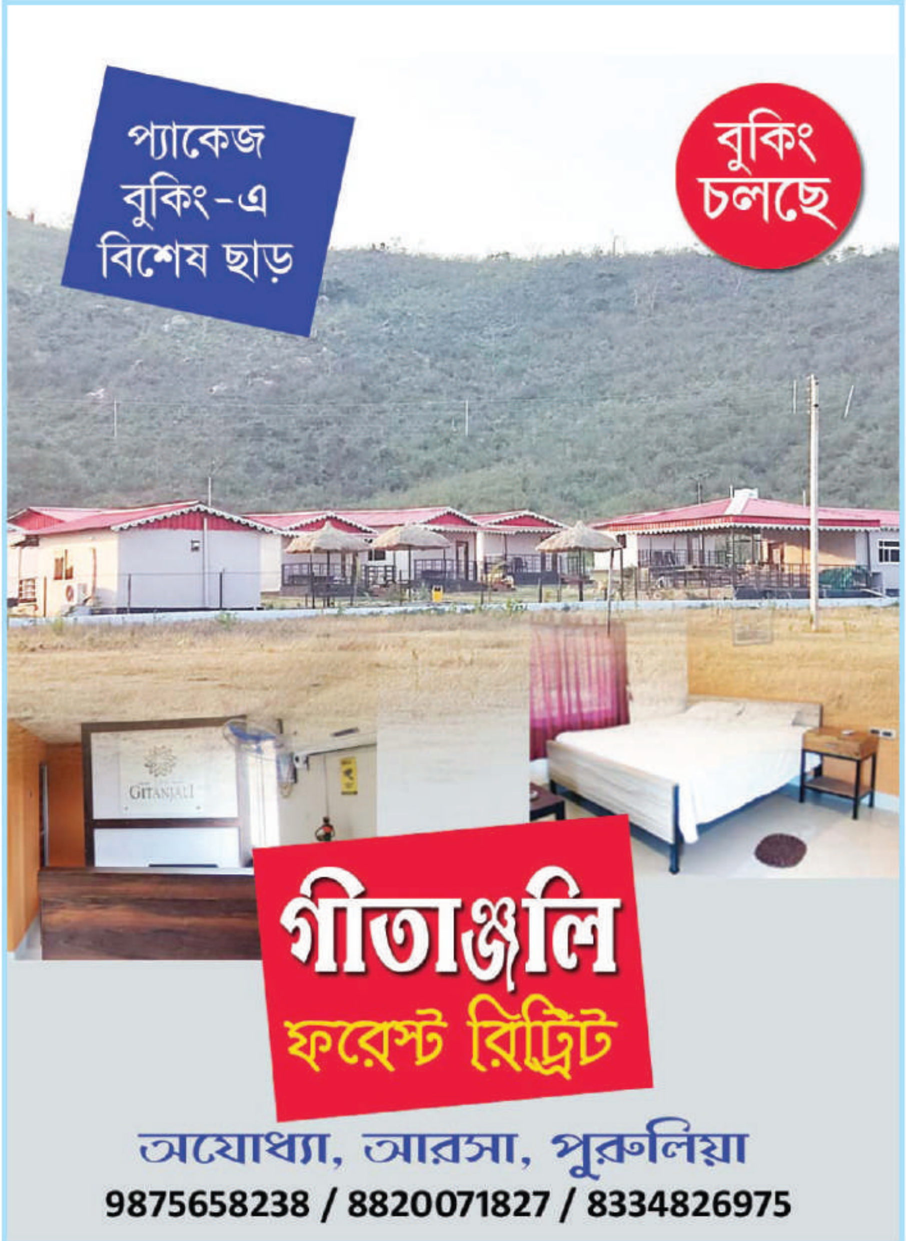

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com